

সমতলে বিছানো হির পৃথিবী (৪ৰ্থ খন্ড) ভাণ্ডি নিরপেক্ষ

লেখক, সংকলক ও সম্পাদক: রূহ মাহমুদ

সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী
(৪ৰ্থ খন্ড)
ভ্রান্তি নিরসন

লেখক, সংকলক ও সম্পাদক: রুহ মাহমুদ।

সূচিপত্র:

ভূমিকা:

ইসলামকে বৈজ্ঞানিক প্রমান করতে গিয়ে বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার সাহেবের
অপব্যাখ্যাঙ্গলোর পর্যালোচনা:

দাহাহার অর্থ বিকৃতি ও অপপ্রচার: সত্যকে জেনে নিন।

মিশরের রাশাদ খলিফাই সর্বপ্রথম দাহাহার অনুবাদ করেছে উটপাখির ডিম:
সূরা নাজিয়াত ৩০ নং আয়াতে দাহাহার অর্থ:

[সূরা আন্বিয়া ২১:৩৩] এবং [সূরা ইয়া-সীন ৩৬:৪০] দিয়ে পৃথিবীর ঘূর্ণযনের
মিথ্যাচার:

বলাকার পৃথিবীতে বিশ্বাসী অত্যাধুনিক মুসলিমেরাই বলছে, পৃথিবী সমতল:

সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবীর অপ্রতিরোধ্য বিজয়:

সাহাবাদের থেকে দলীল দেখান তো যে পৃথিবী সমতল?

আরবের মুসলিমদের মধ্যে গ্রিক দর্শনের অনুপ্রবেশ ঘটলো যেভাবে:

গ্রিক ও মুতাজিলাদের ছদ্মবৈজ্ঞানিক যুগ থেকে বেড়িয়ে সাহাবীদের (রা)
স্বর্ণযুগে প্রবেশ করুন:

আপনি যেরূপ দুনিয়াকে চিনছেন এবং সারাবিশ্বে প্রতিষ্ঠিত রূপে দেখছেন
এরূপ মাত্র ৫০০ বছর আগেও ছিল না।

কুরআনে Geostationary Geocentric Astronomical Model এর অখণ্ডনীয় বর্ণনা।

হেলিওসেন্ট্রিক কসমোলোজিতে স্যাটানিক কোড এবং কাফেরদের ঐক্যঃ

সারা বিশ্বে অকাল্ট কসমোলজি স্বীকৃতি পেলো কিভাবে?

ওরা কি ক্যাথলিক খ্রিষ্টান মিশনারিদের দ্বারা প্রভাবিত?

আমরা প্রচলিত ফ্লাট আর্থ মতবাদের অনুসারী নই:

সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে কোরআন ও ইঞ্জিলের মিল থাকাটাই স্বাভাবিকঃ

চাদ, সূর্য ও মাটি বনাম ফেরেশতা, জীন ও মানুষ (সূর্যকেন্দ্রিক VS
ভূমিকেন্দ্রিক সৃষ্টিতত্ত্ব)।

সমতল পৃথিবীর বিষয়টি অনেকের কাছেই আনএক্সেপ্টেবল।

উম্মাহর এই ক্রান্তি কালে সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা কর্তৃ যৌক্তিক? (বা
সমতল পৃথিবী সম্পর্কে জেনে কি লাভ)?

হাশরের ময়দানে কি পৃথিবীর আকৃতি নিয়ে কোনো প্রশ্ন হবে?

গোলাকার পৃথিবীর ধারণাটি কি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক?

মুমিনদের সত্য ও সুন্নাহ নির্ভর গবেষণায় এতো আপত্তি কেন?

প্রকৃতির বিভিন্ন রহস্য ও সমতলে বিছানো পৃথিবীর বিরুদ্ধে প্রশ্নঃ

এলমে (আসমানী) লাদুন্নী বনাম বৈজ্ঞানিক (গাণিতিক) জ্ঞানঃ

মুত্তাকীদের অন্তর্দৃষ্টি ও সারা বিশ্বের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গঃ

ইয়াভুদী, নাসারা ও মুশরিকদের অনুসরন- অনুকরণের ভয়াবহ পরিণতি
 সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (সা:) -এর কঠোর সতর্কবানীঃ
 মডারেট ভাইদের মেকাপি ইসলাম বনাম মুত্তাকীদের প্রকৃত ইসলাম:
 রাজা ও শিশুর গন্ধ এবং বর্তমান মডারেট মুসলিমদের অবস্থা:
 কুরআন হাদীসই যথেষ্ট, নাকি বিজ্ঞানও লাগবে??
 মুসলমানদের পশ্চাদপদতা জ্ঞানতাত্ত্বিক না; রাজনৈতিক:
 পৃথিবী কত প্রকার? (নাসা বনাম কুরআন)।
 সমতলে বিছানো পৃথিবীর বাংলাদেশ থেকে দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার
 কাঞ্চনজঙ্গলা (হিমালয়), উত্তরবঙ্গে পর্যটকদের ভিড়:
 হজরত যুলকারনাইনের পৃথিবী ভ্রমণ: সন্তাব্য উদয় ও অস্তাচল।
 মায়া সভ্যতা ও হজরত যুলকারনাইনের শাস্তি প্রদান:
 ইয়াজুজ মাজুজ কোথায়? আমাদের চেনা ম্যাপের ভিতরে নাকি বাহিরে?
 উপসংহার:

ভূমিকা:

আলহামদুল্লাহ। ১ম, ২য়, ও ৩য় খন্ডের পর ৪র্থ খন্ড আপনাদের হাতে
তুলে দিতে পেরে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। সমস্ত কৃতিত্ব
একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। তিনি সহজ না করে দিলে কখনোই এটা সম্ভব
ছিল না। বরাবরের মতো একই কথা আবারো এখানে বলতে হচ্ছে।
যেহেতু আমি একাই লিখালিখি, সংকলন ও সম্পাদনার কাজ করেছি,
সেহেতু অনেক ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। তাই সবাইকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে
দেখার অনুরোধ করছি। আর সাথে সাথে আগের ৩ খন্ড যারা পড়েন নি,
তাদেরকে সেগুলো পড়ার আহবান করছি।

((সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবীর ১ম খন্ডতে শাইখ আসাফির কুরআন ও হাদিস
থেকে দলিল দিয়ে প্রমান করেছেন যে পৃথিবী সমতল ও স্থির। বলাকার ও ঘূর্ণায়মান
নয়।

Blog link:

<https://toorpaahaar.blogspot.com/2021/02/blog-post.html>

PDF link:

<https://drive.google.com/file/d/13S5cIIzdY62BZdbDZ305UWR9E9EaCiXh/view?usp=sharing>

সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী (২য় খন্ড)। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী।

Blog link:

<https://toorpaahaar.blogspot.com/2021/02/blog-link-httpsstoorpaahaar.html>

PDF link:

https://drive.google.com/file/d/1Bu_tHvAH_ItoEKUtRFS9mYDqpnBU3HuB/view?usp=sharing

সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবী (৩য় খন্দ)। ছদ্মবিজ্ঞানের বেড়াজালে সৃষ্টিতত্ত্ব।

PDF link:

https://drive.google.com/file/d/188Ld4dKZONdkeEf1JUComdbR_jU_Kqrk/view?usp=sharing

প্রত্যেকটি কিতাবেই আমার নিজের লিখার পাশাপাশি আরো অনেকের লিখা
সংকলন করা হয়েছে, যদিও উনাদের কাউকেই আমি চিনি না। তাদের
সবাইকে আল্লাহ উত্তম জাজা দান করুন। পাঠকদের কাছে আরো একটি
অনুরোধ, আপনারা আমার জন্য এবং ওই সকল অজানা লেখকদের জন্যও
দোআ করবেন। এ কাজগুলো করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে।
নিজের পরিবার, দৈনন্দিন কাজ কর্ম, চাকুরী ইত্যাদি কাজের ফাঁকে ফাঁকে
কিতাবটা তৈরী করতে হয়েছে। তারপরেও ভালো লাগছে যে, আল্লাহর
ইচ্ছায় পিডিএফটা শেষ করে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরেছি।
চাওয়া তো শুধু একটাই। আর তা হলো: "আল্লাহর সন্তুষ্টি"।
হে আল্লাহ আমার সব দ্বিনি খেদমত শুধুমাত্র আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের
জন্য। আপনি আমাকে কবুল করে নিন। আমিন।

-Rooh Maahmood-

ইসলামকে বৈজ্ঞানিক প্রমান করতে দিয়ে বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার সাহেবের

অপব্যাখ্যাগ্নিলোর পর্যালোচনা:

একজন বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার সাহেব তার ‘কোরান ও আধুনিক বিজ্ঞান: বিরোধ নাকি সাদৃশ্য’ লেকচারে বলেছেন :

” আগেকার দিনে মানুষ মনে করতো, আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি সেটা সমতল; আর তারা খুব বেশি দূরে যেতে ভয় পেতো হঠাত করে যদি নিচে পড়ে যায় সেজন্য । এরপর ১৫৫৭ খ্রিস্টাব্দে স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক জাহাজে করে পুরো পৃথিবী ঘুরে আসলেন আর প্রমান করলেন যে পৃথিবী আসলে বর্তুলাকার ।

পরিত্র কুরানে সুরা লুকমানের ২৯ নাম্বার আয়াতে উল্লেখ করা আছে ,

” আল্লাহ তাআলা রাত্রির ভিতর দিবসকে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং রাত্রিকে দিবসের ভিতর অন্তর্ভুক্ত করেন ।“ অন্তর্ভুক্ত করা একটি ধীর গতির চলমান প্রক্রিয়া । রাত ধীরে ধীরে চলমান প্রক্রিয়ায় দিনে পরিনত হয় আর দিন ধীরে ধীরে চলমান প্রক্রিয়ায় রাতে পরিনত হয় । এটা শুধু মাত্র তখনই সম্ভব হবে যদি পৃথিবী বর্তুলাকার হয় । পৃথিবী সমতল হলে এটা সম্ভব হবে না । পৃথিবী সমতল হলে দিন রাত হঠাত করে বদলে যেত ।

পরিত্র কুরানে সুরা আল জুমার ৫ নাম্বার আয়াতে উল্লেখ করা আছে যে ,

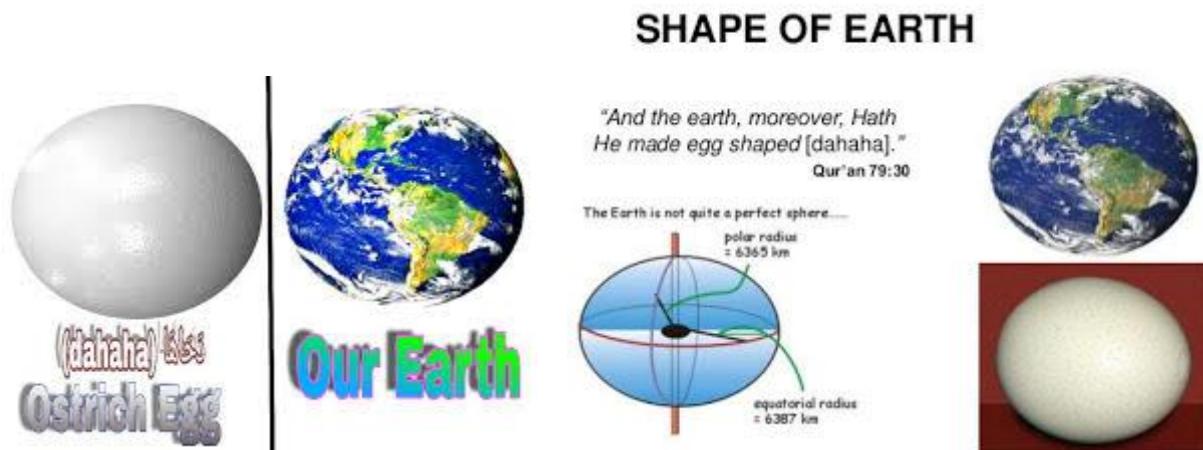
“আল্লাহ তাআলা এই আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথ ভাবে । এবং তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা ।“

এখানে যে আরবি শব্দটা আছে সেটা হলো ‘কাওয়ারা‘ যার অর্থ কোনো কিছু আচ্ছাদন করা । যেভাবে আমরা আমাদের মাথায় পাগড়ি পড়ি, আমরা যেভাবে

আমাদের মাথায় পাগড়ি পড়ি । এই মতবাদটা যে রাত দিনকে আর দিন রাতকে আচ্ছাদন করছে এটা শুধু তখনই সম্ভব হবে যদি পৃথিবী বর্তুলাকার হয় । যদি পৃথিবী সমতল হয় তাহলে এটা সম্ভব হবে না । দিন রাত তখন হঠাত করে বদলে যেত ।

এরপর পবিত্র কুরআনে আছে, সুরা নাফিয়াতের ৩০ নাম্বার আয়াতে উল্লেখ করা আছে যে, “এবং ইহার পর তিনি পৃথিবীকে করিয়াছেন ডিম্বাকৃতির ।“

এখানে আরবি শব্দ ‘দাহাহা’ যার মূল শব্দ ‘দুইয়া’ যার অর্থ হলো ডিম্বাকৃতির । এই শব্দটা দিয়ে কোনো স্বাধারণ ডিমকে বুঝানো হয়না । শব্দটা দিয়ে বিশেষ করে বোঝানো হয় উটপাখির ডিমকে ।



আর এখন আমরা জানি যে আমাদের পৃথিবী পুরোপুরি ফুটবলের মত গোল নয় ।

এটা আসলে বর্তুলাকার । এটা উপরে আর নিচে চাপা আর দুই পাশে কিছুটা ফোলানো ।

এটা হলো বর্তুলাকার ।

আর আপনারা যদি উট পাখির ডিমকে ভালো ভাবে দেখেন এই ডিমটা বর্তুলাকার ।

উপরে নিচে কিছুটা চাপা আর দুই পাশে কিছুটা ফুলানো ।
 তাহলে পবিত্র কুরআনে পৃথিবীর আকার সঠিক ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ১৪০০
 বছর আগে ।“

এই হচ্ছে ইসলামিক বিশেষজ্ঞ সাহেবের বক্তব্য ।

বিশেষণ:

আল্লাহ তাআলা যে কথাগুলো মুহাম্মদ সঃ কে বলেছেন বা তার উপর যে বাণী
 প্রেরণ করেছেন জিব্রাইল (আঃ)-এর মাধ্যমে তাই কোরআনুল কারীমে লিপিবদ্ধ হয়ে
 আছে । আল্লাহ তার কথা গুলো মোহাম্মদ (সঃ) কে বুবানোর জন্য খুব সহজ কিছু
 শব্দ বেছে নিয়েছিল যেন মুহাম্মদ (সঃ) সেগুলো খুব সহজে বুঝতে পারে । সেই
 কথা গুলো মোহাম্মদ সঃ বুঝেছিল এবং তার সাহাবাদেরকে তিনি ভালো ভাবে
 বুঝিয়েছিলেন । আর কিছু কিছু আয়াত আল্লাহ রূপক ভাবে বলেছেন এবং তিনি
 এটাও বলে দিয়েছেন যে এগুলোর অর্থ তিনি (আল্লাহ) ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না
 । আর এগুলো বাদে বাকিগুলিই গুরুত্বপূর্ণ ।

এখন আল্লাহ যে কথাগুলো মোহাম্মদ সঃ কে বলেছেন এবং যে শব্দ গুলো দিয়ে
 বাক্য তৈরী করেছেন সেগুলো দিয়ে ওই অর্থটি প্রকাশ করেছেন যেটা আল্লাহ
 মুহাম্মদ সঃ কে বলতে চেয়েছিলেন ।

এবং মুহাম্মদ সঃ ওই অর্থটি বুঝেছিলেন যেটা আল্লাহ বলতে চেয়েছিলেন তাকে ।
 এখন যদি সেসব বাক্যের কতগুলো নির্দিষ্ট শব্দের অর্থের অন্য অর্থগুলো (সমার্থক
 অর্থ) দিয়ে সেই বাক্যটির অর্থ করা হয়, তাহলে আল্লাহ যে কথা গুলো মুহাম্মদ সঃ
 কে বলেছেন সেই অর্থ গুলো বদলে যাবে ।

এক্ষেত্রে যদি আমরা একটা উদাহরণ দেই যেমন ইংরেজি বাকেয় যদি বলা হয়ে থাকে “It is raining cats and dogs” . এর বাংলা হবে মুশলধারে বৃষ্টি হচ্ছে । কারণ ইংরেজ ভাষাভাষী মানুষ গুলো এটা দিয়ে এই অর্থটি করে থাকে । এখন যদি একজন ওই বাক্যটার অর্থ করে এরকম ” বিড়ালে কুকুরে বৃষ্টি হচ্ছে ” তাহলে কিন্তু এর অর্থ ঠিক থাকলো না । কারণ বৃষ্টির সাথে বিড়াল কুকুরের কোনো সম্পর্ক নেই।

আবার কোনো শব্দের উত্পত্তি হয়েছে যে শব্দ থেকে সেই শব্দের অর্থটি যদি কোরানে উল্লেখিত শব্দের অর্থ ধরি তবুও কিন্তু সেই অর্থটা আর আল্লাহর বলা কথার অর্থটা আর ঠিক থাকবে না ।

যেমন ধরি বাংলা একটা শব্দ ‘হাত’ যার সমার্থক শব্দ ‘হস্ত’ । আর এই হস্ত শব্দটি এসেছে হস্তি থেকে । এখানে হস্তি মানে হচ্ছে হাতি আর হস্ত মানে হাত । এখন যদি কেও বলে যে আমি হাত দিয়ে ভাত খাই । আর একজন যদি এর অর্থ করে আমি হাতি দিয়ে ভাত খাই । এবং সে যদি যুক্তি দেখায় যে হাত সেটাকে হস্ত বলা হয় সেটা এসেছে হস্তি শব্দ থেকে এবং হস্তির অর্থ হচ্ছে হাতি তাই আমি বাক্যটির অর্থ করেছি এই রকম । তাহলে কিন্তু আর আগের অর্থ ঠিক থাকলো না ।

ঠিক সেভাবেই কোরানে বর্ণিত শব্দ গুলোর অর্থ সেটাই করতে হবে যেটা মুহাম্মদ সঃ বুঝেছেন ।

এখন যদি কেও কোরানে বর্ণিত বাক্যের ব্যবহৃত শব্দ গুলোর কোনো একটার অর্থ পরিবর্তন করে (সমার্থক শব্দ এনে) সেই বাক্যটির অর্থ করে তাহলে কিন্তু আল্লাহ মুহাম্মদ সঃ কে যে কথাটা বলেছিল সেটা আর ঠিক থাকবে না । কারণ আল্লাহ, মুহাম্মদ সঃ কে সেভাবেই শব্দ প্রয়োগ করে বুঝিয়েছেন যেভাবে তিনি সবচেয়ে

ভালো বুঝবেন । আর মুহাম্মদ সঃ সেই কথা গুলো বুঝেছিলেন খুব ভালো ভাবে
 এবং তার সাহাবাদেরকে (রাঃ) ব্যাখ্যা করেছেন খুব ভালো ভাবে ।
 তার মানে কোরানে ব্যবহৃত শব্দ গুলোর সেই অর্থই ধরতে হবে যেগুলো মুহাম্মদ
 সঃ বুঝেছেন । অন্য সমার্থক শব্দ এনে অর্থ করলে সেই অর্থটা বিকৃত হয়ে যাবে ।
 যেটা অনেক স্কলারস্রাই করছেন হর হামেশাই । এক অর্থে তারা আল্লাহর
 কথাগুলোকে বিকৃত করে ফেলেছে সমার্থক অর্থ দিয়ে কোরান-এর অর্থকরে । সব
 আধুনিক মুসলমানরা বিজ্ঞানের সাথে কোরান কে মিলাতে কোরানে ব্যবহৃত শব্দের
 অন্য সমার্থক শব্দ এনে অনেক আয়াতকে পুরাপুরি বিকৃত করে ফেলেছে ।

এবার মূল আলোচনা:

স্কলার সাহেব কোরানের বর্ণনায় পৃথিবী সমতল নাকি গোলক আকৃতির তা প্রমানের
 জন্য কোরানের যে আয়াতটি তুলে ধরেছেন তা হলো :

(৩১) সুরা লুকমান; আয়াত ২৯ :

”আল্লাহ তাআলা রাত্রির ভিতর দিবসকে অন্তর্ভুক্ত করেন । এবং রাত্রিকে দিবসের
 ভিতর অন্তর্ভুক্ত করেন ।“

এই আয়াতটির অন্য অনুবাদ হলো :

(৩১) সুরা লুকমান; আয়াত ২৯ :

“তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে
 প্রবিষ্ট করেন ? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন । প্রত্যেকেই
 নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পরিভ্রমন করে । তুমি কি আরও দেখো না যে, তোমরা যা কর,
 আল্লাহ তার খবর রাখেন ?

(৩১) সুরা লুকমান; আয়াত ২৯ :

তুমি কি দেখো না যে , আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে এবং দিবসকে রাত্রির ভিতরে প্রবেশ করান ? তিনি চন্দ-সূর্যকে করেছেন নিয়মাধীন, প্রত্যেকটি পরিষ্মন করে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত; তোমরা যা কর আল্লাহ সে অবহিত ।” (প্রফেসর ড: মুহাম্মদ মূজীবুর রহমান)

(৩১) সুরা লুকমান; আয়াত ২৯ :

তুমি কি দেখনি যে তিনি রাতকে দিনের ভেতরে তুকিয়ে দেন এবং দিনকে তুকিয়ে দেন রাতের ভেতরে এবং সূর্য ও চন্দকে তিনি অনুগত করেছেন, প্রত্যেকটিই এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বিচরণ করে; আর তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ নিশ্চই পূর্ণ ওয়াকিবহাল ?” (অনুবাদ – ড: জহুরুল হক)

এখন স্কলার সাহেব বলেছেন যে কোরানে আছে যে আল্লাহ ধীরে ধীরে রাতকে দিনের ভিতর অন্তর্ভুক্ত করেন এবং দিনকে রাতের ভিতর অন্তর্ভুক্ত করেন । এই অন্তর্ভুক্তিকরণ খুব ধীর গতির প্রক্রিয়া, তাই পৃথিবী যদি সমতল হয় তবে এটা সম্ভব নয় । পৃথিবী গোল (ball) বলেই এটা সম্ভব ।

আপনারা লক্ষ করুন এখানে স্কলার সাহেবের যুক্তিটা কত ঠুনকো । এটা কোনো যুক্তি হলো যে দিন রাত ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় বলেই প্রমান হয় পৃথিবী গোল (ball)? হাজার হাজার বছর আগে থেকেই মানুষ দেখে আসছে যে দিন রাত ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয় । তবুও তারা বিশ্বাস করত যে পৃথিবী সমতল । এমনকি ১৫৫৭ সালের আগেও মানুষ (মুসলমান সহ) বিশ্বাস করত যে পৃথিবী সমতল । তাহলে কি ধরে নেব যে প্রাচীন কালের মানুষ যেহেতু দেখেছে যে দিন রাত ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় তাই তারা পৃথিবীকে গোল (ball) বলেই জানত? কি আজব যুক্তি!

পৃথিবী গোলক আকৃতির এবং সেজন্যই রাত দিন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় এটা আবিষ্কার করেছে বিজ্ঞান । কোরআন অনুযায়ী আল্লাহর রাসূল (স:) ও সাহাবারা (রাঃ) যদি জানতেনই পৃথিবী বর্তুলাকার, তাহলে তারা এটা বলেননি কেন? তার মানে হচ্ছে আল্লাহর রাসূল (স:) ও সাহাবারা (রাঃ) ঠিকই জানতেন এবং মানতেন পৃথিবী সমতল । আর এটাই আল্লাহর রাসূল (স:), তার সাহাবাদের কে বলেছেন । এবং এজন্যই মুসলমানদের কোনো লেখাতেই পাবেন না যে পৃথিবী বর্তুলাকার । ‘পৃথিবী গোল’ এটা প্রমাণিত হবার আগের মুসলমানদের কোনো লেখকের লেখাতেই পাবেন না যে লেখা আছে পৃথিবী বর্তুলাকার (ball) । আর এর একমাত্র কারণ হচ্ছে যে আল্লাহর রাসূল (স:) এটাই জানতেন যে পৃথিবী সমতল । তিনি কখনই জানতেন না যে পৃথিবী বর্তুলাকার ।

তাই ক্ষলার সাহেব যে ঘুষ্টিটা দিয়েছে সেটা বাচ্চাদের কে সাত পাঁচে তেরোর বুরু বুরানোর মতো ।

সে আর যে আয়াতটা উল্লেখ করেছে সেটা হলো :

(৩৯) সুরা আল যুমার; আয়াত ৫ :

“আল্লাহ তাআলা এই আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন যথাযথ ভাবে । এবং তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা ।“

ক্ষলার সাহেব বলেন এখানে ‘কাওয়ারা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার অর্থ কোনো কিছু আচ্ছাদন করা । যেভাবে আমরা আমাদের মাথায় পাগড়ি পড়ি, আমরা যেভাবে আমাদের মাথায় পাগড়ি পড়ি ।

এখানে আমার প্রশ্ন ‘কাওয়ারা’ শব্দটি কি শুধু পাগড়ি পরার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় নাকি এর অর্থ কোনো কিছু আচ্ছাদন করা ?

এর অর্থ যদি কোনো কিছু আচ্ছাদন করা হয় তবে বলতে হবে যে রাত দিনকে বা দিন রাত কে আচ্ছাদন করছে না । আবার সবসময় পৃথিবীর একপাশে থাকছে রাত আর অন্য পাশে থাকছে দিন । অর্থাত অর্ধেক পৃথিবীতে সবসময় রাত থাকছে এবং বাকি অর্ধেক পৃথিবীতে সবসময় দিন থাকছে । সুতরাং এটা দিয়ে প্রমান হবার প্রশ্নই আসে না যে পৃথিবী গোলক আকৃতির । এটা একটা ফালতু ধারণা ছাড়া আর কিছুই না । আর স্কলার সাহেব এই যুক্তি দিয়ে গোজামিল করে পৃথিবীর গোল আকৃতি প্রমানের ব্যর্থ চেষ্টা করেছে মাত্র । এটা দিয়ে আসলে কিছুই প্রমান হয়নি ।

এরপর স্কলার সাহেব তার সবচেয়ে বড় অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন । সে একটি আয়াত উল্লেখ করেছেন । সেটা হলো :

(৭৯) সুরা নায়িত; আয়াত ৩০ ,

“এবং ইহার পর তিনি পৃথিবীকে করিয়াছেন ডিস্বাকৃতির ।“

এরপর স্কলার সাহেব বলেন, “এখানে আরবি শব্দ ‘দাহহা’ যার মূল শব্দ ‘দুইয়া’ যার অর্থ হলো ডিস্বাকৃতির । এই শব্দটা দিয়ে কোনো স্বাধারণ ডিমকে বুকানো হয়না । শব্দটা দিয়ে বিশেষ করে বোকানো হয় উটপাখির ডিমকে ।“

তার মতে পৃথিবী এবং উটপাখির ডিম একই আকৃতির ।

তার উল্লেখিত আয়াতের অন্যান্য অনুবাদ গুলো হলো :

(৭৯) সুরা আন-নায়িত; আয়াত ৩০ :

“পৃথিবীকে এরপরে বিস্তৃত করেছেন ।“

(৭৯) সুরা আন-নায়িত; আয়াত ৩০ :

“এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন ।” (অনুবাদ – প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ
মুজিবুর রহমান)

(৭৯) সুরা আন-নায়িত; আয়াত ৩০ :

“আর পৃথিবী- এর পর তাকে প্রসারিত করেছেন ।” (অনুবাদ- ডঃ জহরুল
হক)

SURA (79) AN-NAZIAT :

30. And after that He spread the earth,

(79) Al Nazi’at :

**30. And the earth, moreover, hath He extended
(to a wide expanse);**

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উপরে বর্ণিত কোনো অনুবাদেই নেই যে পৃথিবী ডিস্ট্রিবিউশনে
তাও আবার উটপাথির ডিম ।

অথচ অনুবাদের ক্ষেত্রে অনুবাদক সবসময় খেয়াল রাখেন যে অনুবাদ যেন যে ভাষা
থেকে অনুবাদ করা হয়েছে সেই ভাষার ওই অনুবাদের অর্থের সাথে মিল থাকে ।

অর্থাত অনুবাদ যা করা হয় সেটা সেই ভাষার অর্থের সাথে মিল রাখতে হয় । আর
এজন্যই যখন অনুবাদ গ্রস্ত পড়া হয় সেখানে দেখা যায় যে মূল বাক্যের সাথে

অনুবাদের আভিধানিক অর্থের থেকে পার্থক্য দেখা যায় । এর কারণ ওই বাক্য দিয়ে

সেই ভাষার মানুষ বা লেখক কি বুঝে সেটাকে গুরুত্ব দেয়া হয় । এজন্যই মূল
বাক্যের আভিধানিক অর্থের সাথে অনুবাদের অর্থের কিছুটা পার্থক্য থাকে ।

এখন কোরান অনুবাদ করার সময়ও অনুবাদক কোরানের অর্থ আরবরা যা বুঝে

সেটাকেই অনুবাদে তুলে ধরবেন ।

তার মানে কোরান অনুবাদ করার সময় অনুবাদকগণ লক্ষ রাখেন যে কোরানের আয়াত গুলোর অর্থ আল্লাহর রাসূল (স:) ও সাহাবা (রাঃ) কি বুঝতেন । আর তারা বিভিন্ন হাদিসের সাহায্য নিয়েই অনুবাদ করে থাকেন ।

এখন যদি আপনারা লক্ষ করেন তবে দেখবেন যে কোরানের কয়েক বছর আগে যে অনুবাদগুলো ছিল তার সাথে বর্তমানের অনুবাদ গুলোর বেশ পার্থক্য রয়েছে । আর এর কারণ বিজ্ঞানের সাথে কোরানের মিল খোজতে যেয়ে moderate মুসলমানরা কোরানের অর্থের পরিবর্তন করে ফেলেছে । আর এজন্যই আগের অনুবাদগুলোতে দেখবেন যে উপরিউক্ত আয়াতের অর্থ আগের অনুবাদগুলোতে ছিল ‘বিস্তৃত বা প্রসারিত’; কিন্তু পরের অনুবাদগুলোতে দেখবেন যে এর অর্থ করা হয়েছে ডিস্বাকৃতির । আর এই পরিবর্তনটা করা হয়েছে পৃথিবী পুরোপুরি গোল বা ১০০% সুষম গোলক নয় এটা প্রমাণিত হবার পর । অর্থাত কোরানের মতে যেটা ছিল সমতল আর সেটাই হয়ে গেছে গোল (ball) বা ডিস্বাকৃতির (egg) ।

কিন্তু আজ থেকে কয়েকশ বছর আগেও এর অর্থ করা হত বিস্তৃত বা প্রসারিত পৃথিবী । যেটা আল্লাহর রাসূল (স:) ও সাহাবা (রাঃ) এবং এরপরের সময় থেকে ওই সময় পর্যন্ত এর অর্থ ছিল ঐটা । কিন্তু এখন এটার অর্থ পরিবর্তিত হয়ে গেছে । অর্থাত বিকৃত হয়ে গেছে ।

আবার স্কলার সাহেব এখানে দেখাচ্ছে যে, আরবি শব্দ ‘দাহাহা’ যার মূল শব্দ ‘দুইয়া’ যার অর্থ হলো ডিস্বাকৃতির । এখানে লক্ষ করুন দুইয়া অর্থ ডিস্বাকৃতি কিন্তু দাহাহা অর্থও কি ডিস্বাকৃতির ? আরবি ডিকশনারিতে দাহাহা এর অর্থ আসে বিস্তৃত করা , যেটা আগের প্রায় সবকটা অনুবাদেই পাওয়া যেতো । দুইয়া অর্থ ডিস্বাকৃতির

সেটা ভালো কথা তাই বলে কি দাহাহা এর অর্থও কি ডিস্বাকৃতি ? হস্ত শব্দটি এসেছে হস্তি শব্দ থেকে তাই বলে কি হাত আর হাতি এক হলো? আর একটা শব্দের অনেকগুলো অর্থ থাকতে পারে । তার মানে এটা নয় যে কোরানে আল্লাহর রাসূল (স:) ও সাহাবা (রাঃ) দাহাহা দিয়ে ডিস্বাকৃতি এই অর্থ বুঝতেন । এটাই প্রমান করে যে আল্লাহর রাসূল (স:) ও সাহাবা (রাঃ) দাহাহা দিয়ে বিস্তৃত পৃথিবীই বুঝতেন । ডিস্বাকৃতির বুঝতেন না । (একটা শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করা যায় কিন্তু তাতে মূল অর্থ ঠিক থাকে না ।)

আর সব অনুবাদেই উঠে আসতো যে পৃথিবী ডিস্বাকৃতির । অথচ কয়েক বছর বা কয়েক দশক আগের অনুবাদেও এর অর্থ করা হয়েছে বিস্তৃত পৃথিবী । যেটা অতিসাম্প্রতিক অনুবাদগুলোতে এর অর্থ বদলে হয়েছে ডিস্বাকৃতির ।

RM: এমন বিস্তারিত আলোচনার পরেও কেউ যদি বলেন, অমুক আলেম বা অমুক ক্ষলার তো পৃথিবীকে বর্তুলাকার (ball) বলেছেন, সেটার কি হবে? তাহলে আর আমাদের কিছুই বলার নেই। এখানে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বর্তমানের আধুনিকতা ও বিজ্ঞান প্রিয় মডারেট মুসলমানেরা ইসলামকে বৈজ্ঞানিক হিসেবে প্রমান করতে গিয়েই এই ধরণের সমস্যাগুলো সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ বিকৃত অর্থ ও অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে। অথচ অতীতে মুসলমান তো বটেই পৃথিবীর সব মানুষেরই বিশ্বাস ছিল পৃথিবী সমতলে বিচানো।

দাহাহার অর্থ বিকৃতি ও অপপ্রচার: সত্যকে জেনে নিন।

যেখানে দাহাহা(دھاہا) শব্দের অর্থ সকল হাদীস, তাফসীর ও আরবী অভিধানে "তিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন" করা হয়েছে, কোথাও "উটপাথীর ডিম" করা হয়নি, সেখানে ডাঃজাকির সাহেব "দাহাহা (دھاہا)" অর্থ "উটপাথীর ডিম" কোথেকে আমদানি করল?

প্রকৃত_পক্ষে_دھاہا_শব্দের_অর্থ_কি ?

দাহাহা(دھاہا) শব্দে ح হচ্ছে ক্রিয়া, ক্রিয়ামূল دھو অভিধানসমূহে এর অর্থ লেখা হয়েছে : তিনি বিস্তৃত করেছেন, বিচিয়েছেন, প্রলম্বিত করেছেন।

(দ্রষ্টব্যঃ লিসানুল আরব, ২২৭ পৃষ্ঠা/ আল কামুসুল মুহীত, ৩৩২ পৃষ্ঠা/ লুগাতুল কোরআন ২৭৬ পৃষ্ঠা প্রভৃতি)

আর هـ হচ্ছে ضمير منصوب متصل বা যুক্ত কর্মবাচক সর্বনাম।

অর্থঃ "তাকে" সব মিলিয়ে শব্দটির অর্থ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত আরবী বিশারদ আল্লামা আবু হাইয়্যান (রহ) বলে _____

"اهياء رار قتسلا او ينكستلا اهدهمو اهطسب" "اهاد

দাহাহা(دھاہا) অর্থ --

আল্লাহতা'লা পৃথিবীকে বসবাস ও অবস্থানের জন্য বিস্তৃত করেছেন এবং বিছিয়েছেন

|

(আজওয়াউল বায়ান, ৩য় খন্দ, ৪২২ পৃষ্ঠা)

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বিখ্যাত মুফাসসীর ইমাম আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে উমর

কাসীর (রহ.) বলেন _____

تفسيره ما بعده : " اخرج منها ما عها ومرعها والجبال ارسها
এ আয়াতের তাফসীর হচ্ছে পরবর্তি আয়াতদ্বয়: তিনি এর মধ্য থেকে নির্গত

করেছেন তার পানি ও তার চারনস্তল এবং পাহাড়কে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন।

(তাফসীর ইবনে কাসীর, ৮ম খন্দ, পৃষ্ঠা ৩১৬)

এ কথার ব্যাখ্যা করে রঙ্গসূল মুফাসসীরিন হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ)

বলেন _____

ل عجو راهنلاااهيف قشوي عرملاؤ عاملأا اهنهم جرخان ااهيحدو اهاحد
فيها الجبال والرمال والسبل والاكلام فذلك قوله " _____ والارض بعد
ذلك دحها " داهاها

اهاد)

) অর্থ _____ আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এর ব্যাখ্যা হলোঃ _____ তিনি যমিনে
পানি ও চারণক্ষেত্র নির্গম করেছেন এবং সেখানে নদী-
নালা তৈরী করেছেন আর সেখানে পাহাড়সমূহ, উপত্যকাসমূহ, রাস্তাঘাট এবং তরি-
তরকারি ও ফল-ফলাদি সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র কুরআনের বাণী _____ دبع ضر لا او " دحها
" দ্বারা এটাই বুকানো হয়েছে।

(দ্রষ্টব্যঃ তাফসীর ইবনে কাসীর, ৮ম খন্দ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

এভাবে হাদীস ও তাফসীরে (دحها

) দাহাহা শব্দের অর্থ "আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন" করা হয়েছে। কোথাও " উটপাথীর ডিম" করা হয়নি।

(প্রমানের জন্য আরো দেখুনঃ তাফসীরে তাবারী, ১৪ খন্দ, ২০৮ পৃষ্ঠা/ তাফসীরে

বাগাবী, ৮ম খন্ড, ৩২৯পৃষ্ঠা/ তাফসীরে কাবীর, ৮ম খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা/ তাফসীরে

ঈয়াহুল কোরআন, ৯ম খন্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠা প্রভৃতি)

কিন্তু কোথাও একথার উল্লেখ নাই যে, (دَهَا) এর অর্থ "উটপাথীর ডিম"।

কিন্তু জাকির সাহেব নিজের থিউরি প্রমাণ করতে গিয়ে পরিত্র কোরআনকে বিকৃত

করে মনগড়া অর্থ ও ব্যাখ্যা করে। জাকির নায়েক তাঁর বইতে বলেন, ১৫৯৭

সালে “স্যার ফ্রান্সিস ডেইকই”

প্রথম পৃথিবীর চারপাশে ভ্রমণের পর প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী গোলাকার। আমি

ফ্রান্সিস ডেইকই বলে কাউকে খুঁজে পাইনি।

তবে যিনি এই ইতিহাসখ্যাত নৌকাভ্রমণটি সম্পন্ন করেন, তিনি “ফ্রান্সিস ড্রেক”;

সেটিও আবার ১৫৯৭ সালে নয়, ১৫৫৭ সালে। অনেকে ভাবতে পারেন, এটা ছোট

খাটো ভুল। না। যে,

ব্যক্তি কোরআন, গীতা, বাইবেলের কোথায় কোন কথা লেখা আছে, গরগর করে

বলে দিতে পারে, তার পক্ষে এই ভুল কোনো ছোট ভুল নয়।

যাই হোক, এখানে তিনি এই আয়াতটি তুলে ধরেন:

“তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে

প্রবিষ্ট করেন? তিনি চন্দ্র ও সূর্যকে কাজে নিয়োজিত করেছেন।

প্রত্যেকেই নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত পরিভ্রমণ করে। তুমি কি আরও দেখ না যে, তোমরা
যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন?” (কোরআন ৩১:২৯)

‘আল্লাহ রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে প্রবিষ্ট করেন’

- এ থেকে বোৰা গেলো পৃথিবী গোলাকার (ball)। বড়োই হাস্যকর! ঠিক যেমন,

ব্রাজিলে এক প্রজাপতি পাখা ঝাপটালো আৱ টর্নেডো তৈরি হল টেক্সাসে। জাকিৰ
নায়েক এখানে যে-

যুক্তিটি তুলে ধৰেন, তা হলো - রাত ধীৱে ধীৱে এবং ক্রমশ দিনে রূপান্তৰিত হয়।

এ ঘটনা কেবল পৃথিবী গোলাকার (ball) হলেই সন্তুষ্ট। পৃথিবী চ্যাপ্টা
(flat) হলে নাকি রাত দিনের এই পরিবর্তন আকস্মিক হয়ে যেত। জিনিসটা ক্লিয়ার
লি বোৰা গেলো না। পৃথিবী চ্যাপ্টা হলে এই পরিবর্তন কেন আকস্মিক ঘটতো,

তার ব্যাখ্যা জাকিৰ নায়েক

সাহেবের কাছে জানতে চাই। তিনি এৱ পৰ এই আয়াতটি তুলে ধৰেন:

"তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন যথাযথভাবে। তিনি রাত্রিকে দিবস দ্বারা

আচ্ছাদিত করেন এবং দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং তিনি সূর্য ও

চন্দ্ৰকে কাজে নিযুক্ত করেছেন প্রত্যেকেই বিচৰণ কৱে নির্দিষ্ট সময়কাল পৰ্যন্ত।

জেনে রাখুন, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।" (কোরআন ৩৯:৫)

এখানেও সেই একই যুক্তি, পৃথিবী গোলাকার(ball) না হলে নাকি রাতকে দিন দ্বারা
ও দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত কৱা সন্তুষ্ট নয়।

আমি জাকিৰ নায়েক সাহেবেকে Gods of

Egypt মুভিটা দেখার অনুরোধ জানাবো। যেখানে পৃথিবী চ্যাপ্টা
(flat) হওয়া সত্ত্বেও

দিন রাতের পরিবর্তন সুষমভাবে (যেমনটা এখন হয়) হয়। এবং সম্পূর্ণ যৌক্তিক
পদ্ধতিতেই। এখানে সেই কল্পিত দেবতা আর কোরআনের আয়াতের মধ্যে পার্থক্য
নেই। এর পরের যে-আয়াত জাকির নায়েক উল্লেখ করেন, সেটি হলো:

"পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন।" (কোরআন ৭৯:৩০)

জাকির নায়েক

সাহেব এখানে বলেছেন, এই আয়াতে ব্যবহৃত আরবি শব্দ "দাহাহ" (دَاهَاهَ)

) অর্থ উটপাখির ডিম, যা দ্বারা কোরআনে পৃথিবীর আকার বোঝানো হয়েছে।

অর্থটি এমন হলে ঠিকই ছিলো, কিন্তু দাহাহা নিয়ে ডাহা মিথ্যাচার করেছেন তিনি।

দাহাহা অর্থ উটপাখির ডিম নয়। দাহাহা অর্থ হলো বিস্তৃত করা বা ছড়িয়ে দেয়া।

ডাক্তার জাকির নায়েকের থিউরি "যদি তা বিজ্ঞানের সাথে মিলে, তাহলে বুঝে নিন
—তা আল্লাহর বাণী"—

এ থিউরি অনুযায়ী তো যে কেউ বিজ্ঞানের থিউরি অনুযায়ী কথা বানিয়ে তাকে

'আল্লাহর বাণী' বলে দাবী করতে পারে! কেননা, ডাক্তার জাকির নায়েক
সাহেবের থিউরি মতে তা আল্লাহর বাণী হওয়ার তো প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, তা

বিজ্ঞানের সাথে মিলেছে! তখন তার বানানো কথাকে আল্লাহর বাণী নয় বলবেন কী করে? (নাউযুবিল্লাহ)

আর বাস্তবেও ডাক্তার জাকির নায়েক সাহেব

এমন অপকীর্তি করেছেন। তিনি (কুরআনের আয়াতের অর্থ বর্ণনায়) নিজের পক্ষ থেকে কথা বানিয়ে তাকে ‘আল্লাহর বাণী’ বলে দাবী করেছেন এবং তাকে আল্লাহর বাণী বলে প্রমাণ করতে তিনি তাকে তার কথিত বিজ্ঞানের সাথে মিল করে দেখিয়ে ছেন (নাউযুবিল্লাহ)।

উদাহরণ স্বরূপ, পবিত্র কুরআনে সূরাহ নায়‘আত-
এর ৩০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন— وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ هَاجَدَ أَرْ—

“আসমান সৃষ্টির পর আল্লাহ পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন”। কিন্তু ডাক্তার জাকির নায়েক মনে করেছেন—কুরআনের এ আয়াত দ্বারা পৃথিবী সমতল হওয়া বুঝা যাচ্ছে— যা তার ধারণানুযায়ী বিজ্ঞানের সাথে মিলতেছে না। বিজ্ঞানের থিউরির সাথে মিলতে হলে এ আয়াতে পৃথিবীকে গোল (ball) বুঝাতে হবে।

তাই ডাক্তার জাকির নায়েক এ আয়াতের অর্থকে পরিবর্তন করে নিজের পক্ষ

থেকে এ আয়াতের অর্থ বানিয়ে বলেন যে, এ আয়াতের অর্থ হলো—“He made the earth egg-shaped

(আল্লাহ পৃথিবীকে ডিম্বাকৃতি করে সৃষ্টি করেছেন)।” এরপর মনগড়া তথ্য দিয়ে

ডাক্তার জাকির নায়েক টিকা টেনে বলেন,

“The Arabic word ‘dahhaahaa’ is derived from

‘Dahhyah’ which means ‘egg’ ”

ଏଥାନେ ଆରବୀ ଧାରା

ভৃ-গোলকীয় আকৃতির ন্যায়।”

(দ্রষ্টব্য : ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র, ভলিয়াম নং ১, পৃষ্ঠা নং ৭৭ ||

প্রকাশনায় :

পিস পাবলিকেশন—ঢাকা)

ডাক্তার জাকির নায়েকের উক্ত বঙ্গবেণুর ভিডিও-

ক্রিপ্ট ইন্টারনেটের ইউটিউবে “Quran & Modern Science

Conflict or Conciliation | Dr Zakir Naik” নামে রয়েছে।

এ ছাড়াও ডাক্তার জাকির নায়েকের উক্ত বক্তব্যের বাংলা ডাবিংকৃত ভিডিও ইউটিউবে “Bangla! Qur'an and Modern Science-Conflict Or Conciliation By Dr.Zakir Naik” নামে রয়েছে।

আসতাগফিরুজ্জাহ, ডাক্তার জাকির নায়েক পবিত্র কুরআনের আয়াতের অর্থকে

କୀଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ବିକୃତ କରେ ଦିଲେନ! ଯେଥାନେ ଆୟାତେ ବଳା ହେଁବେ,

পৃথিবীকে (বিচানার ন্যায়) বিস্তৃত বা সমতল বানানো হয়েছে, ডাক্তার জাকির

নায়েক তাকে উল্টিয়ে বললেন,

আয়াতে বলা হয়েছে, পৃথিবীকে ডিমের মতো গোল বানানো হয়েছে। (নাউয়ুবিল্লাহ)

এক্ষেত্রে মজার ব্যাপার হলো, ডাক্তার জাকির নায়েক যে কুরআনের আরবী কিছুই বুঝেন না, এখানে তিনি তার সেই জাহালাতের পরিচয় দিয়েছেন যে, এ আয়াতে

যেখানে **ହାର୍ଦ**(দাহাহা) শব্দটি হচ্ছে কর্মপদের সর্বনাম যুক্ত অতীতকালের ক্রিয়াপদ—যার অর্থ—

“তিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন”, অথচ ডাক্তার জাকির নায়েক **ହାର୍ଦ** শব্দের অর্থ করেছেন—“উটপাথির ডিম”—

যার কারণে এ ক্রিয়াপদটি বিশেষ্যপদ হয়ে যায়। বলা বাহ্ল্য, পৃথিবীর কোন

অভিধানে এ শব্দের এ অর্থ নেই এবং আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী এ শব্দের এ অর্থ

কখনো হতে পারে না।

তা ছাড়া এরপরের তিনটি আয়াতে পৃথিবীর বিস্তৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে—
যার সাথে **ଦ୍ରିହାର୍ଦ** (দাহাহা) অর্থ—“তিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন”-

এর মিল রয়েছে, কিন্তু এর সাথে উটপাথির ডিমের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং

ডাক্তার জাকির নায়েক সাহেবের অর্থ এখানে কোনভাবেই খাটে না।

অথচ ডাক্তার জাকির নায়েক

সাহেব শুধুমাত্র তার ধারণা মতে কথিত বৈজ্ঞানিক থিউরির সাথে কুরআনের

তথ্যকে মিলানোর নামে কুরআনের উপর এমন মারাত্মক হস্তক্ষেপ করে তার

অর্থকে পরিবর্তন করে

দিয়েছেন। যা কুরআনকে বিকৃত করার শামিল।

এভাবে তিনি কুরআনের আয়াতকে উল্টিয়ে জাল কুরআন বানিয়ে মারাত্মক ফিতনার জন্ম দিয়ে মানুষকে গোমরাহ করার ব্যবস্থা করেছেন এবং বিজ্ঞান গবেষক দেরও হাসির খোরাক ঘুণিয়েছেন (নাউযুবিল্লাহ)।

অধিকস্তু শিউরে ওঠার মতো ব্যাপার হলো, ডাক্তার জাকির নায়েক সাহেব উক্ত সূরাহ নাযি'আত-এর ৩০ নং আয়াতের সেই অর্থ অর্থাৎ “He made the earth egg-shaped” এবং সেই সাথে তার বর্ণনাকৃত টিকা

“The Arabic word ‘dahhaahaa’ is derived from ‘Dahhyah’ which means

‘egg’” এসব কালেক্ট করেছেন মিথ্যক ভগ্ন নবী দাবীদার কুখ্যাত রাশেদ খলীফার কাছ থেকে—

যিনি মূল কুরআন থেকে অনেক আয়াত ছাটকাট করে বাদ দিয়ে মনগড়া নতুন

কুরআন তৈরী করেছেন এবং আল্লাহর থেকে ওহী পাওয়ার নামে বিভিন্ন আয়াতের মনগড়া অর্থ করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। উল্লিখিত অর্থটিও সেই ধরনেরই তার ভগ্নামি প্রসূত অর্থ। এভাবে জাকির নায়েক

সাহেবের বর্ণনাকৃত উক্ত অর্থ টিকাসহ হ্বহু ভগ্ন নবী দাবীদার রাশেদ খলীফার

বানানো অনুবাদে রয়েছে।

প্রমাণের জন্য রাশেদ খলিফার বানানো কুরআন সাইট থেকে তার উক্ত সূরাহ

নামি'আত-এর ৩০ নং আয়াত

وَأَنْرَضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْيَهَا

-এর অর্থ দেখুন নিম্নবর্ণিত লিঙ্কে (৬ষ্ঠ লাইনে ডানে আরবী ও বামে তার অর্থ ও

টিকা দেখতে পাবেন) :

<http://submission.org/QI#79:25-46>

দুঃখজনক যে, নির্ভরযোগ্য মুফাসসিরগণের শত শত সহীহ অনুবাদ ও তাফসীর থা
কতে সেগুলো বাদ দিয়ে ডাক্তার জাকির নায়েক পরিএ কুরআনের অর্থ করতে পথ
ভ্রষ্ট ভঙ্গ নবী দাবীদার কাফির রাশেদ খলিফার দারস্ত হয়েছেন এবং তার পথ ধরে
কুরআনকে বিকৃত করে ফেলেছেন। এভাবে তিনি নিজেও পথভ্রষ্ট হয়েছেন এবং

মানুষকেও পথভ্রষ্ট করেছেন।

এভাবে নানারূপ বিপথগামিতার মধ্য দিয়ে নানারূপ ভ্রান্ত মতবাদ সৃষ্টির ন্যায় ডাক্তার
জাকির নায়েকসাহেব বিজ্ঞানের দ্বারা কুরআনের সত্যতা যাচাইয়ের মনগড়া মতবাদ
দ্বারা মহাফিতনার জন্ম দিয়েছেন। যা মানুষের ঈমানধ্বংসের মারাত্মক ফাঁদ হয়ে

দাঁড়িয়েছে।

ডাক্তার সাহেবের তাফসীর সংশ্লিষ্ট হাদীসের ব্যাপারে অজ্ঞতা এতটাই সীমাহীন যে,
হাদীস ভান্ডার ও তাফসীরের মৌলিকত্ব পর্যন্ত পৌছার চেষ্টার বদলে মনগড়া ব্যাখ্যা
করতে শুরু

করেছেন। ডাক্তার জাকির নায়েক সাহেব,

() - نَازَ عَاتٍ 03 وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا إِلَى

এ আয়াতে কারীমা সম্পর্কে বলেন-

এখানে ডিমের জন্য ব্যবহৃত শব্দ ‘দাহা’। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল উটপাথির ডিম।
উটপাথির ডিম জমিনের সাথে সাদৃশ্য রাখে।

তাই পবিত্র কুরআন বিশুদ্ধভাবে পৃথিবীর আকৃতির ব্যাখ্যা করছে। অথচ কুরআন
নাযিলের সময় পৃথিবীকে (Flat) সমতল মনে করা হতো।

{খুতুবাতে জাকির নায়েক, কুরআন আওর জাদিদ সায়েন্স-৭৩-৭৪ }

এখানে ডাক্তার সাহেব বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রভাবিত হয়ে, সেই সাথে পবিত্র
কুরআনের মূল আলোচ্য বিষয় (তথা তাওহীদ ও রিসালত, আর বাকি প্রাকৃতিক
বিষয়াদির আলোচনা প্রাসঙ্গিক মাত্র) না বুঝার কারণে পৃথিবীর আকৃতির বিশ্লেষণ
করার জন্য আয়াতে কারীমা দিয়ে ভুল দলিল দিতে আয়াতের মনগড়া তাফসীর
করেছেন।

কেননা, আরবী ভাষায়-

وَحْدَةٌ শব্দটি এবং তার মূল উৎস বিস্তৃত ও বিস্তীর্ণ করার অর্থ প্রদান করে। এই
অর্থ হিসেবে ‘দাহাহা’- এর অনুবাদ ও তাফসীর হল

‘ পৃথিবীকে বিস্তৃত করা ও তাতে বিদ্বান বস্তু সমূহকে সৃষ্টি করা ’।

(দ্রষ্টব্য: তাফসীরে ইবনে কাসীর) এই শব্দটি ও তার মূল উৎস ‘ডিমের’ অর্থে

আসে না।

বাংলা অনুবাদে তো বটেই, কোরানের ছ'টি স্বীকৃত ইংরেজি অনুবাদেও উটপাখির
ডিমের কথা উল্লেখ নেই, সব অনুবাদেই বিস্তৃত করার কথা বলা হয়েছে। সব ইহুদি
-নাচারাদের ষড়যন্ত্র!

তাই মুফাসিসিরের জন্য বেশ কিছু শর্তাবলী রয়েছে। যেমন,

১- কুরআনের সকল আয়াতের উপর দৃষ্টি থাকতে হবে।

২- হাদীসের ব্যাপারে থাকতে হবে অগাধ পান্তিত্ব।

৩. আরবী ভাষা ও ব্যকরণ তথা নাহ, ছরফ, ইশতিকাফ, এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে

রাখতে হবে গভীর পাণ্ডিত্য।

ডাক্তার সাহেবের মধ্যে এ সকল শর্তের একটিও যথাযথভাবে পাওয়া যায় না। তার

না আছে আরবী ভাষা ও আরবী ব্যকরণ সম্পর্কে যথাযথ পারঙ্গমতা।

না আছে হাদিস ভাণ্ডারের উপর কোন সুগভীর পড়াশোনা।

আর আরবী সাহিত্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রেও নন তেমন জ্ঞানী।

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে-

من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ

অর্থ: যে ব্যক্তি কুরআনের তাফসীর কেবল নিজের জ্ঞান দিয়ে করে, তাহলে সে

ঘটনাচক্রে সঠিক বললেও তাকে ভুলকারী সাব্যস্ত করা হবে। (তিরমিয়ি শরিফ-
হাদীস নং-২৯৫২)

অন্য বর্ণনায় এসেছে যে,

وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلِيَتَبْوأْ مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ

অনুবাদ- যে ব্যক্তি স্বীয় মুক্তি দিয়ে কুরআনের তাফসীর করে সে তার আবাস

জাহানামকে বানিয়ে নিল।

{ সুনানে তিরমিয়ি , হাদীস নং-২৯৫১ }

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে কুরআন সুন্নাহর সঠিক জ্ঞান ধান করুক।।

আমিন.....

মিশরের রাশাদ খলিফাই সর্বপ্রথম দাহাহার অনুবাদ করেছে উটপাখির ডিম :

অনেকের প্রশ্ন হতে পারে যে, আচ্ছা "দাহাহা" শব্দের অর্থ যদি উটপাখীর ডিম না
হয়, তাহলে আরবেরা উটপাখীর ডিম কে কি বলে?

নিচে একটি হাদিস দেওয়া হলো। যেখানে উটপাখীর ডিম কথাটি উল্লেখ রয়েছে।

আমরা এইখানে দেখব যে ঠিক কি শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে আরবিতে যার অর্থ
উটপাঞ্চীর ডিমা আসুন দেখে নিই:-

"Ostrich egg" mentioned in a hadith

There is no hadith saying that the Earth is shaped like an ostrich egg. But "ostrich egg" is mentioned in one hadith so we can check whether the word دَحَىٰهَا (dahaha) is used in the original Arabic.

بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَانُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ
يَزِيدُ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعْلَمُ، مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَالَ عَنْ أَبِي الْمُهَزْرَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَمَ "فِي يَيْضِ النَّعَامِ يُصَبِّيُهُ الْمُخْرَمُ
ثَمَنَهُ"

It was narrated from Abu Hurairah that the Messenger of Allah ﷺ said, concerning an ostrich egg (النَّعَامُ بَيْضٌ) taken by a Muhrim: “Its cost (must be paid as a penalty).”

Sunan Ibn Majah 4:25:3086[21]

Of course it isn't, because "ostrich egg" needs two words. "Egg" is بَيْضٌ (baydi) and "ostrich" is عَنْدَمٌ (an-na'ami). So ostrich egg is called baydi an-na'ami and not dahaha in Arabic.

BENGALI ARABIC ARABIC BENGALI ENGLISH

উটপাখির ডিম ✎ ببضم النعيم ☆

Uṭapākhira ḥimma bid alnaeem

Showing translation for **উটপাখির ডিম**
Translate instead [উটপাখির ডিম](#)

Speaker icon | Microphone icon | 13/5000 বা | Speaker icon | Print icon | More options icon

এবার আসুন দেখি: কে, কিভাবে দাহাহার বিকৃতি ঘটিয়েছে? এবং কি তার পরিচয়।
দাহাহা শব্দের অর্থ ডিস্বাকৃতি, এই অপব্যাখ্যাটি সর্বপ্রথম যে লোকটা করেছে তার
নাম রাশাদ খলিফা।



আরবী থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন রাশাদ খলীফা। অনুবাদটি আগে
দেখে নিই:

[79:30] He made the earth egg-shaped.
এবং শেষে স্পেশাল নোটও আছেঃ

79:30 The Arabic word “dahhaahaa” is
derived from “Dahhyah” which means “egg”.
রাশাদ খলীফাঃ

তিনি মূলত একজন বায়োকেমিস্ট ছিলেন। মিশরে জন্ম হলেও ১৯৫৯ সালে আমেরিকায় বায়োকেমিস্ট্রি পিএইচডি করতে যান এবং সেখানেই থেকে যান। তিনি ইউনাইটেড সাবমিটার ইন্টারন্যাশনাল (USI) নামে গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন, যারা নিজেদেরকে প্রকৃত ইসলামের অনুসারী বলে দাবী করতো। এই গ্রুপ কখনো ইসলাম শব্দ ব্যবহার করেনি, বদলে ব্যবহার করে সাবমিশন এবং মুসলিমের বদলে ব্যবহার করে সাবমিটার।

ম্যাথমেটিকল মিরাকল অব কোরআন এর জনকঃ

রাশাদ খলীফা ১৯৭৪ সালে তার বিখ্যাত ম্যাথমেটিকল মিরাকল অব কোরআন প্রকাশ করেন। এই তত্ত্বের মূলে আছে একটি সংখ্যা ১৯। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম এ আছে ১৯ টি অক্ষর, মোট সুরার সংখ্যা ১১৪ যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য, আয়াতের সংখ্যা ৬৩৪৬ যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য, মোট অক্ষর ১৬২১৪৬ যাও ১৯ দ্বারা বিভাজ্য। এমন আরো বিশাল একটি তালিকা তিনি বের করেন, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য বা কোন না কোন ভাবে ১৯ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। (7)

কোরআনের বাইরেও প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনার মধ্যেও তিনি ১৯ কে নিয়ে আসেন (যেমন হ্যালির ধূমকেতু ৭৬ বছর (১৯*৮) পর পর আবির্ভূত হয়)।

রাশাদ খলীফার মতে এই ১৯ এর ব্যাপারটি কোরআনের ৭৪ নম্বর সুরাতেই

বিদ্যমান। কোরআন ৭৪:৩০: তার উপরে রয়েছে "উনিশ"।

আল্লাহর ম্যাসেঞ্জারঃ

এরপরে তিনি নিজেকে আল্লাহর ম্যাসেঞ্জার হিসাবে দাবি করেন। (8)। তিনি কোরআনের ৩:৮১ কে নিজের মত করে অনুবাদ ও তাফসীর করে জানান যে, প্রোফেট বা রাসুল হলেন তারা যারা আল্লাহর ওহী প্রাপ্ত হন, এবং ম্যাসেঞ্জার হলো তিনি যিনি রাসুলের প্রতি নায়িকৃত ওহীকে যথার্থতা প্রদান করবেন।

তিনিই কোরআনকে তার প্রকৃত রূপে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন বিধায়
 তিনি সেই ম্যাসেঞ্জারা একইভাবে সুরা আত তাকবীরে (৮১:১৯-২৪) তিনি তাঁর
 বিখ্যাত ১৯ তত্ত্ব দিয়ে দেখিয়েছেন যে সেখানে যে ম্যাসেঞ্জারের কথা উল্লেখ
 করা হয়েছে, তিনি আর কেউ নন, রাশাদ খলীফা নিজেই। (সুরা আত-
 তাকবীরের সুরা নাম্বার, আয়াত সংখ্যা, 'রাশাদ' ও 'খলীফা' শব্দদুটির
gematrical value যোগ করলে হয় ১৩৩০, যা ১৯ দ্বারা বিভাজ্য।
 সুতরাং এই সুরায় উল্লেখিত ম্যাসেঞ্জার আর কেউ নন, রাশাদ খলীফা!!)। এবং
 তার অনুবাদে তিনি ২২ নং আয়াতে "সে" এর পাশে ব্রাকেটে "রাশাদ" যুক্ত
 করেও দিয়েছেন! **81:22: Your friend (Rashad) is not crazy.**

এবারে আবার ম্যাথমেটিকল মিরাকল দিয়ে প্রমাণ করে দেন যে তিনিই সেই
 ম্যাসেঞ্জার। তিনি এই আবিষ্কার জানান ১৯৭৪ সালে। এই ১৯ এর অলৌকিকত্ব
 বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে ৭৪ নম্বর সুরায়, তিনি এই আবিষ্কার করেন
 ১৯৭৪ সালে। এই বছরটি হলো হিজরী ১৪০৬। $1406 = 19 * 74$ । অতএব,
 তিনিই আল্লাহর ম্যাসেঞ্জার।

R:M: যে নিজেকে নবী দাবি করে, তার ব্যাপারে কি ফয়সালা, এটা সব মুসলিমই
 জানে। আশা করি এই দাহাহা নিয়ে আর কোনো বিভাস্তি কারো মধ্যেই থাকবেনা
 ইনশাআল্লাহ।

সুরা নাজিয়াত ৩০ নং আয়াতে দাহাহার অর্থ:

দাহাহার ব্যাপারে যেন আর কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব না থাকে, তাই কয়েকটি

স্ক্রিনশট দেয়া হলো।

২৮) তার ছাদ অনেক উচু করেছেন তারপর তার ভারসাম্য কাষেম করেছেন।

(وَأَعْلَمَنَ لِلَّهِ وَأَخْرَجَ صُدَادًا)

২৯) তার রাতকে তেকে দিয়েছেন এবং তার মিনকে প্রকাশ করেছেন।

(وَالْأَرْضُ بَنَى لِلَّهِ نَصَادًا)

৩০) এরপর তিনি হ্যামিনকে বিহিয়েছেন।

(أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً هَامَّاً)

৩১) তার মধ্য থেকে তার পানি ও উষ্ণি দের করেছেন।

(وَالْجَنَّلُ أَرْسَادًا)

৩২) এবং তার মধ্যে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন,

(شَاهِنْهَارِ زَيْنَادًا)

৩৩) জীবন ঘাপনের সামগ্রী হিসেবে তোমাদের পৃথিবীত পশুদের জন্য।

وَأَخْطَلَنَ لِلَّهِ وَأَخْرَجَ صُدَادًا

তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছম এবং এর সূর্যোলোক প্রকাশ করেছেন। [সুরা নাজিয়াত ৭৯:২৯]

وَالْأَرْضُ بَنَى لِلَّهِ دَحَاهَا

পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন। [সুরা নাজিয়াত ৭৯:৩০]

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً هَامَّاً وَمَرْغَاهَا

তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাম নির্গত করেছেন, [সুরা নাজিয়াত ৭৯:৩১]

bn.wikipedia.org/wiki/সুরা_আল-নাজিয়াত

তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন?

رَفِعَ سُقْنَاهُ فَسْوَادًا

তিনি একে উচু করেছেন ও সুবিন্যাস করেছেন।

وَأَخْطَلَنَ لِلَّهِ وَأَخْرَجَ صُدَادًا

তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছম এবং এর সূর্যোলোক প্রকাশ করেছেন।

وَالْأَرْضُ لَكَ تَحْتَ أَعْنَانَكَ

পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন।

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً هَامَّاً وَمَرْغَاهَا

তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাম নির্গত করেছেন,

وَالْجَنَّلُ أَرْسَادًا

পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন,

وَذَلِكَ لِئَلَّا يُبَطِّلَنَّ

তোমাদের ও তোমাদের চতুর্স্পন্দ জন্মনের উপকারার্থে।

فَلَمَّا جَاءَتِ الْأَنْتَيْلَةُ الْأَكْبَرِيَّ

আতঙ্গের ঘরখন মহাসংকট এসে যাবে।

فَوْمَ يَنْكُثُ الْإِنْسَانُ مَا شَاءَ

وَأَخْطَلَنَ لِلَّهِ وَأَخْرَجَ صُدَادًا

তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছম এবং এর সূর্যোলোক প্রকাশ করেছেন।
Its night doth He endow with darkness, and its splendour doth He bring out (with light).

Go to: Top 10 20 30 40

وَالْأَرْضُ بَنَى لِلَّهِ دَحَاهَا

পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন।

And the earth, moreover, hath He extended (to a wide expanse);

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً هَامَّاً وَمَرْغَاهَا

তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাম নির্গত করেছেন,
He draweth out therefrom its moisture and its pasture;

وَالْجَنَّلُ أَرْسَادًا

পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন,

And the mountains hath He firmly fixed:-

পৃথিবী সব জীবের লালন-ক্ষেত্র। এর পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা ও উপত্যকাসহ সব কিছু মহান আল্লাহর ক্ষমতার নির্দশন। সুরা নাজিয়াতের ত্রিশতম আয়াতে মহান আল্লাহ বলছেন: এবং এরপর তিনি ভূমিকে বিস্তৃত করেছেন। এর অর্থ প্রথমে সব ভূমিই ছিল বৃষ্টির পানির নীচে। এরপর ধীরে ধীরে এসব পানিকে ভূমির নীচু অংশে রাখা হয়। এভাবে পানির নীচ থেকে জেগে-ওঠা ভূমি বাড়তে থাকে। অন্যদিকে ভূমি প্রথমদিকে অতি উচু-নীচু ছিল। পরে প্রথল বৃষ্টিপাতের ফলে ভূমির উচু স্থানগুলোর উচ্চতা কমে আসে ও বাড়তে থাকে বসবাসযোগ্য সমতল ভূমি। ফলে জমিন হয়ে ওঠে কৃষিকাজ ও বসবাসের উপযুক্ত। আর এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় দাহুল আরদ্ বা ভূমির বিস্তার। অবশ্য ভূমির ভেতরকার জলীয় পদার্থের চাপে পৃথিবীতে দেখা দেয় ভূমিকম্প ও নানা কারণে ঘটে বড়-বড় পর্বতমালা। সুরা নাজিয়াতের ৩৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে: এসবই করা হয়েছে তোমাদের ও তোমাদের গবাদি-পুশর ভোগের বা কল্যাণের জন্য।

QURANSHARIF প্রথম পাতা হজর পশু কোরবানি পরিত্বক কুরআন শিক্ষণ পরি
নামাজ শিক্ষণ ▾ English Version ▾ Tips ▾

رَفِعٌ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا

28

তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।

وَأَعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ صُحَاهَا

29

তিনি এর রাত্তিকে করেছেন অন্ধকারাছম এবং এর সূর্যালোক পকাশ করেছেন।

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

30

পৃথিবীকে এর মাঝে বিস্তৃত করেছেন।

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا

31

তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাস নির্গত করেছেন,

79.29اَهَا آرَبِي উচ্চারণ ৭৯.২৯। آتَآأَغْهَوْلَى يَا-শَاهَا

লাইলাহ-আআঞ্জা দুহা-হা-। বাংলা অনুবাদ ৭৯.২৯ আর তিনি এর রাতকে অন্ধকারাছম করেছেন এবং এর

দিবালোক প্রকাশ করেছেন। 79.30هَا دَلِكَ دَلِكَ

আরবি উচ্চারণ ৭৯.৩০। অল্ল আংগোয়া বা'দা যা-লিকা

দাহা-হা। বাংলা অনুবাদ ৭৯.৩০ এরপর তিনি যমানকে

বিস্তীর্ণ করেছেন। 79.31أَهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا

আরবি উচ্চারণ ৭৯.৩১। আঞ্জা মিন্হা-মা-যাহা-আমা-আ-হা-।

বাংলা অনুবাদ ৭৯.৩১ তিনি তার ভিতর থেকে বের

করেছেন তার পানি ও তার তৃণভূমি।

79.32هَا أَرْسَاهَا آরবি উচ্চারণ ৭৯.৩২। অগ্নিবা-লা আর্সা-

হা-। বাংলা অনুবাদ ৭৯.৩২ আর পর্বতগুলোকে তিনি

দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 79.33مَذَاجَأَكُمْ وَلَا تَنْعَابِكُمْ

আরবি উচ্চারণ ৭৯.৩৩। মাতা'আল্লাকুম্ অলিআন'আ-

[সুরা আস্বিয়া ২১:৩৩] এবং [সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৪০] দিয়ে পৃথিবীর ঘূর্ণযন্নের মিথ্যাচার:

প্রিয় পাঠক, নিচের আয়াত দুটো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلُّ فِي قَلْكِ يَسْبَحُونَ

তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্তি ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। সবাই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করো। [সুরা আস্বিয়া ২১:৩৩]

শান্তোমঙ্গলকে পশ্চাস্তারত ও দুর্বলাত

করেছেন। তিনি রাতকে করেছেন

অন্ধকারাছম আর দিনকে করেছেন

আলোকোজ্জ্বল। আর তিনি জমিনকে বিস্তৃত

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (৩১) وَالْجِبَالَ

أَرْسَاهَا (৩২) مَذَاجَأَكُمْ وَلَا تَنْعَابِكُمْ (৩৩)

لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ القَمَرُ وَلَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي قَلْكِ
يَسْبَحُونَ

সূর্য নাগাল পেতে পারে না চন্দ্রের এবং রাত্তি অগ্রে চলে না দিনের প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তুরণ করো। [সুরা ইয়া-সীন ৩৬:৪০]



পড়েছেন?

না বুঝলে আবার পড়ুন।

আশা করি, বুঝেছেন।

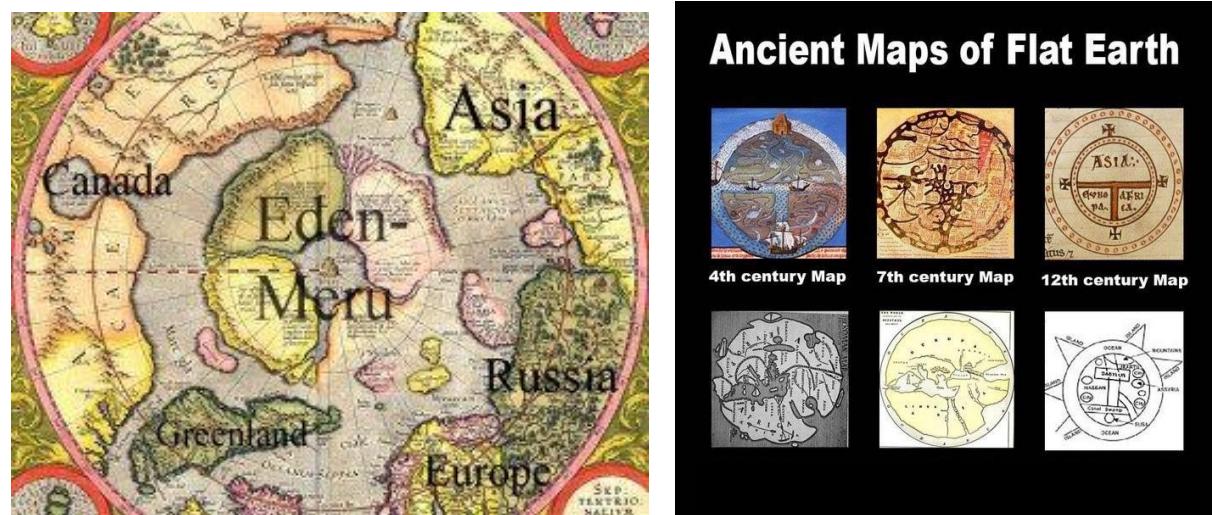
এবার আপনারাই বলুন তো এখানে কি কোথাও পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে? কোনো
ইঙ্গিতও তো পাওয়া যায়না। তাহলে কি করে এরকম স্পষ্ট আয়াত নিয়ে মিথ্যাচার
করা হয়?

এখানে যে শুধুমাত্র চাদ, সূর্য এবং দিন ও রাতের আবর্তনের কথা বলা হয়েছে, সেটা
যে কোনো পাঠক আয়াত দুটো একবার পড়লেই বুঝে ফেলবে, ইনশাআল্লাহ। অথচ
এই আয়াতের অর্ধাংশ দিয়ে প্রকাশ্যে মিথ্যাচার করা হয়। তারা (বর্তমানের
বিজ্ঞানপন্থী মডারেট মুর্জিয়া) বলে: "প্রত্যেকেই আপন আপন কক্ষপথে সন্তরণ

করে"। এর ভিতরে পৃথিবীকেও চুকিয়ে দেয়। অথচ আল্লাহ এখানে পৃথিবীর কথা মোটেও বলেন নি। একজন দরবারী আলেমকেও দেখলাম এভাবেই অপবিজ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে মিথ্যা বলছে আর কাচু মাচু করছে। সত্যকে গোপন করলে, কাচু মাচু তো করবেই।

বলাকার পৃথিবীতে বিশ্বাসী অত্যাধুনিক মুসলিমেরাই বলছে, পৃথিবী সমতল:

এভাবে কাউকে ইঙ্গিত করে লিখতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু বাধ্য হয়ে লিখতেই হয়। কারণ যারা বলাকার পৃথিবীর পক্ষে লিখে, লেকচার দেয় এবং ভিডিও বানায়, তাদের প্রথম কথাই থাকে সমতল পৃথিবীকে বিদ্রূপাত্মক আক্রমণ করে। আবার অনেকে তো সমতল পৃথিবীতে বিশ্বাসীদেরকে নাস্তিক পর্যন্ত বলে ফেলে। নাউয়ুবিল্লাহ।



কথা শুরু করার প্রথমেই তারা বলে, “প্রাচীন কালের মানুষেরা বিশ্বাস করতো পৃথিবী
সমতল। তাদের কাছে আধুনিক বিজ্ঞান না থাকায় তারা সত্যকে উদ্ঘাটন করতে
পারেনি। এই কিছুদিন আগে বিজ্ঞানের চরম উন্নতির কারণে মানব সভ্যতা জানতে
পেরেছে যে, পৃথিবী বর্তুলাকার (বলাকার বা কমলাকার বা ডিস্বাকার)”।



এখন প্রশ্ন হলো: এই প্রাচীন মানুষগুলোর ভিতরে কি নবী, রাসূল, সাহাবী, তাবেঙ্গন,
তাবে-তাবেঙ্গন, সলফে সালেহীন ইত্যাদি ব্যাক্তিগন ছিলেননা? অর্থাৎ তারা সবাই
সমতলে বিছানো পৃথিবীতেই বিশ্বাস করতেন। এখন যারা আধুনিক বিজ্ঞানের (?)
দোহাই দিয়ে প্রাচীন মানুষের বিশ্বাসকে ভুল বলতে চাচ্ছেন, তারা তো নিজের
অজান্তে নবী, রাসূল ও সাহাবাদের বিশ্বাসকে ভুল বলে ফেলছেন, নাউযুবিল্লাহ মিন
জালিক।

আল্লাহর দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে প্রাচীন
(নবী, রাসূল, সাহাবা) মানুষদের বিশ্বাসের উপরে এনেছেন। দাজ্জালীয় অত্যাধুনিক ও
মডারেট বলাকার থিওরি থেকে হেফাজত করেছেন।

সমতল জমিনের বিশ্বাসটাই সকল নবি রাসূলগন করতেন:

আকিদা বা বিশ্বাসের কথাই যদি বলতে হয়, তাহলে বলবো সমতল জমিনের
বিশ্বাসটাই সকল নবি রাসূলগন করতেন।

সমতল বলতে আকাশাকা উচু নিচু পাহাড় পর্বত সব মিলিয়ে যাকে বিস্তৃত বুঝায়।
বর্তমানে প্রচলিত ধ্যান ধারণা গুলো নবি- রাসূল ও আসমানী কিতাবের বিপরীত।

জমিন সমতল এবং স্থীর।

এটা যারা বিশ্বাস করবে না সে আসমানী কিতাব ও সকল নবি রাসূলদের আকিদার
বিপরীত চলে গেলো।

এখন কেউ যদি তা আকিদার বিষয় না মনে করে আর নব্য জাহেলদের বিশ্বাস
অনুসরণ করে, সে ঐ জাহেলদেরই সমর্থক এবং তার আকিদায় সমস্যা আছে।

অঙ্গতার কারণে যারা কনফিউস তাদের বিষয়টি বাদ।

যারা কোরআন হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা করে বা করবে হাদিস অনুসারে তার স্থান
জাহানাম।

তাই আমি স্পষ্ট করে বলছি, সমতল বিস্তৃত জমিনের বিশ্বাসটি মৌলিক আকিদার
অংশ না হলেও এটি শাখা গত আকিদার বিষয়।

যারা সজ্ঞানে তার বিপরীত অবস্থান নিবে সেটা নুন্যতম তার দুর্বল ইমানের পরিচয়
বহন করবে বৃহত পর্যায়ে সেটা তার কুফরী আকিদার পরিচয় বহন করবে।

এই বিষয় গুলোর সকল সুলভ ও দুর্লভ দলিল এবং যুক্তিপ্রমাণাদি আমার হাতে
আছে।

ফেব্রুতে এগুলো নিয়ে তর্কাতর্কিতে যেতে চাই না সময়ও নেই।
তারপরেও আন্ত দুনিয়া জুড়ে যদি কোন সত্যিকার আলেম আমাকে চ্যালেঞ্জ করে,
আমি তার সাথে লাইভ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবো।
শর্ত একটাই সেটা হতে হবে সরাসরি এবং মিডিয়াতে।
যেন সবাই অল্লতেই ক্লিয়ার বুরাতে পারে।

লিখেছেন: Sheikh Muhammad Bin Shams

ID link:

<https://www.facebook.com/shiekhmuhammad.binshams/>

R:M: এই আটিকেলটি বিশেষ কারণেই দেয়া হলো। আমরা যখন সমতল
পৃথিবী নিয়ে ফেসবুকে পোস্ট করতাম, তখন বিভিন্ন রকম প্রশ্নের সম্মুখীন
হতাম। তার মধ্যে অন্যতম হলো আকিদার বিষয়টি। আমরা এ ব্যাপারে
কিছুই বলতাম না। শুধু সত্যকে তুলে ধরাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু
কিছু ভাই আকিদার আওয়াজ তুলে পরিবেশকে নষ্ট করছিলো। এবং তারা
এটা নিয়ে খুব বাঢ়াবাঢ়ি করছিলো। এমনকি বারবার বাহাসের আহবান

করছিলো। ফলে সম্মানিত শাইখ এই মন্তব্যটি করেছিলেন। সেটাকেই
এখানে তুলে দেয়া হলো।

বি: দ্রঃ শাইখের পক্ষ থেকে বাহাসের জন্য প্রায় ১ মাস (জানুয়ারি ২০২১) সময় দেয়া
হয়েছিল। কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে কোনো সারা শব্দ পাওয়া যায়নি। ফলে শাইখের
পক্ষ থেকে একটি বিজয়ী পোস্ট দেয়া হয়েছিল। সেটাও দিয়ে দিলাম। যেন তারা
(ভন্ড ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্লোবার) আর কথনোই মুখ খুলতে না পারে।

সমতলে বিছানো স্থির পৃথিবীর অপ্রতিরোধ্য বিজয়:

- [January 25, 2021](#)

। আলহামদুলিল্লাহ ।

॥ আলহামদুলিল্লাহ ॥

ঢঃ আলহামদুলিল্লাহ ।

আজ আমরা এক মহাবিজয়ের সাক্ষী হয়ে থাকছি। সকলের অবগতির জন্য আবারো
বলা প্রয়োজন যে এ মাসের শুরুতে কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক সমতল বিশ্বব্যঙ্গ
বনাম প্রচলিত বিজ্ঞানভিত্তিক মহাকাশ তত্ত্বের দালিলিক বাহাসের আহবান করা
হয়। আমাদের বিরুদ্ধে থাকা সকল কটুত্ব ও বিন্দুপকারি ফেসবুক শাইখদের।

আমাদের পক্ষে দাঁড়ান মুহতারাম শাইখ মুহম্মদ বিন শামস হাফিজাহল্লাহ। তিনি আহবান করেন অন্তত একজন বিজ্ঞ আলিমকে যেন তার বিপরীতে নিয়ে আসা হয়। শাইখ সন্তবত আরো লম্বা সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের পেইজের এডমিন প্যানেল থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত বাহাসে সাড়াদানের জন্য সময় দেয়া হয়।

গতকাল (২৫ জানুয়ারি) বাহাসের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের শেষ দিন ছিলো। আমরা সকল হানাফি, হান্বলি, শাফেটী, মাতুরিদি, আশতারি, আসারি সহ যত পথ ও মতের লোক আছে সকল ফেসবুকে লম্ফকাম্প কারী দুইদিন আগে জন্মানো সোকল্ড ফেচবুক মুফতি মাওঃদের কাছে বাহাসের আহবানকে পৌছাই।

কেউ চ্যালেঞ্জ গ্রহণের সৎ সাহস যোগাড় করে সামনে আসতে পাড়েনি। অনেক ফেব্রু ফতোয়াবাজদের (এরা যাকে তাকে কাফের ফতোয়া দিতে ওস্তাদ) আহ্বান করা হয়েছিলো কিন্তু কেউ হেরে যাওয়ার ভয়ে বিভিন্ন অযুহাতে আসেনি। সবাই পালিয়ে গেল। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যারা আমাদের বিরুদ্ধে বলছে এরা মূলত নফসের খায়েশে যাচ্ছেতাই বলে। এদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যেহেতু, সবাই বাহাসের আসার বদলে পালিয়ে বেচেছে সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই সমতল যমিনের সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসীরা মহাবিজয় লাভ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ।

খুব আশা করছিলাম, যদি কেউ হিম্মত করতো, একজনও নূন্যতম হিম্মতই করতে
পারলোনা। এতে প্রমান হলো হঞ্চ আমাদের সাথেই আছে আলহামদুলিল্লাহ, হঞ্চ
সব সময় হকপঙ্কুদের সাথেই থাকো।

আজকের পর থেকে যারাই ইসলামের সৃষ্টিতত্ত্বকে ফেলে বাতিল অপবিজ্ঞানীদের

কুফুরি তত্ত্বের বিগব্যাং-সৌরজগত-

গোল্লাবাদ নিয়ে লাফালাফি করবে তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছিত করা হবে

আজকের

এ দিবসকে স্মরন করিয়ে দিয়ো। সময় দেয়া হয়েছিল বাহাসে সাড়া দানের। সবাই

পালিয়েছিলে এখন আবার বড় বড় কথা বলছো কোন বিবেক নিয়ে!!??

ভগ্নামির সীমা আছে। যাইহোক, আল্লাহ আমাদের সকল ভাইবোন ও উলামা-
মাশায়েখদের কে হেফাজতে রাখুন। নিশ্চয়ই তিনিই বাতিলপঙ্কুদের মুখ বন্ধ

করে দিয়েছেন। আমিন। ইয়া রববাল আলামিন।

সাহাবাদের থেকে দলীল দেখান তো যে পৃথিবী সমতল?

এইরকম হাস্যকর প্রশ্ন যে কতোজন করেছেন এবং কতোজনকে যে আমরা
বুঝিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। তবুও এই প্রশ্ন করা থামে না তাদের। আমরা যখন হাদিস
থেকে প্রমাণ করি যে উমার (রাঃ) আল্লাহর কসম করে জমীনকে স্থির বলেছেন তখন
সেই বাস্তবতাকে অঙ্গীকার করে বলা হয় যে “দুনিয়াবী” বিষয়ে সাহাবারা তো

বটেই, নবীরাও ভুল করতে পারো যে সৃষ্টিতত্ত্ব গায়েবী ব্যাপার, সেই সিরিয়াস ব্যাপারটি দুনিয়াবী ব্যাপার কিনা, কিংবা দুনিয়াবী হলেও এ ব্যাপারে নবি সাহাবারা ভুল করতে পারেন কিনা তা আমাদের আলোচ্য নয়। আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় অন্যটি।

যেসব মুসলিম ভাইয়েরা এ কথা মানতে চান না যে সাহাবারা জানতেন জমীন সমতল, এবং তাঁদের পরবর্তী জেনারেশনও একই বিশ্বাস রাখতেন, তারা মূলত তিনি ধরণের (যারা বিজ্ঞানকে দলীল মানতে রাজি তাদেরকে এই তিনি ধরণের মাঝে রাখিনি)।

- “কুরআন হাদিসে কোথাও বলা নেই যে জমীন সমতল, বরং কুরআনে স্পষ্টভাবে কিছুই বলা নেই” এই ধারার লোকেরা।

কুরআনে একাধিক জায়গায় জমীনের আকৃতির ব্যাপারে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ স্পষ্টভাবেই বলেছেন আমরা কি দেখি না জমীন কেমন সমতল? সে সময়কার তাফসিলেও সমতল জমীনের কথাই লেখা আছে। ইবনে কাসিরসহ বিভিন্ন মুফাসিসিরগণও এ তাদের তাফসিলে জিওস্টেশনারী জমীনের স্বপক্ষে কুরআনের আয়াত, হাদিস ও সাহাবাদের বক্তব্য এনেছেন। যদি ধরি সে সকল তাফসিলে সমতল জমীনের স্বপক্ষে ব্যবহৃত “সকল” হাদিস ও সাহাবাদের বক্তব্য ও আসার জাল, তবুও কুরআনের আয়াতকে দলীল হিসেবে ব্যবহার করাই যথেষ্ট।

- “উটপাথির ডিস্বতত্ত্ব” দলের লোকেরা-

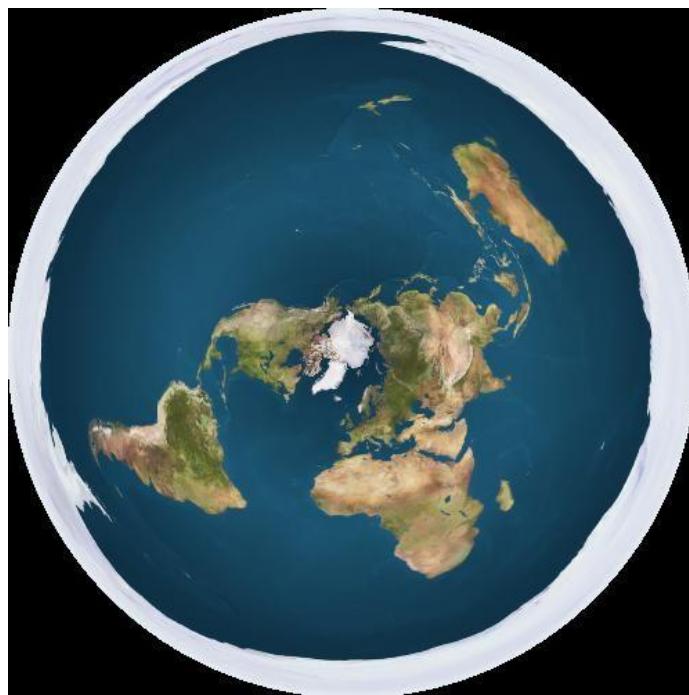
গোমরাহী ছড়ানো (শুধুমাত্র ফ্ল্যাট-গ্লোব ইস্যুর কারণে তাকে গোমরাহ বলা হচ্ছে না) জাকির নায়েক সাহেবই মূলত মুর্তাদ রাশাদের এই অপব্যাখ্যাকে মানুষের মাঝে জনপ্রিয় করে তুলে। আপনারা যারা উসুলুত তাফসির সম্পর্কে ধারণা রাখেন তারা ভালো করেই জানেন ডিস্বতত্ত্বের মাধ্যমে তারা আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা আরোপ

করো তারা এমন কিছু আরোপ করে আল্লাহর নামে যা আল্লাহ বলেননি, আল্লাহ নিজে যাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন ও আমাদেরকে বুঝানোর দায়িত্ব দিয়েছেন তিনিও বলেননি, তাঁর সাথীরাও বলেননি এবং বলেননি সাথীদের নেক্ট দুই জেনারেশনের আলেমরাও। অতএব কুরআনের এই নতুন ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ গোমরাহী।

- ইবনে তাইমিয়ার (রহ:) মতের অনুসারী-

কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা এতো শতক পরে এসে হবে না। ইবনে তাইমিয়ার (রহ:) তালাকের মাসা'আলাও অন্যদের থেকে ভিন্ন। তাছাড়া উনার সময়ে গ্রিক ফিলোসফির প্রভাব অনেক বেশি ছিল।

(R:M: আর তাছাড়া উনি গোলাকার বলেছেন। বলাকার (ball) বলেন নি। অর্থাৎ বলের মতো গোল বলেন নি। সমতলে বিছানো পৃথিবীও গোলাকার হতে পারে। থালার মতো।)



চিত্র: দেখুন এটাও কিন্তু গোলাকার। তবে বলাকার নয়।

উপরোক্ত তিনমতের অনুসারী এবং “এটি দুনিয়াবী ব্যাপার” মতের অনুসারীদেরকে কিছু কথা বলি।

- নবিজি(স) এর সমসাময়িক সময়ে খ্রিস্টান ও ইয়াহুদীদের বিশ্বাস ছিল জমীন সমতল। যদি তাদের বিশ্বাস ভুল হতো তবে নবিজি (স) স্পষ্টভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দিতেন। কেননা জমীন আসলেই গোল (ball) হলে সমতল জমীনের ধারণা জাহেলিয়াত। আর নবি হিসেবে উনার দায়িত্ব জাহেলিয়াতকে দূর করা। নবিজি(স) আসন্ন ফেতনা সম্পর্কে সতর্ক করে গিয়েছেন। আর সেই নবিই সমসাময়িক ফ্ল্যাট আর্থের বিশ্বাসকে ভুল বলে যাবেন না? (এটিকে দুনিয়াবী বিষয় বলে খাটো করার চেষ্টা করবেন না। ফিতানসংক্রান্ত অধিকাংশ বর্ণনাই দুনিয়াবী রাজনীতির ব্যাপারে) আপনি কি পারবেন একটা জাল হাদিসও দেখাতে যে নবি বলেছেন জমীন আসলে গোল (ball)? কিয়ামত পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ রইলো। যদি না পারেন (এবং আপনি পারবেনও না)। আপনি একজন মিথ্যকা।
- গ্রিক ফিলোসফির প্রভাব বিস্তার না করা পর্যন্ত সকলে ফ্ল্যাট আর্থার ছিলেন। আল কাসিম মাসলামাহ বিন আল কাসিম আল কুরতুবী উনার আর-রাদ আলা আহলুল বিদ'আহ ওয়া তাবিয়ানু উসুলুস সুন্নাহ গ্রন্থে বলেছেন আহলুস সুন্নাহর ইজমা হলো জমীন সমতল। মালেকি আলেম আল কাহতানি আল আন্দালুসী তার নুনিয়াহ গ্রন্থে বলেছেন অ্যাস্ট্রোনমাররা মিথ্যক, আমরা স্পষ্টভাবেই কুরআন থেকে পাই যে জমীন সমতল। তাফসিরে জালালাইনেও স্পষ্টভাবে বলা আছে জমীনের ব্যাপারে। আব্দুল কাহির আল বাগদাদী থেকে আল ফারক বাইনা আল ফিরাক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, “জমীন স্থির এবং গতিহীন এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহর ইজমা আছে।” যদি কুরআনে আসলেই জমীনের আকৃতির ব্যাপারে কোনো বক্তব্য না থাকতো তবে তাঁদের এই ইজমা কিসের ভিত্তিতে?

তারা কি আমাদের থেকে কম কুরআন বুঝতেন?

তাদের এই অবস্থানের ব্যাপারে অন্য কোনো সমসাময়িক আলেম প্রশ্ন তুলেননি
কেন?

যদি এটি দুনিয়াবী বিষয়ও হয়ে থাকে তারপরেও তাদের ইজমা এটিই প্রমাণ করে যে
সমতল জমীনে বিশ্বাসী হওয়া কুরআনবিরোধী নয় বরং এটিই কুরআনে বর্ণিত।

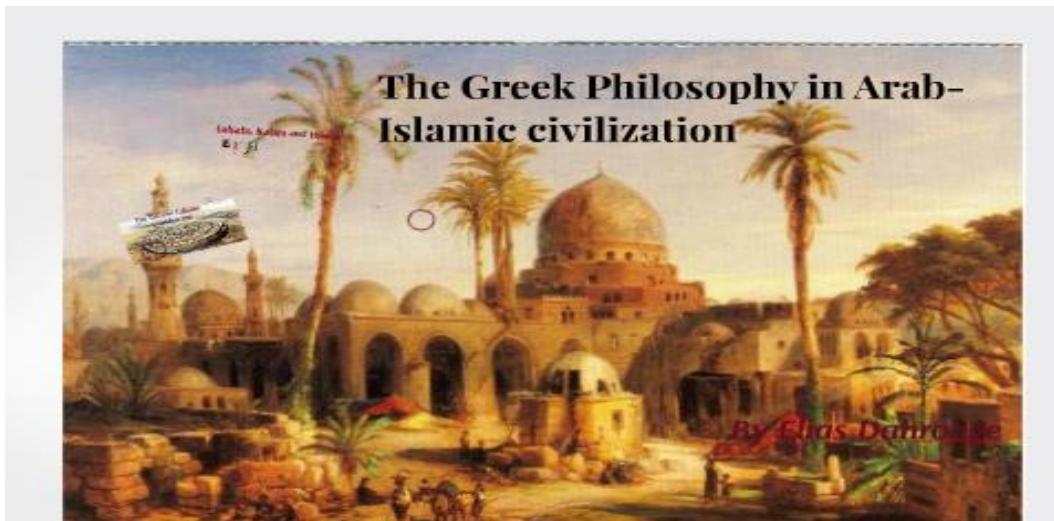
সাহাবা, তাবেঙ্গী, তাবে তাবেঙ্গীদের কুরআন সংক্রান্ত বুঝাই প্রকৃত বুঝা তারা যে
ব্যাখ্যা করেছেন তাই প্রকৃত ব্যাখ্যা। তারা সমসাময়িক গোলান্তুবাদকে রদ করেছেন।
তারা এটি দলীল ছাড়া করেননি। তাদেরকে নানা অযুহাতে ভুল বলা হাস্যকর। যদি
কুরআনে সমতলের কথা না থাকতো তবে তারা তা বলতেন না, কুরআনে যদি এমন
কিছু থাকতো যা ফ্ল্যাটকে রদ করে তবে তারা আমাদের আগেই বুঝতেন। তারা যা
বলেছেন জেনেই বলেছেন। নাকি এখন বলবেন কুরআনও দুনিয়াবী বিষয় ভুল
করতে পারে? নাউজুবিল্লাহ মিন জালিকা।

আরবের মুসলিমদের মধ্যে গ্রীক দর্শনের অনুপ্রবেশ ঘটলো যেভাবে:

যাদুশাস্ত্রের এবং গ্রীক কুফরি দর্শনের কিতাবাদি বাইজেন্টাইনদের থেকে
উমাইয়াদের সময়ই সংগ্রহ শুরু হয়, আববাসিয়া খিলাফতের সময় পর্যন্ত অব্যহত
থাকে। আববাসিয়াহ খিলাফতের সময় সেসমস্ত কিতাবাদি অনুবাদ শুরু হয়।

খিলিফা মনসুর এ কাজে অনেক বড় ভূমিকা পালন করেন। তার নির্দেশে বাগদাদে
গ্রীক, পারস্য ভাষার বিভিন্ন যাদুশাস্ত্র ও কুফরি দর্শনের কিতাবের লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত

হয়। তার নির্দেশে সেসমষ্টি কিতাব আরবিতে অনুবাদও শুরু হয়। ষষ্ঠ শতকে পারসিয়ান রাজা অনেক গ্রীক কিতাবাদি পারস্যে নিয়ে আসেন। আরবরা সেগুলোও হাতে পেয়ে যায়। খলিফা মানসুরের পর খলিফা মামুনও যাদু ও দর্শনশাস্ত্র অনুবাদে গুরুত্বারোপ করেন।



The main period of translation was during Abbasid rule. The 2nd Abbasid Caliph al-Mansur moved the capital from Damascus to Baghdad.[20] Here he founded the great library with texts containing Greek Classical texts. Al-Mansur ordered this rich fund of world literature translated into Arabic. Under al-Mansur and by his orders, translations were made from Greek, Syriac, and Persian, the Syriac and Persian books being themselves translations from Greek or Sanskrit.21[উইকিপিডিয়া]

The 6th-century King of Persia, Anushirvan (Chosroes I) the Just, had introduced many Greek ideas into his kingdom.[22] Aided by this knowledge and juxtaposition of beliefs, the Abbasids considered it valuable to look at Islam with Greek eyes, and to look at the Greeks with Islamic eyes.[19] Abbasid philosophers also pressed the idea that Islam had from the very beginning stressed the gathering of knowledge as important to the religion. These new lines of thought allowed the work of amassing and translating Greek ideas to expand as it never before had

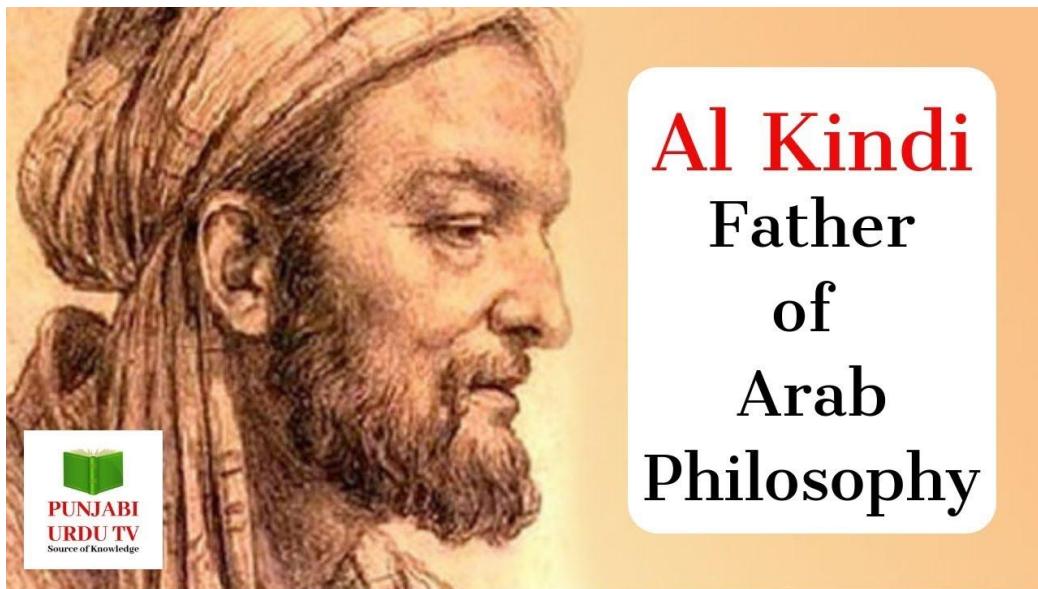
[উইকিপিডিয়া]

The Caliph al-Mansur was the patron who did most to attract the Nestorian physicians to the city of Baghdad which he had founded, and he was also a prince who did much to encourage those who set themselves to prepare Arabic translations of Greek, Syriac, and Persian works. Still more important was the patronage given by the Caliph al-Ma'mun, who in A.H. 217 (= A.D. 832) founded a school at Baghdad, suggested no doubt by the Nestorians and Zoroastrian schools already existing, and this he called the Bayt al-Hikmaor "House of Wisdom", and this he placed under the guidance of Yahya ibn

Masawaih (d. A.H. 243 = A.D. 857), who was an author both in Syriac and Arabic, and learned also in the use of Greek. His medical treatise on "Fevers" was long in repute and was afterwards translated into Latin and into Hebrew[উইকিপিডিয়া]

যখন সেহসব গ্রীক নিওপ্লেটনিক, পিথাগোরিয়ান, ব্যবিলনিয়ান-হামেটিক কিতাবাদি
 অনুবাদ হয়ে গেল, আরব ভূখণ্ডে নতুন ফিতনার জন্ম নিলো। গ্রীক দর্শন এবং
 যাদুবিদ্যা, বিশেষ করে হামেটিক টেক্সটের অনুসরন শুরু হয়ে গেল। ইতোপূর্বে
 বিগত পর্ণগুলোয় দেখিয়েছি পিথাগোরাস, প্লেটোদের বিশ্বাস, কর্ম, ও জ্ঞানের
 উৎসগুলো কি ছিল। সেসমস্ত কিতাবাদির অনুসরনের ফলে ব্যাধিগ্রস্ত দুরাত্মার
 লোকগুলো আল্লাহর সাথে অবাধ্যতার রাস্তা পেয়ে গেল। এরা আলকেমি,
 জ্যোতিষশাস্ত্র, নিউমেরোলজিসহ সমস্ত নিষিদ্ধ বিদ্যাগুলো চর্চা শুরু করে দিল।
 পিথাগোরাস/প্লেটোদের Unity of existence(monism) বা ওয়াহদাতুল
 উজুদ, হলুল এবং ইত্তেহাদের আকিদা আরবরা গ্রহণ করলো। যাদুকরদের যেসমস্ত
 কুফরি আকিদাগুলো ইসলাম পূর্ব মুশরিকদের মধ্যেও ছিল না, সেগুলোকে ধারন
 করা শুরু করলো। জন্ম হলো বাতেনিয়াহ ফের্কার। সুফিজমের নামে যাদুশাস্ত্র
 থেকে আসা আকিদাগত কুফর ও শিরকের বীজ ইবনে আরাবিদের সহযোগীতায়
 সর্বত্র ছড়াতে লাগলো। আল কিন্দিকে বলা হতো আরবে দর্শনের জনক। তিনি
 গ্রীক পিথাগোরিয়ান কুফরি আকিদা এবং ন্যাচারাল ফিলসফিকে ইসলামাইজ করবার

জন্য বিশাল ভূমিকা পালন করেন। এ সকল পণ্ডিতগণ গ্রীক দর্শন শিক্ষার অপরিহার্যতার কথা প্রচার করেন, জ্ঞান এবং বিদ্যার আধার হিসেবে দেখিয়ে যাদুশাস্ত্রের দিকে লোকেদের আহবান করে। তৈরি হয় মু'তাফিলা আশ'আরি ফির্কা। আল কিন্দির পর আর রায়ি., আল ফারাবি এই কুফরের পথে হাটেন। আল কিন্দি এরিস্টটলিয়ান দর্শন এবং আর রায়ি. ছিলেন প্লেটোনিক চিন্তাদর্শনের অনুসারী।



আল ফারাবি ছিল নিওপ্লেটনিজমের অনুসারী এবং প্রচারক। এদের পর ইবনে সিনা শয়তানি আকিদার প্রচার শুরু করে। ইমাম গাজালি(রহ) পর্যন্ত এই যাদুবিদ্যার অন্ধকার পথে হাটা শুরু করেন, পরবর্তীতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা হিদায়াত করেন। এরপরে তাওবা করে তিনিই সেসবের বিরুদ্ধে কথা বলেন, ইবনে সিনাদের তাকফির করেন। তখন সেসব ব্যবিলনিয়ান কুফরি শাস্ত্রের অনুসরনের

ফলে এত ধৃষ্টতা তৈরি হয় যে ওরা ইসলামের বিরুদ্ধেই কিতাবাদি লেখা শুরু করে। বিভিন্ন আকিদা খণ্ডন করা শুরু করে। মোট কথা, এক মহাফিতনার সময় পার করছিল মুসলিমরা। তবে সবসময়ই হঙ্গমাত্মক আলিমরা ছিলেন। তারা সেসমস্ত যাদুশাস্ত্রের অনুসরনের বিরোধিতা করে গেছেন, তাদের সব যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন, কুফরের চর্চাকারীদের তাকফির করেছেন। এই লম্বা ইতিহাস নিয়ে আলাদা বই লেখাও সম্ভব। উইকিপিডিয়াতেও একইরকম তথ্য এসেছে-

Al-Kindi (Alkindus), a famous logician and prominent figure in the House of Wisdom, is unanimously hailed as the "father of Islamic or Arabic philosophy". His synthesis of Greek philosophy with Islamic beliefs met with much opposition, and at one point he was flogged by those opposed to his ideas. He argued that one could accept the Koran and other sacred texts, and work from that point to determine truth. Whenever he ran into an impasse, he would abandon the Greek ideas in favor of the Islamic faith.[22][28] He is considered to be largely responsible for pulling the Arab world out of a mystic and theological way of thinking into a more rationalistic mode.[28] Previous to al-Kindi, for example, on the question of how the immaterial God of the Koran could sit on a throne in the same book, one theologian had said, "The sitting is known, its

modality is unknown. Belief in it is a necessity, and raising questions regarding it is a heresy.” Few of al-Kindi’s writings have survived, making it difficult to judge his work directly, but it is clear from what exists that he carefully worked to present his ideas in a way acceptable to other Muslims

After Al-Kindi, several philosophers argued more radical views, some of whom even rejected revelation, most notably the Persian logician, Al-Razi or “Rhazes.” Considered one of the most original thinkers among the Persian philosophers [by whom?], he challenged both Islamic and Greek ideas in a rationalist manner. Also, where Al-Kindi had focused on Aristotle, Al-Rhazi focused on Plato, introducing his ideas as a contrast.[28]

After Al-Kindi, Al-Farabi (Alpharabius) introduced Neoplatonism through his knowledge of the Hellenistic culture of Alexandria. Unlike Al-Kindi or Al-Rhazi, Al-Farabi was hesitant to express his own feelings on issues of religion and philosophy, choosing rather to speak only through the words of the various philosophies he came across.[28]

Decades after Al-Farabi, Ibn Sina (Avicenna) compiled the ideas of many Muslim philosophers of the previous centuries and established a new school

*which is known as Avicennism.[22][28] After this period, Greek philosophy went into a decline in the Islamic world. Theologians such as Al-Ghazali argued that many realms of logic only worked in theory, not in reality.[28] His ideas would later influence Western European religious ideas.[22] In response to Al-Ghazali's *The Incoherence of the Philosophers*, the Andalusian philosopher Ibn Rushd (Averroes), the most famous commentator on Aristotle and founder of Averroism, wrote a refutation entitled *The Incoherence of the Incoherence*.*

By 1200, when philosophy was again revived in the Islamic world, Al-Kindi and Al-Farabi were no longer remembered, while Ibn Sina's compilation work still was.[29] Ibn Sina, otherwise known as Avicenna, would later heavily influence European philosophical, theological and scientific thought, becoming known as “the most famous scientist of Islam” to many Western historians [উইকিপিডিয়া]

১৩ শতকে ইবনে সিনার নামে কুফরি আকিদা এবং যাদুচর্চার উখান ঘটে। ইবনে সিনা পরবর্তীতে রেনেসাঁর সময় কাফিরদের কাছে খুবই প্রশংসিত ছিল। যারাই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরন করেছে তাদের খুব অল্পই ঈমান নিয়ে সেসব থেকে বের হতে পেরেছিল। গ্রীক/পারসিয়ান/ইন্ডিয়ান জ্যোতিষবিদ্যা, দর্শন ও যাদুশাস্ত্র আরবে প্রবেশ এবং অনুবাদের আগ পর্যন্ত আরবের সকলে বিশ্বাস করত যমীন সমতলে

বিস্তৃত, আসমান গম্বুজাকৃতির ছাদ, আল্লাহ হচ্ছেন আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, এই আকিদা আরব মূর্তিপূজারীরাও অস্বীকার করত না। পৃথিবীর অবস্থান আকৃতি নিয়ে বিতর্ক করবার মত প্রতিদ্঵ন্দ্বী তত্ত্বের অঙ্গিত্বই সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল না। সাহাবী এবং আল্লাহর রাসূল(সাঃ) এর বলা সমস্ত হাদিস এবং কুরআনের আয়াতগুলো এরই উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ভারতীয়, টলেমিয়ান ও পিথাগোরিয়ান জ্যোতিষশাস্ত্রের (অ)কল্যানে আরবের সাধারণ মানুষের চিন্তায় পরিবর্তন এবং প্রভাব আসা শুরু হয়। তখনকার গণিতজ্ঞে, বিদ্বান আলকেমিস্ট-জ্যোতিষী যাদুকরণ পৃথিবীর ও যমীনের ব্যপারে পিথাগোরিয়ান তত্ত্ব প্রচার করা শুরু করলে সাধারণ মানুষ প্রথম দিকে দ্বিধাদন্ডে পড়ে যায়। অনেক আলিমরাও সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আসমান যমীনের প্রকৃতির ব্যপারে তৎকালীন বিজ্ঞান বা ইল্মুল কালামের দ্বারা প্রভাবিত হন। যার জন্য ইবনে হাযম এমনকি ইবনে তাইমিয়া(রহঃ) পর্যন্ত যমীনের ব্যপারে বক্তব্য দিতে শুরু করেন। আইরনিক্যালি তাদেরই অনেকে আবার গ্রীক দর্শনের ফিতনার বিরুদ্ধে বলেছেন।

গ্রিক ও মুতাজিলাদের ছদ্মবৈজ্ঞানিক যুগ থেকে বেড়িয়ে সাহাবীদের (রা)

স্বর্ণযুগে প্রবেশ করুন:

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের একটা শিশুও সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদার ব্যাপারে সচেতন। সাহাবায়ে কেরাম রা. যেমন ছিলেন সত্যের মাপকাঠি, তেমনি তারা দুনিয়া থেকেই আল্লাহর সন্তুষ্টির ঘোষণাপ্রাপ্ত।

ইসলামের সঠিক পথ নির্ণয়ের মাপকাঠি হলো, সাহাবায়ে কেরাম রা. এর অনুসৃত পথের অনুসরণ। যুগে যুগে যারাই সাহাবায়ে কেরাম রা. এর পথ থেকে দূরে সরে

গিয়েছে, তারাই গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়েছে হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী হলেন সাহাবায়ে কেরামা যারা সাহাবায়ে কেরামকে যথাযথ সম্মান করে, তাদের অনুসৃত পথে চলে, তারাই মুলতঃ কুরআন ও সুন্নাহের প্রকৃত অনুসারী। সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথ ব্যতীত লক্ষ-কোটি বারও কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের দায়ী করলেও তারা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট।

যুগে যুগে যারা সাহাবায়ে কেরামের বুরাকে পায়ে দলে, তাদের অনুসৃত পথকে দূরে সরিয়ে নিজেদের মনগড়া মতবাদ চালু করেছে, তারাই মুলতঃ ভ্রষ্টার গভীরে নিমজ্জিত হয়েছে।

বোখারী-মুসলিমের সহীহ হাদীসে রয়েছে,

ذ م قرذ ي أ م تي خ ير : و سلم عل يه ا لله صل لى ا لله رسول قال
ب لونهم الـذـيـنـذـمـيـلـونـهـمـالـذـيـنـ

হ্যরত ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল (الله صل لى) ও عل يه (س ل م) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম তারা যারা আমার যুগে রয়েছে অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের উম্মাত (তথা তাবেয়ীগনের যুগ) অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের উম্মাতা (অর্থাৎ, তাবয়ে তাবেয়ীনের যুগ)।

[সূত্রঃ বুখারী ৪/২৮৭- ২৮৮- মুসলিম ৪/১৯৬৪]।

#ইরবায ইবনে সারিয়া(রাঃ)হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (الله صل لى) ও عل يه (س ل م) ইরশাদ করেছেনঃ

و سـنـةـبـ سـذـتـىـ عـلـيـكـمـ: و سـلـمـ عـلـيـهـ اـللـهـ صـلـلـىـ اـللـهـ بـقـالـ

المهدي بن الراشد بن خلوفاء

অর্থঃ আমার এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীন রা. এর সুন্নতকে শক্তভাবে
আঁকড়ে ধরবো।

[সূত্রঃ আবু দাউদ হা/ ৪৬০৭, তিরমিয়ী-২৮৯১, ইবনে মাজা (ভূমিকা, ৪২), মুসনাদে
আহমদ হা/ ১৭৬০৬, মুসনাদে বায়যার, ইবনে হিবান, মুসতাদরাক লিল-হাকিম,
তারীখে দিমাশক লি-ইবনে আসাকির, আল-মু'জামুল কাবীর, হা/ ৬২৩, আল-
আওসাত, আল-কাবীর লিতাবরানী]।

رَأَسُ الْكَوَافِرِ (رَأَسُ الْكَوَافِرِ) سَمْنَوْتُ عَذَابِكَ
সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলে গেছেনঃ

إِلَّا نَارٌ فِي كُلِّهِ رُقْبَةٌ وَسَبَعَ يَنْذَارٌ لَا مُتَى سَدَّتْ فَتْرَقْ
وَأَصْحَابُ يَعْلَمُونَ مَا بَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ رَسُولُ يَمْهُوْنَ قَالُوا وَاحِدَةٌ

অর্থঃ “অতিশীଘ্র আমার উন্মত তেহাত্তর(৭৩) ফের্কায় বিভক্ত হয়ে পড়বো তন্মধ্যে
মাত্র একটি দলই মুক্তিপ্রাপ্ত এবং জান্নাতী হবো সাহাবারা জিজেস করলেনঃ সেই
মুক্তিপ্রাপ্ত সৌভাগ্যশালী দলটি কারা এবং এত বড় সৌভাগ্য লাভের ভিত্তি কোন
নীতি বা আদর্শের উপর? উত্তরে নবী কারিম (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ) বললেন, যে নীতি, তরীকা ও আদর্শের উপর আমি এবং আমার সাহাবায়ে
কেরাম আছেন।

[সূত্রঃ তিরমিজী শরীফ, হা/ ২৬৪০, ইবনে মাজা, হা/ ৮৭৯, মুসনাদে আহমদ খ., ৪,
পৃ., ১০২, আল-মুসতাদরাক, খ., ১, পৃ., ১২৮]।

** প্রথ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর আরেকটি উক্তি এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অনুসরণ করতে চায় তবে সে জন্য হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবীগণেরই অনুসরণ করো কারণ, তাঁরাই ছিলেন এ উন্মত্তের মধ্যে আত্মার দিক থেকে সবচে বেশি নেককার, ইলমের দিক থেকে গভীরতর, লৌকিকতার দিক থেকে সম্মতম, আদর্শের দিক থেকে সঠিকতম, অবস্থার দিক থেকে শুন্দতম। তাঁরা এমন সম্প্রদায় আল্লাহ যাদেরকে আপন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংস্কৃতিন্য হবার জন্য এবং তাঁর দীন কায়েমের উদ্দেশ্যে বাছাই করেছেন। অতএব তোমরা তাঁদের মর্যাদা অনুধাবন করো এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করো। কারণ, তাঁরা ছিলেন সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

[সূত্রঃ আবু নাফিস, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩০৫/১; ড. মুহাম্মদ ইবন আবু শাহবা, আল ইসরাইলিয়াত ওয়াল মাওয়ুয়াত ফী কুতুবিত তাফসীর]।

‘তাঁরা ইলম, ইজতিহাদ, তাকওয়া ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে আমাদের ওপরে তাঁরা আমাদের চেয়ে উত্তম এমন বিষয়ে, যে ব্যাপারে ইলম জানা গেছে কিংবা যা ইস্তিম্বাত বা উদ্ভাবন করা হয়েছে। তাঁদের রায়গুলো আমাদের কাছে প্রশংসনীয়। আমাদের নিজেদের ব্যাপারেই আমাদের সিদ্ধান্তের চেয়ে তাঁরাই অগ্রাধিকার পাবার হকদারা’

[সূত্রঃ মুকাদ্দাম ইবনু সালাহ, ড. নূরুদ্দীন ‘ঙ্গীতর সম্পাদনা, বৈরুত, প্রকাশকাল : ২০০০ ইং, পৃষ্ঠা- ২৯৭]।

এছাড়াও ইমাম মালেক (র) বলেন: শেষ জমানার উন্মত মুক্তি পাবেনা, যতক্ষণ
পর্যন্ত না তারা হ্বহ্ব সাহাবায়ে কেরামের (রা) অনুসরণ করে।

সাহাবায়ে কেরামের যুগ ছিল স্বর্ণের যুগ। কেউ যদি মুক্তি পেতে চায়, তাহলে তাকে
সাহাবাদের যুগের অনুসরণ করতে হবো হ্বহ্ব। অর্থাৎ যতটা সন্তুষ্ট বর্তমানের
অবৈজ্ঞানিক আসবাব গুলোকে এড়িয়ে চলতে হবো আর যাদের পক্ষে সন্তুষ্ট তারা
নিজেদের ধন সম্পদ সাথে করে পাহাড়ে চলে যাবো যারা এই সমাজে থাকবে
তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই ফেতনা স্পর্শ করবো। এবং সেটা প্রত্যেক মুমিন বর্তমানে
হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

একমাত্র গুরাবারাই এসব ফেতনা থেকে পরিপূর্ণ ঝঁপে বাঁচতে পারছে। আর যারা
প্রাচীন গ্রিক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত, মধ্যযুগীয় জাদুবৈজ্ঞানিক যুগের কথিত মুসলিম
ছদ্মবিজ্ঞানীদের উদ্ধৃতি দিয়ে অপবিজ্ঞানের চর্চা করতে চায়, তারা কখনোই
দাজ্জালের ফেতনা গুলোকে চিনতেও পারবেনা, বাঁচতেও পারবেনা। অর্থাৎ এরাই
তারা, যারা দাজ্জালের কপালের কাফের লিখাটা পড়তে পারবেনা।

বর্তমানে যারা দাজ্জালের কুফুরী কর্মকাণ্ড গুলো ধরতে পারছে এবং সাধ্যমতো বাঁচার
চেষ্টা করছে, ইনশাআল্লাহ এরা দাজ্জালের কপালের কাফের লিখাটাও পড়তে
পারবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে দাজ্জালের ভয়াবহ ফেতনা থেকে হেফাজত
করুন, আমিন।

আপনি যেরূপ দুনিয়াকে চিনছেন এবং সারাবিশ্বে প্রতিষ্ঠিত রূপে দেখছেন

এরূপ মাত্র ৫০০ বছর আগেও ছিল না।

মাত্র ১৫০০ সাল পর্যন্ত সারাবিশ্বে প্রতিষ্ঠিত কস্মোলজিক্যাল অর্ডারে পৃথিবী ছিল সমতল। শুধু যাদুশাস্ত্রভিত্তিক শয়তানি দর্শন গুলোর দার্শনিকদের মতবাদ ছিল আজকের গ্লোব মডেল। তখন পর্যন্ত সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত বিকৃত শয়তানি আকিদা ছড়ায় নি এইজন্যে যে, তখন পর্যন্ত খ্রিস্টান এবং পরবর্তী মুসলিম শাসনের দ্বারা যাদুকরণ নিষ্পেষিত ছিল। কিন্তু ৭০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে আরবে গ্রেসিয়-ব্যবিলনিয়ান অকালট ওয়ার্ল্ডভিউ টুকলে অনেক নামধারী মুসলিমরাই সেসবকে গ্রহণ করতে শুরু করো। অনেক আলিম নবাগত কস্মোলজি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ফতওয়া দিতে শুরু করেন, এদের অনেকে গ্রীক ফিলসফিরই বিরোধিতা করত! অথচ irony হচ্ছে এদিকে ওদের কস্মোলজিক্যাল আইডিয়া গ্রহণ করে নিয়েছে।

গ্রীক ফিলসফি আসার আগের কস্মোলজিক্যাল জিওসেন্ট্রিক সমতল বিশ্বব্যবস্থার ধারনায় ফাটল এখান থেকেই শুরু। এজন্য সাহাবীদের কস্মোলজিক্যাল আইডিয়া, তাদের থেকে আসা হাদিসসমূহ আজকের প্রতিষ্ঠিত কস্মোলজির বিপরীত ধারনা দেয়। কুরআন সুন্নাহ আর মেইনস্ট্রিম মহাকাশ তত্ত্বের মধ্যে আকাশ পাতাল তফাত। এজন্য অনেক দুর্বল বিশ্বাসীদের মনে কস্মোলজিক্যাল কনফ্লিক্ট এর বিষয়টি গভীরভাবে দাগ কাটে, অতঃপর দ্বীন ত্যাগের দিকে ধাবিত করো। আজকে মুসলিমদের যাদেরকেই মেইনস্ট্রিম কস্মোলজিতে বিশ্বাস করতে দেখেন এরা তাদের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত যাদেরকে পূর্বে মু'তায়িলা বলা হত। বিষয়টি আরেকটু বিশদভাবে পাবেনঃ

https://aadiaat.blogspot.com/2018/12/blog-post_40.html

কুরআনে Geostationary Geocentric Astronomical Model এর অখণ্ডনীয় বর্ণনা

হেলিওসেন্ট্রিক এস্ট্রোনোমিকাল অর্ডার আমাদের শেখায় আকাশ অনন্ত ও শূন্যের অসীমতা যা এখনো অসীমতার দিকে সম্প্রসারণশীল, যার যাত্রা সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই শুরু হয় শূন্য থেকে!

১৫০০ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে জিওসেন্ট্রিক মডেলের আকাশ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ছিল। চীনে ৩০০ বছর আগেও সেই বিজ্ঞান বলবৎ ছিল(উইকিপিডিয়াতে দেখুন)।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল কুরআন কিন্তু মহাবিশ্বের গঠনগত বর্ণনায় জিওসেন্ট্রিক স্ট্যান্ডার্ড ঠিক রেখেছে। বস্তুত আমরা কুরআন থেকেই অদেখা আকাশজগতের কিছু ধারনা পাই। ফ্ল্যাট এনক্লোজড জিওসেন্ট্রিক-জিওস্টেশনারী মডেল অনুযায়ী 'আকাশ' হচ্ছে যমীনের উপরে গম্বুজ বা তাবুর ন্যায় মজবুত সিলিং বা ছাদ বিশেষ। অতীতে এর ব্যপারে আসমানি গ্রন্থ ছাড়া এর বেশি কোন তথ্য পাওয়া যায় না। মানুষ শুধু এব্যপারে ধারনাই করত।

কুরআনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সৃষ্টিকর্তা আসমানের ব্যপারে বলেছেন যা কোপার্নিকান হেলিওসেন্ট্রিক ও তার সাথে সংযুক্ত সমুদয় মতবাদকে ডিফাই করো। আজ উম্মাহ চরম ব্রেইনওয়াশিং এর স্বীকারা তাই ঐ আয়াতগুলো তাদেরকে বিরুত করো। উম্মাহর বিশাল একটা সংখ্যা সূর্যকেন্দ্রিক আকাশব্যবস্থাকে গ্রহন করে নিয়েছে। এটাকেই তারা পরম সত্য ও অত্যাধুনিক সভ্য্যুগের জ্ঞানের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছে। পৃথিবীর শুরু থেকে আর ৫০০ বছর আগ পর্যন্ত আকাশ সংক্রান্ত জ্ঞানকে বলা হচ্ছে কুসংস্কার/ভুল। আজ হেলিওসেন্ট্রিক এস্ট্রোনমির বিচিত্র তথ্যের অসাড়তা বেরিয়ে আসছে। মূলত সৌরজগতের সাথে ধারনাটা শুধুই খাতা কলম ও ডিজিটাল ডেটাতেই সীমাবদ্ধ, এর না আছে কোন বাস্তবনির্ভর সত্যতা, না আছে কোন প্রমাণ। সুতরাং এতে সৃষ্টিকর্তার কথার অমোघত্বই(infallibility) প্রমাণিত হচ্ছে।

আকাশ সমতল পৃথিবীর ছাদঃ

আল্লাহ স্পষ্টভাবে সূরা বাকারার ২২ নং আয়াতে বর্ণনা করছেনঃ
 "যে পবিত্রসত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্থরপ
 স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য
 ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসাবে..."'

আল্লাহ বলেনঃ

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَّا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ

আমি আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি; অথচ তারা আমার আকাশসহ
 নির্দশনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে[২১:৩২]

সূর্যকেন্দ্রিক বিজ্ঞান অনুযায়ী বাস্তব আকাশ কোন শূন্য/অসীম কিছু নয় বরং তা
 ক্রটি(ফাটল/ছিদ্র)হীন সলিড স্তুত্ববিহীন মজবুত ছাদঃ

আল্লাহ বলেন

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا

নির্মান করেছি তোমাদের মাথার উপর মজবুত সপ্ত-আকাশ। [সূরা নাবা:১২]

আল্লাহ বলেনঃ

"তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ
 তা'আলার সৃষ্টিতে কোন তফাত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টিফেরাও;
 কোন ফাটল দেখতে পাও কি?"[সূরা মুলক:৩]

আল্লাহ বলেন:

"তারা কি তাদের উপরাক্ষিত আকাশের পানে দৃষ্টিপাত করে না আমি

কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি? তাতে কোন ছিদ্রও নেই"[সূরা ক্লাফ ৬]

আল্লাহ বলেনঃ

"আল্লাহ, যিনি উর্ধবদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমণ্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীতা(রাদঃ২)

আকাশের নিশ্চিদ্রতা ও ফাটলহীনতার বর্ণনা এটা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট যে আকাশ সলিড ছাদ বিশেষ স্তম্ভকে সাধারণত সলিড কিছুকে ধারণ করতে ব্যবহার করা হয়, আল্লাহ আকাশকে স্তম্ভের সাহায্য ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন।

সংশয় নিরসনঃ

আল্লাহ বলেনঃ

"..তিনি আকাশ স্থির রাখেন, যাতে তাঁর আদেশ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠে পতিত না হয়। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি করুণাশীল, দয়াবান'" (সূরা হাজ্জ ৬৫)

মানুষের প্রতি করুণাশীল সৃষ্টিকর্তা দুনিয়ার ছাদকে স্থির অবস্থায় রাখেন যেন তা পৃথিবীর উপরে ভেঙ্গে না পড়ে, যেহেতু এই মহাছাদের কোন স্তম্ভ নেই। নিশ্চয়ই এটা অকাট্য দলিল যে আকাশ সলিড/নিরেট ছাদবিশেষ।

আল্লাহ বলেনঃ

"তারা কি তাদের সামনের ও পশ্চাতের আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিলক্ষ্য করে না? আমি ইচ্ছা করলে তাদের সহ ভূমি ধসিয়ে দেব অথবা আকাশের কোন খন্ড তাদের উপর পতিত করব। আল্লাহ অভিমুখী প্রত্যেক বান্দার জন্য এতে অবশ্যই নির্দেশন রয়েছে।" (সূরা সাবা ৯)

আল্লাহ এখানে আকাশের খন্ডাংশের পতনের কথা এনে আরো ভালভাবে ক্ল্যারিফাই করেছেন। বস্তুত আসমান ছাদ বিশেষ, যদিও মোড়ারেট মুসলিমরা কাফেরদের সাথে গলা মিলিয়ে উল্টোটা বলতেই পছন্দ করে।

আল্লাহ বলেনঃ

আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয় আর তখন ফেরেশতাগণ তাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করো শুনে রাখ, আল্লাহই ক্ষমাশীল, পরম করুনাময়।(সূরা শূরা ০৫)

একমাত্র আকাশ হিসেবে সলিড ফার্মামেন্ট এরই ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হতে পারে, শুন্য আকাশ নয়।

আল্লাহ বলেনঃ

তারা যদি আকাশের কোন খন্ডকে পতিত হতে দেখে, তবে বলে এটা তো পুঁজীভূত মেঘ।(সূরা আত ত্বুর ৪৪)

আকাশের কোন অংশ ভেঙ্গে পড়ার এই আয়ত জিওসেন্ট্রিক নোশনকে শক্তিশালী থেকে আরও শক্তিশালী করো।

আল্লাহ বলেনঃ

অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন, তেমনিভাবে আমাদের উপর আসমানকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলে দেবেন অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন।(সূরা বনী ইসরাইল: ৯২)

ওইযুগের কাফেররাও আসমানের ব্যপারে জিওসেন্ট্রিক মডেলকে স্বীকার করত।

আল্লাহ বলেনঃ

নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও যমীনকে স্থির রাখেন, যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায় তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল।(সূরা ফাতির:৪১)

বিজ্ঞান আমাদের বলে গোলাকৃতি পৃথিবী প্রচন্ড গতিতে নিজে তো ঘূরছেই সাথে সূর্যের চারদিকেও ঘূরছে এমনকি সেটা সূর্যসমেত অসীমতার দিকে ধাবমান। বস্তুত এসব অপ্রাপ্যতা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তো ঐ ভ্রান্ত বিজ্ঞানের ঠিক বিপরীতটাই বললেন যে ভ্রান্ত বিজ্ঞানের শিক্ষা ওরা শয়তানের কাছে থেকে লাভ করেছে। নিশ্চয়ই পৃথিবী ও আকাশ স্থির।

আকাশের নিরেটত্ব (SOLIDNESS) এর প্রমাণ কিয়ামত সংক্রান্ত আয়াতেঃ

আল্লাহ বলেনঃ

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءِ مَوْرًا

সেদিন আকাশ প্রকম্পিত হবে প্রবলভাবে।(সূরা ভূর ৯)

ভূমিকম্পের ন্যায় আকাশের প্রকম্পন নিরেট আকাশের অঙ্গের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

আল্লাহ বলেনঃ

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا

আকাশ বিদীর্ণ হয়ে; তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে।(সূরা নাবা ১৯)

আকাশ বিদীর্ণ হয়ে বহু দরজাবিশিষ্ট হওয়া আসমানের নিরেটভাবকে সত্যায়ন করে

আল্লাহ বলেনঃ

وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ

যখন আকাশ ছিদ্রযুক্ত হবে(সূরা মুরসালাতঃ৯)

আল্লাহ এখনকার আকাশকে নিশ্চিদ্র ও ক্রটিহীন হিসেবে কিয়ামতের সময়ে
বিপরীতটা ঘটবো যারা আজ বিপরীত তথ্যকে সত্য বলে বসে আছে অর্থাৎ যারা
আকাশের নিরেট অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তারা সত্যিই বিস্মিত হবে।

সূরা হাককাহ, আয়াত ১৬

"এবং আকাশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়বে।"

সূরা রহমান, আয়াত ৩৭

"যেদিন আকাশ বিদীর্ণ হবে সেদিন ওটা লাল চামড়ার মত রক্তবর্ণ ধারণ
করবে;"

সূরা মাআরিজ, আয়াত ০৮

"সেদিন আকাশ হবে গলিত রূপার মত,"

'সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত
কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি
করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে'(21:104)

"তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি। কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী
থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমান সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে

তাঁর ডান হাতে তিনি পবিত্রা আৱ এৱা যাকে শৱীক কৱে, তা থেকে তিনি
অনেক উৰ্ধে'।(সূৱা যুমাৱ ৬৭)

আকাশ নিরেট ম্যাটেরিয়াল সলিড ছাদ বিশেষ যা অবশেষে কাগজের ন্যায় গুটিয়ে
নেওয়া হবো অত্যন্ত স্পষ্ট প্ৰমান! অথচ ওৱা এৱপৱেও মিথ্যাকে প্ৰমান কৱতে বিতৰ্ক
কৱতে থাকবো

তাৱকাৱাজি সৰ্বনিম্ন আসমানেঃ

'আমি সৰ্বনিম্ন আকাশকে প্ৰদীপমালা দ্বাৰা সুসজ্জত কৱেছি; সেগুলোকে
শয়তানদেৱ জন্যে ক্ষেপণাস্ত্ৰবৎ কৱেছি এবং প্ৰস্তুত কৱে রেখেছি তাদেৱ
জন্যে জলন্ত অগ্ৰিৰ শাঙ্গি'(সূৱা মুলকঃ৫)

হেলিওসেন্ট্ৰিক এস্ট্ৰোনমিতে তাৱকাৱা মহাৰিশ্বেৱ সৰ্বত্র বিক্ষিপ্তভাৱে ছড়িয়ে আছে।
অথচ সৃষ্টিকৰ্তা স্পষ্টকৱে বৰ্ণনা কৱেছেন এসব শুধু প্ৰথম আসমানেই। তাৱকাৰদেৱ
কিছু সৌন্দৰ্যেৱ জন্য, কিছু তাৱকা শয়তান জীৱনদেৱ বিপক্ষে আকাশেৱ নিৱাপত্তা
অস্ত্র।

আকাশ থেকে পানিবৰ্ষনঃ

আধুনিক স্বৰূপীয় বিজ্ঞান আমাদেৱকে পানিচক্ৰেৱ মাধ্যমে বৃষ্টিপাত ঘটাৱ প্ৰক্ৰিয়াৱ
শিক্ষা দেয়। অথচ আল্লাহ বলেন তিনি আকাশ থেকে পানিবৰ্ষন কৱেন।
আল্লাহ বলেনঃ

তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বৰ্ষণ কৱেছেন, অতঃপৱ সে
পানি যমীনেৱ ঝৰ্ণাসমূহে প্ৰবাহিত কৱেছেন,(যুমাৱ ২১)
আমি আকাশ থেকে পানি বৰ্ষণ কৱে থাকি পৱিমাণ মত অতঃপৱ আমি
জমিনে সংৱক্ষণ কৱি এবং আমি তা অপসারণও কৱতে সক্ষম(মু'মিনুনঃ১৮)

**তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর
ভূপৃষ্ঠ সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে। নিচয় আল্লাহ সুক্ষদশী, সর্ববিষয়ে
খবরদার(হাজ্ঞুঃ ৬৩)**

এছাড়াও

সুরা রূম : আয়াত ২৪,
সুরা আল হিজর:আয়াত ২২ ,
সুরা রাদ; আয়াত ১৭,
সুরা ফুরকান;আয়াত ৪৮,
সুরা জাসিয়া; আয়াত ৫

জিওসেট্রিক এস্ট্রোনামি অনুযায়ী এটাই সত্য যে পৃথিবীর firmament হচ্ছে পানির
সুবিশাল আধার যা সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। তিনিই পরিমিত মাত্রায় পানি বর্ষ করেন
ছাদ থেকে বর্ষন করেন আর মেঘমালা হচ্ছে পানিবাহী উট(নবী সাং এর ভাষায়)।
নিকটবর্তী গ্রি আকাশ কিসের তৈরি এ প্রশ্নের উত্তরে দুটি হাদিস এসেছে। একটিতে
বলা হয়েছে কাচের তৈরি অপরটিতে বলা হয়েছে পানির তৈরিমূলত দুটোই শুন্দী
কাফেররা বিগত বছরে বিভিন্ন সময়ে আকাশের জিওস্টেশনারী মডেল কে নিয়ে
বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গাত্মক ভিডিও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বানায়। দেখতে পারেনঃ

<https://m.youtube.com/watch?v=CuUqrnMBVqY>
<https://m.facebook.com/story.php...>

দেখতে

পারেন: <https://m.youtube.com/watch?v=cyNNfEdZbIE>

আকাশের দুয়ার বন্ধঃ

"যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে
ওরা দিনভর আরোহণ ও করতে থাকে, তবুও ওরা একথাই বলবে যে,
আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে না বরং আমরা যাদুগ্রস্ত হয়ে
পড়েছি"(সূরা হিজর ১৪-১৫)

অর্থাৎ আসমানের দুয়ার বন্ধ। হেলিওসেন্ট্রিস্টরা বলে শূন্য আসমানের কথা যা
উন্মুক্ত, ওরা মহাকাশে মহাকাশযান দ্বারা বিচরনের গল্প শোনায়।
এ পর্যন্ত কেউই আকাশভেদ করে উপরে যেতে পারে নি। চন্দ্রযাত্রাটি ছিল
পলিটিকাল ওয়ারফেয়ারে এগিয়ে থাকার জন্য মিথ্যা প্রোপ্যাগান্ডা। এ সময়ে
কাফেররা ভ্যান অ্যালেন রেডিয়েশন বেল্ট নামের শিল্ডের কথা বলে যার জন্য নাকি
তারা উপরে যেতে পারছে না এজন্য নাকি অরিয়ন নামের মহাকাশযান তৈরি করছে
যা সে বেল্টকে অতিক্রম করতে পারবো তারা এও স্বীকার করেছে এখন পর্যন্ত তারা
লো আর্থ অবিট পর্যন্ত পৌছতে পারে, এর উপরে যেতে অপারগ

। দেখুনঃ <https://m.youtube.com/watch?v=FmoiwjXepHM>

প্রকৃতপক্ষে এখন পর্যন্ত হাইয়েস্ট অলটিটিউড রেকর্ড অফিশিয়ালি ৭০ মাইলের
উপরে নেই।

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Flight_altitude_record
বেসামরিক একটি আকাশ গবেষনা সংস্থার দাবি তারা দ্রোন রকেট ৭৩ মাইল উপর
পর্যন্ত পৌছাতে পেরেছিল। তাদের ওই রকেটের উড্ডয়নের ভিডিও তারা প্রকাশ
করেছে তাতে দেখা যায় ৭৩ মাইল পৌছানোর পরে উপরে কিছুতে সশব্দে ধাক্কা

লাগে এবং রকেটের গতি শূন্যতে পৌছে যায়। এ যুগের জিওসেন্ট্রিস্টদের ধারনা
রকেটটি ডোম ফার্মামেন্টে গিয়ে ধাক্কা খায়। ভিডিওটি দেখুনঃ

<https://m.youtube.com/watch?v=IAcp3BFBYw4>

আল্লাহ বলেনঃ

"হে জিন ও মানবকূল, নভোমন্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রান্ত অতিক্রম করা যদি
তোমাদের সাধ্যে কুলায়, তবে অতিক্রম করা কিন্তু ছাড়পত্র ব্যতীত তোমরা
তা অতিক্রম করতে পারবে না"(সূরা আর রাহমান ৩৩)

অতএব পৃথিবী যে একটি ক্লোজড সিস্টেম সেটা আল্লাহই স্পষ্ট করে দিলেন। মানুষও
জীুন কেউই স্বীয় ইচ্ছায় বা চেষ্টায় কখনো পৃথিবী ত্যাগ করতে পারবে না, যদিনা
আল্লাহর অনুমতি পায়।

যারা সারাজীবন বিপরীত কসমোজনিকে অন্নের মত বিশ্বাস করেছেন আমি জানি
উপরের বিষয়বস্তু তাদের জন্য চরম ধাক্কায়ত এবসার্ডই মনে হোক না কেন, এটাই
সত্য। এ নিয়ে যতই চিন্তা গবেষনা হচ্ছে, এখন প্রাচীন এস্ট্রোনমিতে মানুষ ততই
দলে দলে ফিরে যাচ্ছে। হয়ত আপনিই এ ব্যপারে সচেতন নন। সমতল
পৃথিবীসংক্রান্ত অসংখ্য ডকুমেন্টারি ভিডিও ইউটিউবে পাবেন। অনেক বড় বড়
কন্পাইরেন্সি থিওরি রিসার্চার চ্যানেল ফ্ল্যাট আর্থ নিয়ে ভাল মানের ভিডিও পাইশ
করেছে।

উপরে উল্লিখিত আয়াত গুলোকে মোড়ারেটরা কাফেরদের সাথে মেলাতে কোন
রূপ অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে পারবেন না। আয়াত গুলো কোনরূপ
allegorical/metaphysical কিছু নয় আর এরপ কিছুর দোহাই দিয়ে এড়িয়ে
যাবারও কোন সুযোগ নেই। এ ব্যপারে বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থগুলো খুলে দেখতে

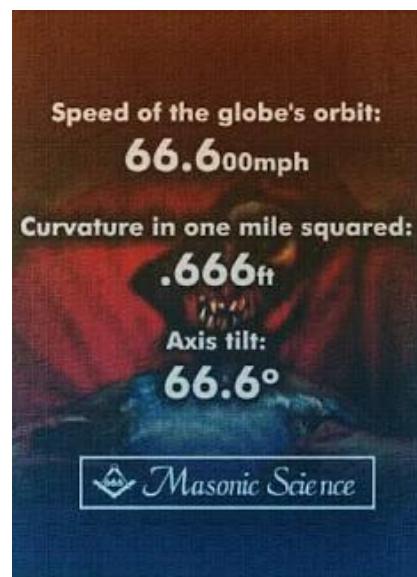
পারেনা এর মধ্যে ইবনে কাসীর (র) এ আয়াত সমূহের সরল ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হন নি বরং ক্ষেত্রবিশেষে তিনি বিভিন্ন প্রাচীন আলেমদের মতামত এমনকি সাহাবী(রা) দের উত্তি/মতামত পর্যন্ত উল্লেখ করে এসব আয়াতের সরল ব্যাখ্যাকে ম্যাগ্নিফাই করেছেন, যা জিওস্টেশনারী ফ্ল্যাট আর্থ মডেল এর গ্রহণযোগ্যতাকে দৃঢ় করো বস্তুত নবী(সা), সাহাবীগণ জিওসেন্ট্রিক মডেলেরই বর্ণনাই দিয়েছিলেন। ইতোপূর্বে জিওস্টেশনারী মহাজাগতিক ন্যারেশনের সত্যায়নে প্রমাননির্ভর কিছু আটিকেল লিখেছি, আজ এখানে একটিও উল্লেখ করতে চাই না বরং নিজ দায়িত্বে রিসার্চের অনুরোধ করি।

কুরআন Geocentric cosmology'র ব্যপারে এতটা দৃঢ় যে cosmogony এর যেকোন এক অংশের সামান্য বর্ণনাই গোটা সিস্টেমের পূর্ণরূপ প্রকাশ করো যেমনটি আজকের বিষয়বস্তু আকাশের ব্যপারে কুরআনের বর্ণনাগুলো জিওসেন্ট্রিক মডেলের ব্যপারটি স্পষ্ট করে দেয়। তেমনিভাবে পৃথিবী, চাঁদ সূর্য, নক্ষত্র, দিবা রাত্রি, সৃষ্টির ক্রমধারা ও সময়কাল প্রত্যেকটিই আলাদাভাবে Geocentric cosmogony এর বর্ণনা দেয়। আর পুরো কুরআন সুন্নাহ এর সমন্বয়ে সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যপারে সুবিস্তর ও দৃঢ় ধারনা বা জ্ঞান লাভ করা যায়।

হেলিওসেন্ট্রিক কসমোলোজিতে স্যাটানিক কোড এবং কাফেরদের ঐক্য:

আপনি Neil DeGrasse Tyson কে দেখেছেন? এর পরনের কাপড়েই সূর্যদেবের প্রতীক খচিত। এরাই আজকের মহান সায়েন্টিস্ট। এরা অবশ্যই সূর্যদেব

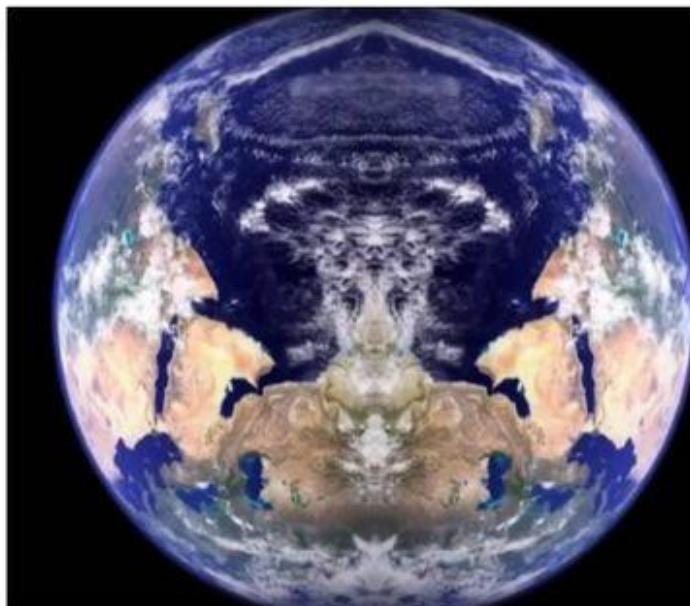
হেলিও/এ্যাপোলো/হোরাস/জিউসের ব্যপারে ভালভাবেই জানেন। তাদের বলা
মহাকাশ সংক্রান্ত সকল তথ্যেই কোন না কোন রিচুয়ালিস্টিক অকাল্ট ম্যাসেজ
এনকোড করা। আলোর গতি $299\ 792\ 458\ m/s$ । এটা জিপিএস
কোঅর্ডিনেশনে পিরামিডের লোকেশন[৩]! সূর্যকে প্রদক্ষিণে পৃথিবীর গতি
 $666,00\ mph!$, প্রতি বর্গমাইলে। ৬৬৬ ফুট, পৃথিবী তীর্যকভাবে কাত হয়ে
আছে ৬৬.৬ ডিগ্রিতে। দেখে মনে হয় ইচ্ছেকরেই স্যাটানিস্টদের প্রিয় ডিজিটের
সাথে মিল রেখে প্রত্যেক জিনিসের হিসাব রাখা হয়েছে। সবকিছুই কেমন যেন
এনকোডেড রিচুয়াল। এটা অসম্ভব নাহ।



ফ্রিম্যাসনের মত গুপ্ত সংগঠনগুলোর কর্মী-সদস্যদের কর্মপদ্ধতির একটি হচ্ছে
সমস্তকিছুতে ওদের বিশেষ চিহ্নকে প্রকাশ্যে রাখা যার তাৎপর্য শুধুমাত্র অন্য
সদস্যরাই জানবো। এটা তাদের ব্যবহৃত এক ধরনের ভাষাকোপার্নিকাস, নিউটন,
কেপলাররা খুবই সমাদৃত ফ্রিম্যাসন। এদিকে দাঙ্গালের স্বর্ধোষিত অনুসারী জ্যাক

পারসনস এর চিন্তা ও বিদ্যাভিত্তিক গবেষণার বদৌলতে গজানো এই কম্পোলজিটিকে তারা অবশ্যই শয়তানের ইনভোকেশনে আনুকূল্যতা রেখেই ডিজাইন করবে, এমনটাই প্রত্যাশিত। এজন্যই প্রত্যেক দেশের মহাকাশ সংস্থা তাদের অফিশিয়াল সিম্বলে ভেঙ্গে সিম্বল রেখেছে।

"SATELLITES DO NOT EXIST IN SPACE," read one. "LOOK UP 'WHAT IF THE EARTH STOPPED SPINNING' (YOUTUBE). THE PARADOX ... THE IRONY ... THE HUBRIS!" read another.



Flat Earth conference presenter Bob Knodel's "fake Blue Marble" experiment (left), which entails mirror-imaging a photo of the planet to demonstrate globists' conspiratorial ties to Baphomet (right) or generally demonic forces.

Though I felt buried under jargon like "MEMS accelerometers" and "angular resolution," the speakers' confidence sounded convincing. The more I listened, the more intoxicating the possibility of having exclusive information became. But one question remained: Why? What motivated NASA, the UN, Zionists and other co-conspirators to deceive the masses about the shape of the planet — something with little to no bearing over my day-to-day life?

আশ্চর্যজনক হলেও ৭ এর ন্যায় প্রতীকটি প্রত্যেক স্পেস এজেন্সি ঘার ঘার প্রতীকরূপে রেখেছে[৮]। আপনি দেখলে অবাক হবেন যে, আমেরিকা, চায়না দেশগুলো বাহ্যিক মাটির উপরে দা কুমড়া সম্পর্ক দেখালেও স্পেস স্টেশনে দহরমমহরম আন্তরিকতা! এটা প্রমান করে প্রত্যেক স্পেস এজেন্সি একে অপরের

সাথে ঐক্যমত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এজন্য একুপ চিন্তা করা একদমই অথহীন যে, 'মার্কিন নাসা মিথ্যাচার করলেও তো অন্যান্য সবাই মিথ্যাচার করবেনা'। বস্তুত, আজকের ইউএন এর গ্লোবাল গভার্মেন্টের আওতাধীন মানবরচিত সংবিধানে পরিচালিত দেশগুলোর ভেতরকার যে বাহ্যিক দৃন্দ্র আমরা দেখি, সেটা শুধুই বাহ্যিক কাফিররা এক মিলাত।

নাসা নাহয় ধোঁকা দিচ্ছে, অন্যান্য স্পেস সংস্থাও কি মিথ্যা বলছে?

কোপার্নিকাস, নিউটন, কেপলাররা খুবই সমাদৃত ফ্রিম্যাসন। এদিকে দাজ্জালের স্বংস্থোষিত অনুসারী জ্যাক পারসনস এর চিন্তা ও বিদ্যাভিত্তিক গবেষণার বদৌলতে গজানো এই কম্পোলজি টিকে তারা অবশ্যই শয়তানের ইনভোকেশনে আনুকূল্যতা রেখেই ডিজাইন করবে, এমনটাই প্রত্যাশিত।



এজন্যই প্রত্যেক দেশের মহাকাশ সংস্থা তাদের অফিশিয়াল সিস্টেমে ভেক্টর সিস্টেম রেখেছে। আশ্চর্যজনক হলেও 7 এর ন্যায় প্রতীকটি প্রত্যেক স্পেস এজেন্সি যার যার প্রতীকরূপে রেখেছে।

ভেক্টর অকালিটিজমের ব্যপারে দেখুনঃ

<https://m.youtube.com/watch?v=379sQbvUg5kk>

আপনি দেখলে অবাক হবেন যে, আমেরিকা, চায়না দেশগুলো বাহ্যত মাটির উপরে দা কুমড়া সম্পর্ক দেখালেও স্পেস স্টেশনে দহরমমহরম আন্তরিকতা! এটা প্রমান করে প্রত্যেক স্পেস এজেন্সি একে অপরের সাথে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এজন্য এরূপ চিন্তা করা একদমই অথচীন যে, 'মার্কিন নাসা মিথ্যাচার করলেও তো অন্যান্য সবাই মিথ্যাচার করবেনা'। বস্তুত, আজকের ইউএন এর গ্লোবাল গভার্নেন্টের আওতাধীন মানবরচিত সংবিধানে পরিচালিত দেশগুলোর ভেতরকার যে বাহ্যিক দৃন্দ আমরা দেখি, সেটা শুধুই বাহ্যিক।

সারা বিশ্বে অকাল্ট কস্মোলজি স্বীকৃতি পেলো কিভাবে?

রেনেসাঁ পিরিয়ডে আরব থেকে গ্রেসিয়-ব্যবিলনিয়ান আলকেমিক্যাল-কাববালিস্টিক কিতাবাদী পাশ্চাত্যে পৌছালে এর নবজাগরণ ঘটে। তৎকালীন রয়্যাল সোসাইটির(ফ্রিম্যাসন) কাছে এই অপবিদ্যাই হয় পরম পূজনীয়। অকাল্ট কস্মোলজিক্যাল ওয়ার্ল্ডভিউ তখনও রাতারাতি মেইনস্ট্রিমে চলে আসেনি। ১৫৪০ সালে ক্যাথলিকদের দ্বারা অর্ডার অব জেসুইট গঠিত হয় এবং সমগ্র পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করো। এরাই সর্বপ্রথম এতকাল যাবৎ অকাল্টিস্টদের কাছে লুক্সায়িত হেলিওসেন্ট্রিক কস্মোলজি সারাবিশ্বব্যাপী প্রসার শুরু করো। এদিক দিয়ে দেখা যায়, আজ যারা হেলিওসেন্ট্রিক স্ফেরিক্যাল আর্থ বেজড কস্মোলজিতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এরা শুধু যাদুকরদের কুফরি আকিদাই গ্রহন করেনি, ক্যাথলিক মিশনারীর প্রচারণা দ্বারাও প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত। আইরনি হচ্ছে, ওরাই কিন্তু সমতল বিশ্বব্যবস্থার কথাকে খ্রিস্টানদের চিন্তাধারা বলে মনে করে!!

জেসুইটের মূল স্বপ্নই ছিল একটি অভিন্ন কস্মোলজিক্যাল আইডিয়ার উপর ওয়ান ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়নের প্রতিষ্ঠাকাজে সহায়তা করা, এবং সায়েন্টিফিক(ন্যাচারাল ফিলসফির) নলেজের প্রসারের মাধ্যমে যেকোন ডিভাইন বিলিভকে মুছে ফেলা। জেসুইট প্রিস্ট আলবের্তো রিভেরা অকপটে স্বীকার করেন। এ কাজে জেসুইট খুব সফল হয়, তাদের প্রচারনায় খুব দ্রুতই সমতল বিশ্বব্যবস্থার কস্মোলজিকে বিদায় জানানো হয়। চীন নাছোড়বান্দা হয়ে ১৭০০ সাল পর্যন্ত সমতল পৃথিবীর কস্মোলজি ধারন করলেও শেষ পর্যন্ত আর টিকে থাকতে পারেনি জেসুইটের চাপো। এভাবে মেইনস্ট্রিম থেকে জিওসেন্ট্রিক কস্মোলজিকে বিদায় দেওয়া হয়। সেই সাথে নান্তিকতা(Materialistic atheism) দিনদিন বাড়তে থাকে।

ওরা কি ক্যাথলিক খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা প্রভাবিত?

Babylonian magical worldview এবং Astrology ধার করে আনা গ্রীক দার্শনিকদের(যাদুকর/মিস্টিক) কুফরি দর্শন এবং ন্যাচারাল ফিলসফি যখন আরবে পৌছায়, তখন পিথাগোরাসের ব্যবিলনীয়ান (এলবার্ট পাউকের কথানুযায়ী) 'এস্ট্রোলজিক্যাল' বিশ্বাস- 'গোলাকার পৃথিবী' তৎকালীন শিয়া- মুতাফিলাদের সাথে সাথে কিছু ভাল আলেমদের মধ্যেও চলে আসে। এদের একজন ছিলেন ইবনে হাজম(র.) তারা সুস্পষ্ট কোন ইসলামি দলিলের উপরে দাঁড়িয়ে স্ফেরয়েড তত্ত্বকে মানেননি বরং তারা মনগড়া ভুল পর্যবেক্ষণিক লজিক দাড় করিয়ে স্ফেরিক্যাল আর্থকে গ্রহন করেন। এর অনেক পরে সেসবের সাপোর্টে কুরআনের কতিপয় আয়াতের দুরবর্তী অস্পষ্ট যুক্তি দিয়ে কুরআনের সাথে

কম্প্যাটিবল করা হয়। উল্লেখ্যঃ তাদের এই ব্যাখ্যা যদি গ্রহন করা হয় তবে অজস্র স্পষ্ট হাদিস এবং কুরআনেরই আয়াতগুলোকে **isolate** করে দেওয়া হয়। সেসব ব্যাখ্যার অযোগ্য/সাংঘর্ষিকতা তৈরি হবে।

.

তখন হয়, পাঠককে হয় সাহাবীদের বর্ণনা/ব্যাখ্যাগুলোকে(হাদিসসমূহ) গ্রহন করতে হবে এবং ওই কন্টেন্প্রারী আলেমদের মনগড়া যুক্তিকেন্দ্রিক গ্রীক-বাবেল প্রভাবিত ব্যাখ্যাকে বর্জন করতে হবে, অথবা কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত এবং সমস্ত হাদিসের হার্মেনিয়াস দলিলগুলোকে বর্জন করে তৎকালীন আলেমদের মনগড়া যুক্তিভিত্তিক ব্যাখ্যাকে গ্রহন করতে হবে।

.

কস্মোলজিক্যাল ডেক্সুপশনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবীদের(রায়ি) কথা/ব্যাখ্যা(হাদিস) তথা সমস্ত জঙ্গী, সহীহ বর্ণনা এবং কুরআনের আয়াতসমূহের মধ্যে চমৎকার হার্মেনি বিদ্যমান। এদের মধ্যে কোন সাংঘর্ষিকতা নেই। কারণ কুরআনের পরে সহীহ-জঙ্গী সমস্ত হাদিসে সমতল জমিন, আসমানি ছাদের প্রাচীন কস্মোলজির সিঙ্গেলেজে বিশদ বর্ণনা আছে। সাহাবীগণ(রাঃ) গম্বুজাকৃতি আসমানসমূহ এবং সমতল স্তরবিন্যস্ত সপ্তজমিনের বর্ণনাই দিয়েছিলেন।

.

কিন্তু মর্ডান কাববালিস্টিক-ব্যবিলনিয়ান কস্মোলজির ফেভারে আলেমদের কথা গুলোকে গ্রহন করলে, দলিলগুলোয় অজস্র সাংঘর্ষিকতা তৈরি হয়, ক্ষেত্র বিশেষে এমন কনফ্লিক্টও আছে যেখানে কোন চাতুর্যময় লজিকও কাজ করবে না। ওই সময়ে যারা গ্রীক এস্ট্রোনমিকে গ্রহন করেছিল তাদের অনেকে আবার গ্রীক দর্শনের

বিরুদ্ধেও কলম ধারন করেছিলেন!! সঙ্গত কারনে কস্মোলজিক্যাল চিন্তাধারার চুক্তিকে আমি তাদের কাউকে দোষারোপ করি না। সেসময়কার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ সর্বোত্তম অবগত আছেন।

যাহোক, স্ফেরিক্যাল(গোল্লা) পৃথিবী ১৫০০ সালের পূর্বে কখনোই মেইনস্ট্রিমে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১% এরও কম সংখ্যক মানুষের সমর্থন ছিল। এই ব্যবিলনিয়ান এস্ট্রোনমির বিশ্বাস ছিল যাদুকর, জ্যোতিষী, ন্যাচারাল ফিলসফার বা দার্শনিকদের মধ্যে, আর ইসলামের মাঝে- আরবে গ্রীক দর্শন প্রবেশের পরে 'অঙ্গাতকারনে' এর সপক্ষে অসাড় যুক্তিদানকারী (কুরআন সুন্নাহর) দালিলিক সমর্থনহীন সামান্যকিছু সংখ্যক আলেমগণ ছিলেন। এমনকি ইবনে হাজম(রঃ) যখন স্ফেরিক্যাল পৃথিবীর সাপোর্ট শুরু করেন তার বিপক্ষে ছিলেন সাধারণ মুসলিম জনগণ। তিনি এ ব্যপারে কিছু বলেছিলেনও।

১৫০০ সালের পরে ক্যাথলিক খ্রিস্টান মিশনারীরা সমস্ত ব্যবিলনিয়ান অকালট ওয়ার্ন্ডিভিউ প্রোমোটিং এর পাশাপাশি গোল পৃথিবীর মতবাদকে সারাবিশ্বে গায়ের জোড় খাটিয়ে প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ শুরু করো। সমতল পৃথিবীর নোশন বইপুস্তক থেকে বিদ্যয় নিতে শুরু করো। চীন সরকার প্রথম দিকে 'ঘাড়ত্যাড়ামি' শুরু করলেও অবশেষে ক্যাথলিকদের চাপে বশ্যতা স্থীকার করতে বাধ্য হয়। ওরা ২০০ বছর পরে অর্থাৎ ১৭০০ সালে পাঠ্যপুস্তক থেকে ফ্ল্যাট আর্থ কস্মোলজি হটিয়ে গোলপৃথিবীকে প্রতিষ্ঠা করো। [উইকিপিডিয়াতেই সমুদয় ঘটনা বিধৃত আছে, দেখে আসুন]

সুতরাং এই গ্রেট কম্পিউলজিক্যাল কন্সেপচুয়াল শিফটিং এর পেছনে প্রত্যক্ষভাবে
কাজ করে রোমান ক্যাথলিকরা।

তো ভাইয়েরা, আজ যারা কুরআন সুন্নাহর দলিল দিয়ে দুনিয়াকে কাফেরদের সাথে
তাল মিলিয়ে গোল বানানোতে ব্যস্ত, তারা কাদের 'মিশন' দ্বারা প্রভাবিত? কাদের
মিশনকে সহজ করে দিয়েছে?? কাদের বিষ বহন করছে?? ক্যাথলিক খ্রিস্টান
মিশনারি????!!!! 😱। তাদের দুর্বল অবস্থান অথবা সুস্পষ্ট বাতিলপন্থার ব্যপারে
আমরা জানলেও এভাবে কখনোই লিখতাম না যদি ইদানীংকালে কিছু নির্বোধ-
মূর্খ/মডারেট/মুরজিয়াদের থেকে দলিলবিহীন অপবাদ না দেখতাম।

আমাদেরকে অনেক কিছু বলা হচ্ছে। আমরা নাকি খ্রিস্টান মিশনারীর প্রভাবিত,
দালাল, এমনকি কাফেরও!! ওরা বলছে বাইবেলে নাকি আছে 'পৃথিবী সমতল'!!
অথচ খোজ নিয়ে দেখুন এরকম একটাও ভার্স নেই। করাপেটেট গম্পেলে তো নাই-
ই খ্রিস্টানদের বানোয়াট এক্সটেনশন গুলাতেও নাহ। বিকৃত তাওরাত খুজে আসুন,
একটা দলিল দেখান যেখানে স্পষ্টভাবে আছে 'দুনিয়া সমতল'!! তো ওরা কিসের
উপর ভিত্তি করে কথা বলছে (??)। উলটো সমস্ত বাস্তব তথ্যপ্রমাণ বলে যে, ওরা
নিজেরাই মেইনস্ট্রিম খ্রিস্টীয় মিশনারি দ্বারাই প্রভাবিত! নাস্তিক-আস্তিক ডিবেটের
বিরাট গ্রন্থ খুলে খ্রিস্টান কুফফারদের ফেভারে কথিত দ্বীনি তৎপরতা চালিয়েছে
এত দিন। তাই না??
আসল ব্যাপার হচ্ছে অল্লবিদ্যা এবং জ্ঞানস্বল্পতা। আর যদি হৃদয়ে ব্যধি থাকে তাহলে
জ্ঞান থাকলেও লাভ নেই।

কটুর বিজ্ঞান পন্থী এক মেরিনের ছাগল (ইঞ্জিনিয়ার) ক'দিন আগে বেশ লাফিয়েছিলো। ওই মূখ্টি বলত, সাহাবীগণ উন্নত শিক্ষা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি হাতে পাননি, তাই তারা নাকি বলেছে 'পৃথিবী সমতল'। লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ!! এই হচ্ছে কাফেরদের বিছানো জালে আটকা পড়া মুসলিমভাইদের জ্ঞানের অবস্থা।

আরেক 'বাহ্যত' গুরাবাপন্থী লেখক বলেছিলেন আমরা নাকি ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের মতাদর্শ প্রচার করছি। আজ তো তার এবং আমাদের স্ট্যান্ড পয়েন্ট দেখলেন...! এ সময়টাতে কিছু লোকদেরকে দেখছি, যারা কিছু না জানলেও সে বিষয়ে জ্ঞানের জাহির করতে মন্তব্য করে।

আরেক সাইন্সবিশ্বারদ অনেক ভারিক্ষি বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার করে বললেন, পিথাগোরাসরা সমতল পৃথিবীর প্রবক্তা ছিলেন 😊। তাকে কোন রেফারেন্স দেখালে কাজ হবে না, মানবেন না, ভুল স্বীকারও করবেন না। তিনি যা বলেছিলেন উহাই ঠিক। অথচ আশাকরি আপনারা সবাই জানেন ব্যবিলনিয়ান এস্ট্রনমি ধার করে গোল দুনিয়ার প্রচার করে পিথাগোরাসই হন ইতিহাস স্বীকৃত প্রথম গোলাবাদী।

এই হচ্ছে তর্কবিতর্কে আগ্রহী ভাইবেরাদারদের জ্ঞানের হালত। এরা জিওস্টেশনারী কম্পোলজির খুত ধরতে হেলিওসেন্ট্রিক-জিওসেন্ট্রিক উভয়টা মিলিয়ে খুচুড়ি মার্কা প্রশ্ন করো। জিজ্ঞেসা করে জমিন যদি সমতলই হয় তাহলে আশ্রিকায় এখন রাত কেন, সর্বত্র তো একই সাথে রাত ও দিন হবার কথা। ওরা আগের ইনপুট গুলো থেকেও বের হতে পারে না। বিনোদন নিতে আসে...। এরা অনেকে বিরাট রাইটার,

অনেক ফলোয়ার ফ্যানবয় আছে, গ্রুপও আছে যেখানে নাস্তিক, মুর্তাদদের সাথে বিতর্ক করো কিন্তু এখানে এসে ট্রোল করো আজেবাজে লিখে তর্ক বিতর্ক করতে চায়, কেউ আবার বিনোদন গ্রহণ করতে আসো। ওদের বিনোদন লাভের উদাহরণ হলো এই- 'পাগলের সুখ মনে মনে, পাতা কুড়ায় টাকা গোনে'! আমরা জানি, শূন্য কলসি বাজে বেশি, তেমনি ছোট মাছ লাফায় বেশি। এরা ছোট্ট একটা কুয়োয় বাস করে, কুয়োর বাহিরে যে কিছু থাকতে পারে, সেটা ভাবতেই পারে না। কগনিটিভ ডিজোনেন্সে তো ভোগেই। উপরন্তু দলিলবিহীন ফালতু আজেবাজে লিখে আমাদেরকে নিয়ে ঠাট্টাবিন্দুপ করতে গিয়ে ওরা আসলে নিজেকেই ছোট করে, কিন্তু সেটা তারা বোঝে না।

এরা ক'দিন পর পর এসে পরিবেশকে নষ্ট করে বটে, এদেরকে দেখে সাধারণ গ্রুপ সদস্যভাইদের বিচলিত হ্বার কিছুই নেই। আমরা যা বলি তা সবাইকে গ্রহণ করতেই হবে, এমন টা নয়। সকলের পেটে সবকিছু হজম হবে না। এটাই স্বাভাবিক। যাকে যার জন্য সৃষ্টিকরা হয়েছে, সেটা তার জন্য সহজ করা হয়েছে। সাহাবী আজমাঈন যার উপর ছিলেন সেই বিষয়বস্তুরই কথাই বলি। আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য সামনে এগিয়েই যাব ইনশাআল্লাহ। আশাকরি খুব শীঘ্ৰই মেইনস্ট্রিম সাইন তথা 'ন্যাচারাল ফিলসফির' ভ্যালিডিটি শূন্যে কাছে পৌছবো বিশেষ করে ফিজিক্স এবং এস্ট্রোনমি ইনশাআল্লাহ, সামনে সেই সময় আসছে যখন বিচক্ষণ ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য কাফেরদের কথা প্রত্যাখ্যান এবং আসমানি কিতাবে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকবে না।

.

জেনে রাখুন, আজ যারা 'সাইপ্সের' রেফারেন্স দিয়ে কথা বলে গবেষণা করে, 'বিশাল কিছু জানি' অনুভূতিতে ভোগে, তারা এমন কিছুর অনুসরণ করে যা প্রাচীন বাবেল শহরের হারুত ও মারুতের কাছে অবতীর্ণ কিছু বিদ্যা এবং শয়তানদের আবৃত্ত কিছু কুফরি কথার অংশবিশেষ। শয়তান মানুষকে যাদুশিক্ষা দিত, যাকে আজ ইহুদীরা নাম দিয়েছে 'কাববালা'। বস্তুত, এসব অপবিদ্যা এবং অপবিজ্ঞান বৈ আর কিছু নয়।

আমরা প্রচলিত ফ্লাট আর্থ মতবাদের অনুসারী নই:

বিষয়টা ভালো করে বুঝে নিন। প্রচলিত ফ্লাট আর্থ থিওরি এক জিনিস, আর কোরআন হাদিসে বর্ণিত সমতলে বিচানে বিশাল বিস্তীর্ণ পৃথিবীর আলোচনা আরেক জিনিস।



একটা হচ্ছে কিছু বাস্তববাদী মানুষের (বিভিন্ন ধর্মের) গবেষণা বা পর্যবেক্ষণের ফলাফল। তবে এখানে খ্রিস্টানদের সংখ্যাটাই বেশি। তারা বাইবেল থেকে থিওরি গুলো নেয় এবং নিজেদের মতো গবেষণা করে।

আরেকটা হচ্ছে কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক সত্যিকারের সৃষ্টি তত্ত্ব। আর আমরা এই কোরআনিক সৃষ্টি তত্ত্বটাকেই তুলে ধরছি। গতানুগতি বা প্রচলিত ফ্লাট আর্থ সোসাইটির সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে হাহ, যেহেতু এটাই বাস্তবতা (পৃথিবী বলাকার নয় বরং সমতলে বিচানো), সেহেতু ওদের সাথে আমাদের কিছু বিষয় মিলে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। আর তাছাড়া, ওরা অনেক কিছুই বাইবেল থেকে গ্রহণ করে। সেক্ষেত্রেও আমাদের আলোচনা ওদের সাথে মিল থাকতেই পারে।

এখানে আরো একটা কথা বলে রাখতে চাই। যখন ঈসা (আঃ) আসবেন তখন সন্তবত, বাইবেলে বিশ্বাসী এই ফ্লাট আর্থাররাই মুসলমান হয়ে যাবে। আল্লাহু আলম।

N:B: অনেক ভাই আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, “আপনারা এটা বলছেন অথচ ফ্লাট আর্থ মতবাদ অনুযায়ী তো বিষয়টা অমন, ফ্লাট আর্থাররা তো এটা বিশ্বাস করেনা, তাহলে আপনারা এটা বলছেন কেন?”। ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের সাথে এই ভাইয়েরা আমাদেরকে ওদের সাথে মিলিয়ে ফেলে। আশা করি, সেই ভাইয়েরা এই আলোচনা থেকে বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। তবুও আবারো সংক্ষেপে

বিষয়টা স্পষ্ট করে দিচ্ছি। প্রচলিত মতবাদে কি আছে না আছে, আমরা তা অনুসরণ করি না। আমরা কোরআন হাদিস অনুযায়ী সামনে এগোচ্ছি। যতটুকু ইসলামের সাথে মিল পাচ্ছি বা খুঁজে পাচ্ছি, ততটুকুই প্রচার করছি। ফ্লাট আর্থ সোসাইটির মতো নিজেদের মতো করে কোনো ব্যাখ্যা সাজানো থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করি।

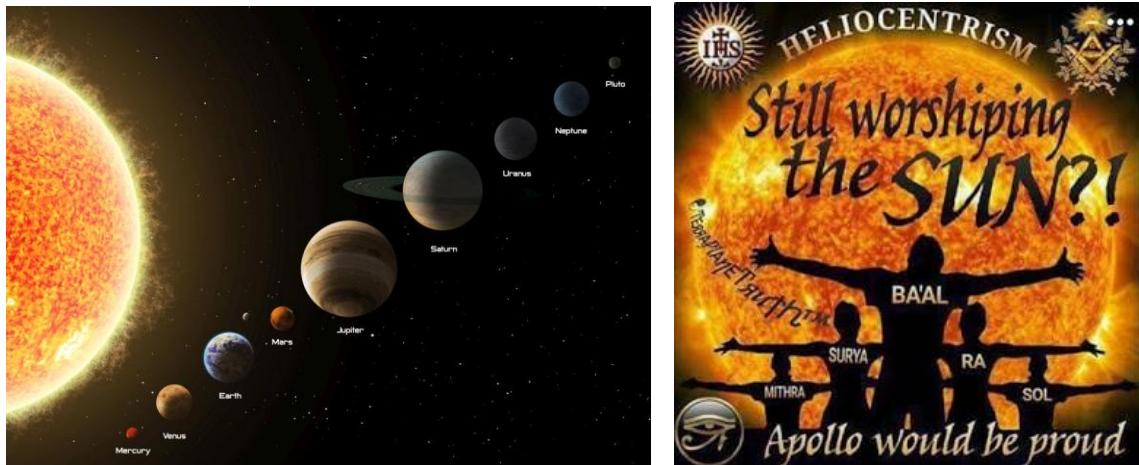
সুতরাং আমাদের বক্তব্য আর তাদের (বিভিন্ন ফ্লাট আর্থ মতবাদ) বক্তব্যের ভিতরে অমিল পেলে এটা নিয়ে ট্রিল করা থেকে বিরত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ খাইর।

সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে কোরআন ও ইঞ্জিলের মিল থাকাটাই স্বাভাবিক:

বাইবেল যে বিকৃত, সেটা তো সবাই জানে। কিন্তু সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাপারে কিছু জিনিস সেখানে অবিকৃত রয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের আলোচনার সাথে বাইবেলের কিছুটা মিল থাকতেই পারে।



এটা নিয়ে ঘারা পানি ঘোলা করার অপচেষ্টায় আছেন, তারা মোটেও ভালো কাজ করছেন না। আর তাছাড়া ইঞ্জিল একটি আসমানী গ্রন্থ। যেখানে সমতল পৃথিবীর কথা বলা হয়েছে। আর কুরআনেও সেটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। আবার ইঞ্জিলে বা বাইবেলে জানাত, জাহানাম, পরকাল, হাশর, ফেরেস্তা, শয়তান, পুসীরাত ইত্যাদির আলোচনাও আছে। তাহলে কোনো মুসলিম এগুলো আলোচনা করলে সেটাও কি বাইবেলের আলোচনা বা খ্রিস্টানদের মতবাদ হয়ে যাবে?? অতএব, কোরআন ও ইঞ্জিলের মিল থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সূর্যকেন্দ্রিক বলাকার পৃথিবীর থিওরিটি পুরাটাই স্যাটানিক। এবং সূর্যকে পূজা করার উদ্দেশেই এই বলাকার পৃথিবীকে সাজানো হয়েছে। অর্থাৎ ওই থিওরি অনুযায়ী সূর্যটি সকল শক্তির উৎস। আর সূর্য সকল গ্রহ নক্ষত্রকে শাসন করছে।



এবার সিদ্ধান্ত আপনাদের। কোনটাতে বিশ্বাস করবেন ??

**চাঁদ, সূর্য ও মাটি বনাম ফেরেশতা, জীন ও মানুষ (সূর্যকেন্দ্রিক VS
ভূমিকেন্দ্রিক সুস্থিতত্ব)**

চাঁদকে নূর দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। ফেরেন্টারাও নূরের তৈরী। চাঁদের আলো যেমন
নরম ও আরামদায়ক তেমনি ফেরেন্টাদের স্বভাবও নম্র।

সূর্যকে তৈরী করা হয়েছে শিখা বা ধোয়া বিহিন আগ্নে থেকে। জীন শয়তানকেও ঐ
একই জিনিস দিয়ে তৈরী করা হয়েছে।

আর মানুষকে তৈরী করা হয়েছে পৃথিবীর মাটি থেকে।

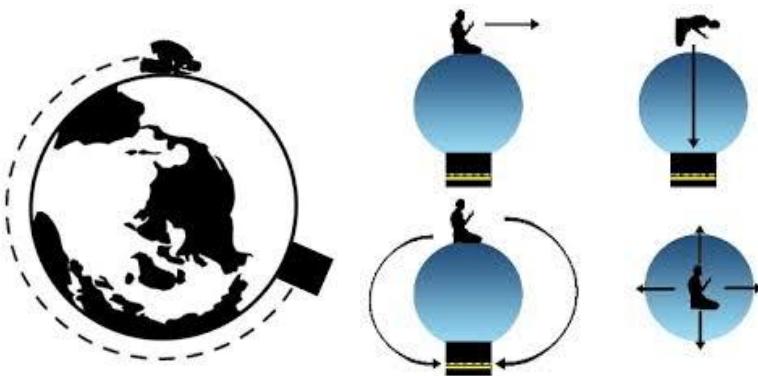
আমরা জানি যে, আগ্নের তৈরী শয়তান, মাটির তৈরী মানুষকে অহংকারবশত
সিজদা দেয়নি।

শয়তান বলেছিলো: "আমি আগ্নের তৈরী, আমি শ্রেষ্ঠ। আর আদম মাটির তৈরী।
আমি ওকে সিজদা দিতে পারিনা"। নাউযুবিল্লাহ। আপনারা কি ভেবেছেন, শয়তান
এগুলো ভুলে গেছে? মোটেও না। আর তাইতো সে কৌশলে সূর্যকেন্দ্রিক বলাকার
পৃথিবীকে প্রমোট করে আদম সত্তানদেরকে সূর্যের পূজা করিয়ে যাচ্ছে। আর এটাও
বলে, সূর্যই নাকি সকল শক্তির উৎস এবং চাঁদ নাকি সূর্য থেকে আলো ধার নেয়।
চূড়ান্ত কথা হচ্ছে, যেভাবেই হোক সূর্যকে (প্রকৃতপক্ষে শয়তান) দেবতার আসনে
রাখতেই হবে। যেহেতু হেলিওসেন্ট্রিক কসমোলজি (বলাকার পৃথিবী তত্ত্ব)
সূর্য ভিত্তিক আর সমতলে বিছানো পৃথিবী তত্ত্ব ভূমি কেন্দ্রিক। সুতরাং

এটা খুব স্বাভাবিক যে, শয়তান সূর্যকেই প্রাধান্য দিবে। আর উম্মাহ এসব বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে না বলেই আজ এই অবস্থা। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এসব স্যাটানিক ফেতনা থেকে হেফাজত করুন আমিন।



ছবি গুলো দেখুন। বলাকার পৃথিবীতে সব এবাদত অন্য কোনো নক্ষত্র বা সূর্যের দিকে চলে যায়। নাউযুবিল্লাহ। অথচ নামাজ পড়ার জন্য কেবলামুখী হওয়া প্রধান শর্ত। আর সমতলে বিছানো পৃথিবীতে (ভূমিকেন্দ্রিক সূস্থিতত্ত্ব / জিওসেন্ট্রিক ক্সমোলজি) সবকিছু স্বাভাবিক। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, কেন শয়তান এই হেলিওসেন্ট্রিক ক্সমোলজিকে প্রমোট করেছে?



সমতল পৃথিবীর বিষয়টি অনেকের কাছেই আনএক্সেপ্টেবল।

সমতল পৃথিবীর বিষয়টি অনেকের কাছেই আনএক্সেপ্টেবল। এর প্রধান কারণ 'ব্রেইনওয়াশ'। যারা যত বেশি টিভি-মুভির সাথে সম্পর্ক যুক্ত তাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো বেশি অগ্রহণযোগ্য। আর সাইন্টিফিক ফ্যান্টাসি থাকলে তো আর কথাই নাই। তাদের ক্ষেত্রেও এটা শকিং যারা সারাজীবন বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে ছিলেন, আর সকল পড়াশুনা ছিল সৌরজগৎ কেন্দ্রিক তাই পৃথিবী কেন্দ্রিক সমতল-বন্ধ ও জিওস্টেশনারী ক্ষমতাজনি বিরাট এক ধাক্কা। এজন্য এ সকল শ্রেণীর লোকদের থেকে সবচেয়ে বেশি বিদ্রুপ ও বিরুদ্ধাচরণ দেখা যায়। এদের কিছুর বিজ্ঞানান্তরণ এত বেশি যে সকল তথ্য প্রমান পাবার পরেও মহাকাশ ও জাগতিক ভ্রান্তি শিক্ষাকেই চোখ বন্ধ করে আঁকড়ে ধরে থেকে নির্বাধের মত বিদ্রুপ করো। এর কোন মানে হয় না!

ফ্ল্যাট আর্থ এখন সুবিশাল একটি বিপ্লবে রূপ নিয়েছে। এই এস্ট্রোনমির গ্রহণকারীর সংখ্যা মিলিয়ন ছাড়িয়ে অনেক আগেই। আমেরিকায়(যুক্তরাষ্ট্র) সবচেয়ে প্রকট। অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেনেও অনেক সমতল পৃথিবীর সমর্থক-গবেষক রয়েছে। তাছাড়া পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশ গুলোতেও এর অগণিত সমর্থক রয়েছে। কিছু লোককে দেখি ফ্ল্যাট আর্থ দেখলেই খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস বলে নির্বাধের মত আঙুল তোলে এর দিকে। জানতে ইচ্ছে করে, তারা কি এ ব্যপারে অজ্ঞ যে ৫০০ আগে জিওসেন্ট্রিক-জিওস্টেশনারী এস্ট্রোনমি প্রতিষ্ঠিত সত্য অথবা বিজ্ঞান রূপে ছিল। আর বর্তমানে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে খ্রিস্টানদের অফসিয়াল বিশ্বাস হচ্ছে প্লেবিউলার হেলিওসেন্ট্রিক মডেল। Answering-islam নামের খ্রিষ্টানদের বড় ওয়েবসাইট আছে যেখানে ওরা কুরআনের এরর ধরার প্রাণান্ত চেষ্টা চালাচ্ছে। ওরা ইতোমধ্যে কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী যে মহাজগতের বর্ণনা এসেছে সেটাই দেখিয়েছে Error হিসেবে। সেটা আবার এপোলোজেটিক মোডারেট স্টাইলে খন্ডন করার চেষ্টায় আছে।

এন্সারিং-শ্রিষ্টিয়ানিটি নামের ওয়েবসাইট। ক্যাথলিক বিদ্রোহী অল্প কিছু শ্রিষ্টানরা এ শতাব্দীতেও বিশ্বাস করে জিওসেন্ট্রিক মডেলে, যদিও ওদের বিকৃত কিতাবে এ ব্যপারে অতটা স্পষ্ট নয়, যেমনটা আমাদের কুরআনে এ বিষয়ে স্পষ্ট। এজন্য কাফেরদের মধ্যে নাস্তিকরা কুরআনকে ফ্ল্যাট আর্থ বুক টাইটেল দিয়ে ভিডিও বানিয়েছিলাআসলে ওরা নিজেদেরকেই বিদ্রুপ করেছে। সেসমস্ত নাস্তিকদের উদাহরণ হচ্ছে এরূপ যে একজন মুখ্য ঘোড়ার পিঠে চেপে আছে অথচ বলছে 'আমি এমূহূর্তে হাতির পিঠে বসে আছি'। যারা জিওসেন্ট্রিক এন্ট্রোনমিকে শ্রিষ্টানদের প্রত্যক্ষ মনে করে ওরা আসলে অপদার্থ কাফের শ্রিষ্টানদের বিষয়েই ভাল জ্ঞান রাখেন।

দেখা যায় সামান্য সংখ্যক সমতল পৃথিবীতে বিশ্বাসকারী শ্রিষ্টানরা মুসলিমদের সাথে সেধে বন্ধুত্ব করতে চায়। ওরা ইসলামের সত্যতার ব্যপারে ভালই জানে কিন্তু মুসলিম হবেনা বাপদাদাদের জন্য। এজন্য এদের কতক দাওয়াত পেলে নিশ্চুপ থাকে। তাই বলে এদের সাথে আপোষ করা বা ফ্রেন্ডশিপ করার বৈধতা নেই। যদি কেউ বলে থাকে তবে আশংকা করি সে নয়রের বদনয়র প্রাপ্তা।

এ যুগে যে সমতল পৃথিবীর ব্যপারে বিশ্বাসগত বিপ্লব চলছে সেটাতে যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আছে স্পিরিচুয়ালিস্ট, এর পরে আছে ডেইস্ট -এগনস্টিক, অল্প কিছু শ্রিষ্টান, সামান্য কিছু ধর্মহীন(ফর্মার এথিস্ট)। এদিকে মুসলিমদের মধ্যে আরব মুসলিমদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এর কারণ ওরা সরাসরি বোঝে আল্লাহ তার আয়াতে কি বলেছেন। আর আজমীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইন্দোনেশিয়ায়!

পাইলটরা পৃথিবীর সমতলতার ব্যপারে সবচেয়ে বেশি নিশ্চিত জ্ঞান রাখে। অল্প কিছু পাইলট এর ব্যপারে মুখ খুললেও অধিকাংশই চুপ থাকে ও গোপন রাখে চাকরি হারানোর ভয়ে আর মানুষ বোকা বলবে বা তিরঙ্কার শোনার ভয়ে।

দেখুনঃ<https://m.youtube.com/watch?v=VaUBrui9L1I>

<https://m.youtube.com/watch?v=I8ar7vDm-WA>

তাছাড়া অনেক অখ্যাত বিজ্ঞানী, গবেষকরা, ইঞ্জিনিয়াররা জিওসেন্ট্রিক কসমোলজির ব্যপারে সুনিশ্চিত। এক ইঞ্জিনিয়ারকে দেখলাম চমৎকারভাবে প্লেবিউলার মডেলকে ডিস্প্রেশন করলেন। এমনভিডিও সত্যিই রেয়ার।

দেখুনঃ<https://m.youtube.com/watch?v=vbHI8ezKgjE>

সমতল পৃথিবীর এই ফেনোমেনা নতুন কিছু নয় আবার খুব বেশি প্রিমিটিভও নয়। মাত্র ৫০০ বছরের আগের প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান ও বিজ্ঞান। ১৭০০ সাল পর্যন্ত চীনের অফিশিয়াল বিজ্ঞান ফ্ল্যাট আর্থ ভিত্তিক। উইকিপিডিয়াতে উল্লেখ এসেছে স্পষ্টভাবে যে ওরা জেসুইট অর্ডারের চাপে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয় প্লেব মডেলে সুইচ করতো। যাদের কাছে এটা খ্রিস্টীয় ডগমা মনে হয়, তাদের উচিং ইতিহাস জানা। আর একদম ব্রেইনওয়াশডরা প্লেবালিস্টরা জানেও না Copernican আর Ptolemy'র এস্ট্রোনমির ইতিহাস। ওরা জানেনা গ্রাভিটির ইতিহাস। ওদের সাইকোলজিক্যাল ন্যারোনেসের কারণ স্বল্প জ্ঞান।

এটা সত্য যে কুয়োর ব্যাঙের কাছে ছোটট কুয়োই বিশাল জগৎ। আর ছোট্ট পুঁটিমাছের জন্য ছোট ডোবা। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে টাইসন, বিল নিই রা সবচেয়ে বেশি সমতল পৃথিবীর বিরুদ্ধে বিন্দুপ করে যাচ্ছেন। জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের মধ্যে কেউ যখন ফ্ল্যাট আর্থের পক্ষে কথা বলে সে বিজ্ঞানীগণ তাদেরকেও অপমান করতে ছাড়েন। কম্পাইরেসি থিওরিস্টদের চ্যানেল গুলোর বড় একটা অংশও ফ্ল্যাট আর্থকে সমর্থন করে। ওরা তারা যারা ইল্যুমিনাতি-ম্যাসনিক অকালিটিজমকে এক্সপোজ করত।

তবে একটা বিষয় উদ্বেগজনক। ফ্ল্যাট আর্থ সমস্ত প্যাগানদের পুনর্জাগরন ঘটাচ্ছে। এবং ঘটিয়েছে। বিশেষ করে এস্ট্রোলজি। zodiac cycle গুলো খুবভাল ভাবে কাজ করে পুরাতন জিওসেন্ট্রিক মডেলে যখন এস্ট্রোলজি খুব ফ্লারিশড ছিল তখনকার এস্ট্রোনমি ছিল জিওসেন্ট্রিক ফ্ল্যাট প্লেইন। যার ফলে ভাইরাসের মত ছড়িয়ে পড়েছে।

আধ্যাত্মবাদ। বিজ্ঞানী নিকোলা টেসলা Geocentric cosmology এর পক্ষেই উক্তি করেছিলেন, তাছাড়া তার কর্ম আর চিন্তা গুলোও ফ্ল্যাট আর্থ কেন্দ্রিক, তাই তাকে আধ্যাত্মবাদীরাও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে।

একটা বিষয় স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে সরাসরি দাঙ্গালের অনুসারীরাই ফ্ল্যাট আর্থের প্রোমোটিং এ কাজ করছে পাশ্চাত্যে এদিকে ইউটিউবও খুব সহযোগীতা করছে, ফ্ল্যাট আর্থ প্রচরণ গুলোকে প্রোমোট করো ইউটিউব এ ঢুকলেই মাঝেমধ্যে ফ্ল্যাট আর্থের ভিডিও পাওয়া যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে নাটক করছে মাইক জ্যাকের চ্যানেল(ওডিডি টিভি) সহ অনেক ভিডিও রিমুভ করো। কোন কিছু গোপন করার খেলা খেললে সেটারই পাবলিসিটি এমনিতেই বাড়ো। প্রথমেই দেখি এরিক দুবেই কিছু গ্রাফিক্যাল সিমুলেশনে দিয়ে গ্লোব আর্থকে ডিস্প্রুভ করতো। ধীরে ধীরে পপুলারিটি পেতে থাকলে একপর্যায়ে সেলিব্রেটির পর্যায়ে যায়। পরে দেখা যায় স্পিরিচুয়ালিজমকে (নিউএজ) প্রমোট করছে আর মানুষকে সেদিকে আহবান করছে।

হাজারো জিনস্টিস্ট, মিস্টিক রা ফ্ল্যাট আর্থে মাথা চাড়া দিয়ে কাজ করা শুরু করো। Yoda টিভিরা প্রচার করে You have to unlearn, what you have learned। অর্থাৎ মতলব হচ্ছে আগের সব শেখানো শিক্ষাকে ইরেজ করুন, হোক সেটা ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়। দাঙ্গাল যে তার অনুসারীদের দ্বারা এখন এই ফ্ল্যাট আর্থ প্ল্যাটটাকে বেছে নিয়েছে, কুফরি আর এস্ট্রোলজি বেজড ব্ল্যাক আর্ট প্রচার করার জন্য, সেটা স্পষ্ট। জিওসেন্ট্রিক কসমোলজিক্যাল মডেলে সৃষ্টিজগৎ এর গুহ্যজ্ঞান লাভের জন্য টেসলার তিনটি তত্ত্ব একমাত্র কাজ করে এজন্য টেসলাও গ্লোরিফাইড হয়েছে ওদের দ্বারা। আধ্যাত্মিক সাধনার পথে চালনার একটা বিশাল লাভ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির আল্লাহর রাস্তায় ফেরত আসবার পথকে বন্ধ করে দেওয়া। সে আগে থেকে কাফের হলেও দ্বীনে প্রত্যাবর্তন এর দ্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়। কারন ওদের বিলিভ সিস্টেম

একদমই মনোথেইজমের বিপরীত মেরুরা। এমনকি এক মুসলিম নামওয়ালা
একজনের আইডি দেখেছিলাম, ওদের পাতানো ফাদে পা দিয়ে কাববালা(আর্ট অব
ন্যাক্রোমেসির ইহুদিদের একটা স্কুল অব টিচিং) চর্চা শুরু করেছে। ইন্না লিল্লাহ!!
এজন্যই ইউটিউবের ৮৫% ভিডিও গুলো ওদেরা আর সেসব ওদের ডিসিপ্টিভ
চিন্তা-দর্শন বহন করে আর কাফেরদের ইউটিউব দিয়ে সেসব ভাইরালকরণ চলছে।
যেকেউ ওদের ফাদে পা দেবেই, যার মাঝে তাওহীদের জ্ঞান নেই। এজন্য এ ফাদের
বিষয়ে সাবধান থাকবেন।

উম্মাহর চলমান দুর্দশার সময়ে এসব নিয়ে আলোচনার সময় সত্যিই নেই। কিন্তু বাধ্য
হয়ে লিখতে হচ্ছে যখন দেখি কিছু ভাই সত্যের প্রচারক অথচ আকাশবিজ্ঞান আর
সৃষ্টি জগৎ এর ব্যপারে ভুল/ মিথ্যা তথ্য প্রচার করছেন, আর মানুষ সেটা গ্রহণ
করছে। এটা মনে রাখা জরুরী যে আমাদের কাফেরদের তথ্যের ব্যপারে সাবধান
হওয়া উচিত। এ আটিকেলটি লেখার উদ্দেশ্য এটা বোঝানো যে সমতল পৃথিবীর
নোশন খ্রিষ্টীয় নয় যে ফেইক অ্যালিগেশন অনেক নির্বোধ করে থাকে এবং বর্তমান
সময়ে এর গ্রহণযোগ্যতা বিশেষ সম্প্রদায়ের মাঝেও কেন্দ্রিকৃত নয়। আর এরপ
বিশ্বাসে অপমানবোধ অথবা নির্ভর্তার কিছু নেই। কিন্তু যারা কুয়োর ব্যাঙ তাদের
জন্য বড়ব্যাঙ থিওরি নিয়ে বসে থাকাই সমীচীন।

উম্মাহর এই ক্রান্তি কালে সৃষ্টিত্ব নিয়ে আলোচনা করটা যৌক্তিক?

বা সমতল পৃথিবী সম্পর্কে জেনে কি লাভ?

সর্বপ্রথমে আমাদেরকে বর্তমান সময়টাকে ভালো করে বিশ্লেষণ করতে হবে। দেখতে
হবে সমস্ত ফেতনার মূলে কে বা কারা আছে? আপনারা সবাই এক কথায় বলবেন,

সমস্ত ফেতনার পিছনে জীন, শয়তান, জায়োনিস্ট (ক্রিপ্টো জিউ) দাজ্জাল ও সিক্রেট সোসাইটি আছে।

আমরা এখন শেষ জমানায় আছি। এই মুহূর্তে একটার পর একটা ফেতনা আসতেই থাকবো মানুষ দিশেহারা হয়ে যাবো। ওলামা হজরতগণও হিমশিম খেয়ে যাবেন। কোনটা ছেড়ে, কোনটা সামলাবেন।

তো, এমন ক্রান্তি কালে সৃষ্টি তত্ত্বের আলোচনাটা কি প্রয়োজনীয়?

উত্তর: অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কারণ, দাজ্জালের অসংখ্য ফেতনার সাথে সৃষ্টির রহস্য জড়িয়ে আছে। আর শেষ জমানায় এমন অনেক ঘটনা ঘটবে, যা সরাসরি সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। কোরআনিক কসমোলজি সম্পর্কে আপনার স্পষ্ট ধারণা না থাকলে এক্ষেত্রে আপনি বড় ধরণের ফেতনায় পতিত হবেন। এখন আসুন দেখি, কি কি বিষয় দাজ্জালের ফেতনার সাথে জড়িত?

১) ভূরাজনীতি (আন্তর্জাতিক রুট ও বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান) বুঝতে হলে আপনাকে সঠিক সৃষ্টি তত্ত্ব বুঝতে হবে।

২) কাফেররা পৃথিবীকে বলাকার ও ছোট বলে অনেক সম্পদকে মানুষের কাছ থেকে লুকাচ্ছে। আল্লাহর দুনিয়াতে সম্পদের যে অভাব নেই সেটা বুঝতে হলে পৃথিবীর ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে।

৩) গ্লোবাল ওয়ার্মিং ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলে কাফেররা মানুষ হত্যা করতে চাচ্ছে। এক্ষেত্রে আপনার পৃথিবীর আকৃতি ও বিশালতা সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত।

৪) চাদ ও মঙ্গোল গ্রহে যাওয়ার গল্ল শুনিয়ে আর স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের কথা বলে আপনার পকেটের টাকা ভ্যাট ও ট্যাঙ্কের নামে সরকারের মাধ্যমে তারা নিয়ে যাচ্ছে আবার আপনাকেই হত্যা করার জন্য ব্যবহার (ফ্রি ভ্যাকসিন পাঠিয়ে বা যুদ্ধ চাপিয়ে) করছে।

৫) ঈমাম মাহদী আসার আগে অনেকগুলো প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটবে। এগুলো ভালো করে বুঝতে হলে সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা চাই।

৬) পূর্ব দিক থেকে ঈমাম মাহদীর বাহিনী বের হবে। এবং বিশাল এক ধোয়া মানুষকে ঘিরে ফেলবে। আবার কেয়ামতের আগে একটি আগ্ন মানুষকে ঐদিক থেকে তাড়িয়ে নিয়ে আসবে। উত্তর দিকে ইয়াজুজ মাজুজ আছে। ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের আলোচনা আছে। এখন এই দিকগুলো বুঝতে হলে আপনাকে জিওসেন্ট্রিক কসমোলজি (ভূমিকেন্দ্রিক সূস্থিতত্ত্ব) বুঝতে হবে। বলাকার পৃথিবীতে আপনি দিক খুঁজে পাবেন না। আর কম্পাসও কাজ করবে না।

৭) দাজ্জাল সূর্যকে আটকিয়ে দিয়ে একদিনকে একবছর বানিয়ে রাখবে। আর এটাতো সূর্য ছোট বলেই সম্ভব হবে। সূর্যের আকার ও অবস্থান সম্পর্কে আপনার যদি সঠিক ধারণা থাকে, তাহলে আপনি এটা দেখে ধোঁকায় পড়বেন না। অন্যরাতো দাজ্জালের এই কারিশমা (বিশাল সূর্যকে থামিয়ে দেয়া) দেখে ঈমান হারাবে।

- ৮) হাদিসে স্পষ্ট করে বলা আছে: কেমামতের আগে সূর্য পশ্চিম থেকে উদয় হবে।
কিন্তু আপনার যদি স্থির ও সমতলে বিছানো পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা না থাকে, তাহলে
আপনি অপবিজ্ঞানের সাথে তাল মিলিয়ে বলবেন, আক্রিক গতি পরিবর্তন হয়ে পৃথিবী
উল্টা ঘূরবে। এই ধারণাটা হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক।
- ৯) সৈসা (আঃ) আকাশ থেকে নেমে আসবেন। ঘূর্ণায়মান ও বলাকার পৃথিবীতে উনি
কিভাবে নামবেন? স্থির ও সমতলে বিছানো পৃথিবীতে নামা সন্তুষ্ট।
- ১০) মানুষের পাপাচার ও জীন শয়তানের উৎপাতের কারণে উক্ষা নিক্ষেপ
(এন্ট্রয়েড) বেড়ে যাবে। এখন বেড়েছেও। আর অপবিজ্ঞানীরা নাসার মাধ্যমে এসব
ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে আপনাদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। তাই আপনাকে আসমান,
জমিন, চাদ, তারা ও সূর্য সম্পর্কে সঠিক এলম অর্জন করতে হবে।
- ১১) কাফেররা আপনাকে চাদ ও মঙ্গলে যাওয়ার স্বপ্ন দেখায়। আপনার যদি সৃষ্টি তত্ত্ব
সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকে তাহলে আপনি এই ফাদেঁ পা দিবেন না। আদূর ভবিষ্যতে
নাসা প্রেমী মানুষ গুলো এসব কান্ডানিক জায়গায় প্লট বুকিং দিয়ে নিজের সম্পদ
হারাবে। আপনি তখন হাসবেন। কারণ আপনি এসব কল্পকাহিনী সম্পর্কে অবগত।
- ১২) নাস্তিকদের উদ্গৃত সব কথায় বিভ্রান্ত হবেন না। যেমন বিগ ব্যাং
থিওরি। এটার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে, এক বিশাল বিস্ফোরণ থেকে আসমান
জমিন একা একাই সৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু আপনি খুব ভালো করেই

জানেন যে এটা একটা ভুয়া তত্ত্ব। কারণ আল্লাহ তায়ালা সুশৃঙ্খলার সাথে ৬ দিনে আসমান জমিন ও এর ভিতরের প্রয়োজনীয় জিনিস গুলোকে বানিয়েছেন।

১৩) মোট কথা স্থির ও সমতলে বিছানো পৃথিবী সম্পর্কে জানলে কাফেরদের অনেক গুলো ষড়যন্ত্রের কথা আপনি জানতে পারবেন। এবং ভবিষ্যতে আর ধোঁকায় পড়বেন না। এছাড়া ঈমানও আরো বেশি মজবুত হবে। ইসলামের প্রতি আপনার মন আরো বেশি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ। তখন ইসলামকে কোরআন, হাদিস ও ইজমা কিয়াস দিয়ে বুঝতে চাইবেন। যুক্তি বা অপবিজ্ঞান দিয়ে নয়।

আপাতত এগুলোই মনে ছিল। এছাড়াও আরো অসংখ্য ফেতনা আছে। যা সরাসরি সৃষ্টি তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। আপনারা যখন গভীর ভাবে স্টাডি করবেন, তখন আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

বিঃ দ্রঃ কারো দ্বিনি কাজকেই ছোট করে দেখা ঠিক নয়। প্রত্যেকের কাজকেই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা চাই। সবাই তো আর সব নিয়ে কাজ করতে পারবে না। কেউ উম্মাহকে লড়াইয়ের ব্যাপারে সতর্ক করবে। কেউ ঝকিয়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে।

কেউ মাছালা নিয়ে। কেউ দেশের অভ্যন্তরীন ইস্যু নিয়ে। কেউ সিক্রেট সোসাইটি,
কেউবা সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের প্রচেষ্টা গুলোকে কবুল করে নিন।

সুতরাং এ কথা না বলা চাই, উম্মাহর এই বিপদে সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে পরে থাকা
অযৌক্তিক। উপরের আলোচনা থেকে তো আপনারা খুব ভালো করেই বুঝে নিলেন
যে, বরং দাজ্জালের ফেণাকে গভীর ভাবে বুঝতে হলে স্থির ও সমতলে বিছানো
জিওসেন্ট্রিক কসমোলজি (ভূকেন্দ্রিক সূস্টিতত্ত্ব) বুঝাটা কত জরুরি। আশা করি
আপনাদের খুব কমন প্রশ্ন দুটোর উত্তর পেয়েছেন। অর্থাৎ উন্মত্তের এমন
সংকট মুহূর্তে এই আলোচনা কর্তৃ যৌক্তিক আর এগুলো জেনেই বা
আপনার কি লাভ?

আর আপনারাও এগুলো নিয়ে একটু ঘাটা ঘাঁটি করুন। তাহলে আপনাদের এলম
আরো মজবুত হবে। আমাদের কথা বিশ্বাস করতেই হবে তা নয়। আপনারা
নিজেরাও যাচাই করুন। সত্য ও বাস্তবতার সাথে আমাদের কথা গুলো মিলিয়ে
দেখুন। প্রয়োজনে এস্তেখারা নামাজ পরে আল্লাহর সাথে পরামর্শ করে নিন। তাহলে
কেউ আপনাকে গোমরাহ করতে পারবেনা, ইনশাআল্লাহ।

হাশরের ময়দানে কি পৃথিবীর আকৃতি নিয়ে কোনো প্রশ্ন হবে?

আমরা যখনই সমতলে বিচানো পৃথিবী নিয়ে কোনো পোস্ট দেই। তখনই কিছু ভাই একটা কমন প্রশ্ন করেন। "এসব ব্যাপারে কি হাশরের ময়দানে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে"? এই ভাই গুলো অন্য জায়গায় বা গ্রন্থে গিয়ে হাবিজাবি পোস্টের বিরুদ্ধে কখনো এমন প্রশ্ন করে বলে মনে হয়না। তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই আমাদেরকে অনুসন্ধিত করার জন্য এসব প্রশ্ন করে। তাদের কথা অনুযায়ী, যদি হাশরের প্রশ্নের দিকে তাকিয়ে কেউ তাদের আলোচনাকে সীমাবদ্ধ করতে চায়, তাহলে আপাত দৃষ্টিতে টপিক্স অনেক সংকীর্ণ হয়ে যায়।

শেষ বিচারের মাঠে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতিটি বান্দাকে ৫টি প্রশ্ন করবেন। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সা. ইরশাদ করেন, সেই দিন ৫টি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কোনো আদম সন্তান তার পা এক কদমও নাড়তে পারবে না; চাই সে নবী হোক কিংবা অলী হোক। সেই ৫ প্রশ্ন হলো নিম্নরূপ। (১) সর্ব প্রথম তাকে প্রশ্ন করা হবে, 'তুমি তোমার সারা জীবন কোন পথে কাটিয়েছো?' (২) এরপর প্রশ্ন করা হবে, 'যৌবনকালে কোন আমল করেছো?' এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু যৌবনে মানুষ সবচে' বেশি কাজ করতে পারে, তার শক্তিও থাকে অফুরান, তাই বিশেষভাবে এ সময়ের হিসাব চাইবেন আল্লাহ তায়ালা। (৩) তৃতীয় ও চতুর্থ প্রশ্ন হবে, 'ধন-সম্পদ কোন পথে উপার্জন করেছো?' (৪) চতুর্থ প্রশ্ন, 'কোন পথে ধন

সম্পদ ব্যয় করেছো?' (৫) পঞ্চম প্রশ্ন, 'দীন ইসলাম সম্পর্কে যতোটুকু জেনেছো,
সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছো। (তিরমিষি)

সুতরাং এর বাহিরে কারোরই আর আলোচনা করা উচিত নয়।

অথচ দেখুন আমাদের আলোচ্য বিষয়কে আমরা প্রথম প্রশ্নের আওতায় ফেলতে
পারি। আমরা প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলতে পারবো। "আল্লাহ, আমরা আপনার সৃষ্টির
গবেষণার (এলম অর্জন) পিছনে সারাজীবন কাটিয়েছি"।

আশা করি উত্তর পেয়েছেন।

বলাকার পৃথিবীর ধারণাটি কি ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক?

(heliocentric cosmology VS geocentric cosmology)

বলাকার পৃথিবী ও সমতলে বিছানো পৃথিবীর বিষয় গুলো পার্থক্য আকারে তুলে ধরার
চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ। আপনারাই তখন বুঝে নিতে পারবেন। তবে, এখানে
কোনো দলিল প্রমান থাকবে না। কারণ দলিল প্রমান অনেক আগেই দেয়া হয়েছে।
খুব সাধারণ আলোচনা দিয়েই বুঝতে পারবেন। আল্লাহ যে জ্ঞান ও মেধা দিয়েছেন,
সেটা ব্যবহার করতে হবে। গতানুগতিক ও প্রচলিত অগবৈজ্ঞানিক গাণিতিক সূত্রের
বেড়াজাল থেকে কিছু সময়ের জন্য আপনাকে বের হয়ে আসতে হবে।

আপনি যদি ছোট বেলায় পড়ে আসা আপনার পাঠপুস্তক থেকে দলিল প্রমান দেয়ার
অপচেষ্টায় আবারো লিপ্ত হন, তাহলে এই পোস্ট আপনার জন্য নয়। আর ওই
জিনিস আমাদেরকে দেখিয়ে লাভ নেই। কারণ ওগুলো তো আমরাও পড়ে
এসেছি। ওই সূত্র গুলো থেকে নিজের মগজকে মুক্ত করে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে
শিখুন। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন, আমিন।

এবার আসুন পার্থক্য গুলো দেখে নেই।

- ১) ইসলাম বলছে পৃথিবী সমতলে বিছানো আর বিজ্ঞান বলছে পৃথিবী বলাকার?
- ২) ইসলাম বলছে পৃথিবী স্থির আর বিজ্ঞান বলছে পৃথিবী ঘূর্ণায়মান?
- ৩) ইসলাম বলছে সূর্য, পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবর্তনশীল আর বিজ্ঞান বলছে পৃথিবী
সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘূরছে?
- ৪) ইসলাম বলছে কেয়ামতের আগে সূর্যই পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে আর
বিজ্ঞান বলছে পৃথিবীর আহিক গতি পরিবর্তন হয়ে পৃথিবীই উল্টা ঘূরে শুরু করবে?
- ৫) ইসলাম বলছে চাঁদের নিজুস্য আলো আছে আর বিজ্ঞান বলছে চাঁদের নিজুস্য
আলো নেই, এটা ধার করা আলো?
- ৬) ইসলাম বলছে পৃথিবীর উপরে গম্বুজ বিশিষ্ট মজবুত আকাশের ছাদ রয়েছে আর
বিজ্ঞান বলছে মহাশূন্যের কথা?

- ৭) ইসলাম বলছে আসমান জমিনকে ৬ দিনে পরিকল্পিত ভাবে সুশৃঙ্খলার সাথে ধাপে ধাপে সৃষ্টি করা হয়েছে আর বিজ্ঞান বলছে বিগ ব্যাং নামক একটা বিস্ফেরণ থেকে বিশ্ব ভ্রান্তের (ভ্রমার আন্ডা) সূচনা?
- ৮) হজরত যুলকারনাইনের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের ভ্রমণের আলোচনা থেকে পৃথিবীর শেষ প্রান্তের ধারণা পাওয়া যায়। সমতলে বিছানো পৃথিবীতে শেষ প্রান্ত পাওয়া সম্ভব। কিন্তু বলাকার পৃথিবীতে শেষ প্রান্ত পাওয়া যায় না।
- ৯) পৃথিবীর কেন্দ্র ভূমি হলো কাবা শরীফ। সমতলে বিছানো পৃথিবীতে কেন্দ্র পাওয়া সম্ভব, কিন্তু বলাকার পৃথিবীতে কেন্দ্র পাওয়া সম্ভব নয়।
- ১০) সমতলে বিছানো পৃথিবীতে দিক নির্ণয় করা সম্ভব কিন্তু বলাকার পৃথিবীতে তা সম্ভব নয়।
- ১১) সমতলে বিছানো পৃথিবীতে গ্রাভিটি তত্ত্বের প্রয়োজন পড়ে না। বলাকার ও ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর জন্য নিউটনের মাধ্যমে মিথ্যা গ্রাভিটি তত্ত্বের আমদানি করা হয়েছে। নিউটনের পরিচয় আপনারা অলরেডি পেয়ে গেছেন। সুতরাং সে যে আমাদেরকে কি উপহার দিবে তাও নিশ্চই বুঝে ফেলেছেন। আর তাছাড়া আপনারা নিজেরাও একটু চিন্তা করলেই গ্রাভিটির অসারতা বুঝতে পারবেন।

শক্তিশালী গ্রাহিটি, পৃথিবীর সব কিছু সহ, ৪ ভাগের ও ভাগ পানিকে ধরে
রেখেছে অথচ মাটিতে পড়ে থাকা এক টুকরো পলিথিন কে ধরে রাখতে
পারে না??

একটি প্রশ্নের উত্তর:

সমতলে বিছানো পৃথিবীকে আল্লাহ আবার হাশরের ময়দানে সমতল করবেন
কেন ? এটা তো সহজ বিষয়। এখন পৃথিবীতে অনেক পাহাড় পর্বত, সাগর নদী, উঁচু
নিচু ভূমি, অট্টালিকা ইত্যাদি অনেক কিছু আছে। এসব কিছুকে আল্লাহ ধ্বংস করে
দিয়ে একদম সমান করে দিবেন। কোনো উঁচু নিচু, পাহাড় পর্বত কিছুই থাকবে না।
টেবিলের মতো সমতল, সমান ও নিখুঁত করে দিবেন।

আরো একটি বিষয় চিন্তা করুন: পৃথিবী পাহাড় পর্বত, জীব জন্ম, মানুষ, পশু
পাখি, বিশাল বিশাল বিল্ডিং, মহাসাগর, ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে ঘুরবে? আর সূর্য
শুধুমাত্র আলো দেয়ার জন্য স্থির হয়ে বসে থাকবে? আল্লাহ তো সূর্যকে বানিয়েছেন
আলো দেয়ার জন্য। সূর্যের কাজ হচ্ছে ঘুরে ঘুরে আলো দেয়া। আপনি অন্ধকার
রুমে টর্চ লাইট দিয়ে আপনার বিছানায় কিছু খোঁজার জন্য লাইট টাকেই এদিক
ওদিকে ঘুরান। বিছানাকে নিশ্চই ঘুরান না ?

আশা করি বিষয় গুলো বুঝতে পেরেছেন। এবার সিদ্ধান্ত আপনার।
আল্লাহ আমাদেরকে দাজ্জালের অপবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ফেতনা থেকে হেফাজত
করুন আমিন।

মুমিনদের সত্য ও সুন্নাহ নির্ভর গবেষণায় এতো আপত্তি কেন?

আল্লাহ আমাদেরকে যেসব বিষয়ে গবেষণা বা চিন্তা ভাবনা করার তওফিক দিয়েছেন, সেগুলো যদি কোনো নামিদামি অপবিজ্ঞানীর গবেষণাপত্র হতো, তাহলে ঠিকই প্রত্যেকটা মানুষ বিনা বাকে মেনে নিতো। শুধুমাত্র মুমিনদের গবেষণা মেনে নিতেই যত আপত্তি। ওদের মিথ্যা আলোকবর্ষ, মিথ্যা পরিমাপ, মিথ্যা দূরত্ব ইত্যাদি আন্ত সব খিওরি মেনে নিতে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু মুমিনদের সুন্নাহ নির্ভর আলোচনা বা গবেষণা (যেমন অশ্ববর্ষ) মেনে নিতে এতো আপত্তি কেন? আমরা কোনো অপবৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের অপবিজ্ঞানী নই বলে?

হে অপবিজ্ঞানপ্রেমী ভাই, ভালো করে শুনে রাখুন। কাফেররা এসব মিথ্যা গবেষণার পিছনে হাজার কোটি ডলার ব্যায় করে। ওদের আছে হাজার হাজার গবেষণা প্রতিষ্ঠান। লক্ষ লক্ষ অপবিজ্ঞানী। আছে সরকারি সমর্থন। আরো আছে, হলিউড, মিডিয়া ও সুপার কম্পিউটার। যা দিয়ে তারা যে কোনো মিথ্যাকে খুব সহজেই সত্য বলে চালিয়ে দিতে পারে। যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু মুমিনদের তো এসব কিছুই নেই। আছে শুধু এলমে লাদুনী। কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক আল্লাহ প্রদত্ত এলম আর অন্তর দৃষ্টি। আপাতত এটুকুই মুমিনদের সম্বল। তা দিয়েই মুমিনরা সাধ্যমতো সত্যকে উন্মোচন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আপনারা যারা সবসময় বিজ্ঞানের আবিষ্কারের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকেন, তারা বিজ্ঞান নিয়েই থাকুন। সমস্যা কি?

কিন্তু তাওহীদপন্থী ও হক্কপন্থী মুমিনদেরকে বার বার বাধা দেয়ার চেষ্টাটা মুনাফেকির
আলামত। তাই অপবিজ্ঞান প্রেমীদের সতর্ক হওয়া চাই। মুমিনদের সাহায্য করতে না
পারলেও বিরোধিতা ও বাধা প্রদান করা থেকে বিরত থাকার আহবান জানাচ্ছি।
আবারো বলছি, কালোজাদুকরদের (অপবিজ্ঞানী) মতো আমাদের বিশাল বিশাল
ল্যাবরোটরি নেই। আমাদের আছে, কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস ও এলমে
লাদুন্নী। যা আমরা এন্টেখারা নামাজ ও তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জন করি (আল্লাহর কাছ
থেকে নামিয়ে নেই)। আমাদের বন্ধু ফেরেন্সারা। আর কাফেরদের বন্ধু শয়তান।
আল্লাহ আমাদের অন্তরঙ্গলোকে অপবিজ্ঞানের মহবৎ থেকে মুক্ত রাখুন। আমিন।

প্রকৃতির বিভিন্ন রহস্য ও সমতলে বিছানো পৃথিবীর বিরুদ্ধে প্রশ্ন:

গবেষকরা প্রকৃতির হাজারো রহস্য এখনো উন্মোচন করতে পারেনি। এতে নিশ্চই
আপনি বলবেন না যে, যেহেতু এসব রহস্য উদ্ঘাটিত হয়নি, সুতরাং গবেষকদের
কোনো অস্তিত্ব নেই। একই ভাবে সমতলে বিছানো পৃথিবীতে কিছু ব্যাখ্যা না
পাওয়াতে আপনি এই কুরআনিক সৃষ্টি তত্ত্বকে অঙ্গীকার করতে পারেন না। অর্থাৎ
কোনো প্রাকৃতিক রহস্যের ব্যাখ্যা না পেলে, স্থির ও সমতলে বিছানো পৃথিবী নিশ্চই
ঘূর্ণয়মান ও বলাকার হয়ে যাবে না।



প্রাকৃতিক রহস্যময় বিষয়গুলো ব্যাখ্যা পাওয়া বা না পাওয়ার সাথে সমতলে বিছানো প্রথিবীর কোনো সম্পর্ক নেই। সব ব্যাখ্যা পেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। সমস্ত ব্যাখ্যা যদি আপনি বিজ্ঞানের আলোকে পেতে চান, তাহলে একসময় আপনার অন্তর বিজ্ঞানের প্রতিই শুন্দাশীল হয়ে উঠবো। ইসলামের প্রতি নয়। আপনার সাবকনশাস (নফস) মাইন্ড আপনাকে দিয়ে এটা করাবো সুতরাং কিছু জিনিস সম্পূর্ণ আল্লাহর দিকে ছেড়ে দিয়ে অন্তরের গভীর থেকে সুবহানআল্লাহ বলতে হয়। কথিত বিজ্ঞানীদের অপব্যাখ্যা দেখে তৃপ্তির চেকুর তুলতে হয়না।

এলমে (আসমানী) লাদুন্নী বনাম বৈজ্ঞানিক (গাণিতিক) জ্ঞান:

বিজ্ঞানের নামে কুফুরী তত্ত্ব গুলোকে বুঝার জন্য বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়া লাগে না।
আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান দিয়েই তা বুঝা যায়। নিউটন জন্মের আগে বিজ্ঞান বলতে কিছু ছিল না। যে যার যার মতো গবেষণা করতো। সুতরাং বিজ্ঞান, ফিজিক্স, কেমেন্ট্রি, কোয়ান্টাম ফিজিক্স, ইম্পিসিবল ফিজিক্স, ইত্যাদি শব্দ গুলো দেখে ভয় বা অতি উৎসাহিত হওয়ার কিছু নেই। তারা সৃষ্টির রহস্য গুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করতো। তাদের মধ্যে ইসলামের আলো না থাকায়, শয়তান তাদেরকে ভুল পথে

নিয়ে গেছে। ল্যাবরোটরিতে বসে বানানো ওসব গাণিতিক সূত্রের উপর এতো আস্থা রাখার কিছু নেই। হা, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায়, পরীক্ষায় পাশ করার জন্য ওগুলোর প্রয়োজন আছে। ব্যাস, এতুকুই। এর চেয়ে বেশি আর এক পয়সার গুরুত্বও নেই, ঐসব ভ্রান্ত তন্ত্র মন্ত্রের।

কাফেরদের বিশাল বিশাল গাণিতিক যুক্তি দেখে পেরেশান হবেন না। ওগুলো কাগজে কলমের অঙ্ক ছাড়া কিছুই না। বাস্তব পৃথিবীতে ওগুলোর কোনো স্থান নেই। মুভি বানানোর জন্য আর নাস্তিক জন্ম দেয়ার জন্য ঐগুলি।

যতদিন আপনি ঐসব বানোয়াট গাণিতিক যুক্তি তর্কের মার প্যাচ অর্থাৎ গতানুগতিক বিজ্ঞানের বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসতে না পারবেন, ততদিন আপনি সত্যকে বুঝতে পারবেন না। সত্যকে বুঝতে হলে আপনাকে নিরপেক্ষ হতে হবে। কিছু দিনের জন্য পাঠপুস্তকের পড়া গুলিকে ভুলে যেতে হবে। আল্লাহ প্রদত্ত মেধাকে স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করতে হবে। মুক্ত ভাবে চিন্তা করতে হবে।

পৃথিবীতে অতীতে যত জ্ঞান ছিল, বর্তমানে যা আছে এবং ভবিষ্যতে যা আসবে, সব জ্ঞান আল্লাহর কাছে আছে। সুতরাং আপনার যেই জ্ঞান প্রয়োজন তা আল্লাহর কাছ থেকে নামিয়ে নিন। তাহাজ্জুদ নামাজ ও তাকওয়া মেইন্টেইনের দ্বারা এ জ্ঞান

আসমান থেকে নামিয়ে নিতে হয়। আল্লাহ সরাসরি আপনার অন্তরে বিশেষ বিশেষ
জ্ঞান বর্ণণ করবেন। এটাকে বলা হয় এলমে লাদুনী।

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে, "ভাই, আপনি কি বিজ্ঞানের ছাত্র? এতো কিছু বুঝেন
কিভাবে?"

আমার উত্তর: "রাবিব জিদনি এলমার বরকতে"। আমি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর
৭ বার রাবিব জিদনি এলমা পড়ি।

আর যেকোনো কিছু পড়ার আগে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ে নেই। এটাই
আমার ইলমের রহস্য।

অনেক ভাই নাস্তিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিজ্ঞানের আশ্রয় নেয়।
বিজ্ঞান দিয়ে কুরআনের আয়াত গুলোকে প্রমান করার চেষ্টা করে। বিজ্ঞানের সাথে
কোরআনের সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য অনেক পরিশ্রম করে। তাদের নিয়ত তো
ভাগো। তারা ইসলামের খেদমত করতে চায়। কিন্তু এটা বুঝতে চায় না, বিজ্ঞান
দিয়ে কখনোই ইসলামের সব কিছুকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। জানাত, জাহানাম, রহ,
কবরে ফেরেন্টাদের আগমন, লাশের চিংকার, আলিফ লাম মিম, জিরাইল (আ)
আকৃতি, আল্লাহর রাসূলের সিনা চাক, এরকম আরো অসংখ্য জিনিস আছে যেগুলো
বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

এখানে এক ভাইয়ের কিছু কথা তুলে দিলাম। কারণ, এই পোস্টটা লিখতে গিয়ে দেখি উনি এটা লিখে ফেলছেন। আসলে মুমিনদের মনের কথা গুলো তো একই। ((আমরা অনেক ভাইয়েদেরকে দেখি তারা সেকুলার অবস্থানে গিয়ে অপবৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে ভুল ধরার চেষ্টা করেন। এজন্য অনেকে বিজ্ঞান শিক্ষারও সবক দেন। আমাদের বুকা উচিত ওদের বিশ্বাস ও চিন্তাধারা তথা অপবিজ্ঞানটা দাঢ়িয়ে আছে ভুয়া কল্পনার উপর, আপনি ওদের জাহাজে উঠে বাতিল করার চেষ্টা করবেন? ওরা দেখবেন নতুন কোন এক্সপ্ল্যানেশান দ্বার করিয়ে দেবে কাল্পনিক থিওরি প্রসবের দ্বারা। আপনাকে ঠিকই রিফিউট করে দেবে। নিউ থিওরি হাইপোথিসিস ও লজিক বানাতে ওদের শনি-মঙ্গল লাগে না। ঠিক একই ভাবে ভক্ত চক্র গান্তিক যুক্তি দেখিয়ে একশভাগ লজিকাল বানায়ে দেবে। সুতরাং, ওদের জাহাজে উঠে ওদের আক্রমনের চিন্তা একবারে আত্মঘাতী। আপনাকে আপনার নিজের জাহাজে দাঢ়িয়ে, নিজেদের কাফেলা থেকে কুফর শির্কের কাফেলায় হামলা করতে হবে। এজন্য ঘন্টার পর ঘন্টা সেকুলার পজিসনে দাঢ়িয়ে ওদের তত্ত্বগুলোকে যেমন গ্রাহিত, অমুক তমুকের ভুল, অযৌক্তিকতা বের করে লাভ নেই, আপনি ওদের দুর্বলতা বের করে দেবেন ওরা ঠিকই দুর্বল পয়েন্ট গুলোর জবাব রেডি করে দিবে।))

সুতরাং বিজ্ঞানের নতুন কোনো তত্ত্ব মন্ত্র বের হলেই, সেটাকে টেনে হিচড়ে ইসলামাইজড করার চেষ্টাটা চরম মাত্রার বোকামি। ওরা তো এখন

আটিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স, অমরত্ব, হাইব্রিড হিউম্যান, জেনেটিক
ইঞ্জিনিয়ারিং, জি এম ও , সেক্স ডল, গর্ভপাত, সমকামিতা, সৃষ্টিকে বিকৃত
করণ, ট্রান্সহিউম্যানিজম, নিজেকে খোদা দাবি ইত্যাদিকে বিজ্ঞানভিত্তিক
বলছে। এখন কি আপনারা এসবকেও কুরআনে আছে বলে প্রমান করার
চেষ্টায় লিপ্ত হবেন?

ভাই আপনারা মানসিক ভাবে পরাজিত হয়ে আছেন। সুতরাং, এসব ছেড়ে
শক্তিশালী মুমিন হন। কুরআনকে কুরআন ও হাদিস দিয়ে প্রমান করুন। কুরআন
থেকে ওদেরকে প্রশ্ন করতে শিখুন। ওদেরকে প্রশ্ন করুন এভাবে, "মানুষের মৃত্যুর
পর কবরের আওয়াজ মানুষ ছাড়া সকল প্রাণী শুনতে পায়। এ ব্যাপারে তোমাদের
বিজ্ঞান তো এখনো কোনো তথ্য দিতে পারে নি। বিজ্ঞানে সেটাৰ ব্যাখ্যা নেই তো
কি হয়েছে? বিজ্ঞান এখনো সেটা আবিষ্কার করতে পারে নি, সেটা বিজ্ঞানের ব্যর্থতা।
হাদিসে যেহেতু আছে, অতএব এটাই সত্য।"। এখন বিজ্ঞান সেটা আবিষ্কার করতে না
পারলে কি মিথ্যা হয়ে যাবে? নাউয়ুবিল্লাহ। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা আজ এমনিই।
কোনো কিছু বিজ্ঞানের সাথে না মিললে হীনমন্যতায় ভোগে। সংশয়ে পড়ে যায়।
অবশেষে নাস্তিকতার পথে হাঁটা শুরু করে।

যুবকদের জন্য পরামর্শ: তোমরা অনেকেই দেখি নাস্তিকদের গ্রুপ গুলোতে
আছো, এবং তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করো। এটা থেকে বিরত থাকাই ভালো।

নয়তো একসময় তুমিও সংশয়ে পড়ে যাবে। তাদেরকে বুঝানো তোমার দায়িত্ব
নয়। তোমার দায়িত্ব হচ্ছে বিশুদ্ধ তাওহীদ, আকিদা ও ফেকার জ্ঞান অর্জন করা।
যা দিয়ে তুমি নিজের ঈমান অন্তত বাঁচাতে পারবে। আল্লাহর রাসূল দাজ্জাল থেকে
দূরে সরে থাকতে বলেছেন। সুতরাং এসব গ্রন্থ থেকে দূরে থাকা চাই। আল্লাহ
আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমিন।

মুত্তাকীদের অন্তদৃষ্টি ও সারা বিশ্বের মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি:

মুত্তাকীরা যখন বলে, পৃথিবী সমতলে বিছানো। তখন বেশিরভাগ মানুষ বলে:
"তাহলে কি সারা বিশ্বের মানুষ ভুল (পৃথিবী বলাকার) বলছে"?

মুত্তাকীরা যখন বলে, করোনা এবং লকডাউন একটা ফাঁদ। তখন বেশিরভাগ মানুষ
বলে: "তাহলে কি সারা বিশ্বের মানুষ ভুল (এতো মানুষ মরছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি)
বলছে"?

মুত্তাকীরা যখন বলে, নাসা একটি ভণ্ড ও প্রতারক সংস্থা। তখন বেশিরভাগ মানুষ
বলে: "তাহলে কি সারা বিশ্বের মানুষ ভুল (এতো স্যাটেলাইট পাঠাচ্ছে, ইত্যাদি
করছে) বলছে"?

ঠিক একই ভাবে,

মুত্তাকীরা যখন বলবে, ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশ করেছে। তখন বেশিরভাগ মানুষ
বলবে: "তাহলে কি সারা বিশ্বের মানুষ ভুল (এতো সন্ত্রাসী, খারেজী, ইত্যাদি)
বলছে"?

মুত্তাকীরা যখন বলবে, দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করেছে। তখন বেশিরভাগ মানুষ বলবে:
"তাহলে কি সারা বিশ্বের মানুষ ভুল (এতো মানবতার বন্ধু, ন্যায়বিচারক, ইত্যাদি)
বলছে"?

মুত্তাকীরা যখন বলবে, ঈসা (আঃ) আত্মপ্রকাশ করেছে। তখন বেশিরভাগ মানুষ
বলবে: "তাহলে কি সারা বিশ্বের মানুষ ভুল (এতো এলিয়েন, অন্য গ্রহ(?) থেকে
আসছে, ইত্যাদি) বলছে"?

এভাবে করেই অধিকাংশ মানুষ মিডিয়ার ধোঁকায় পড়ে দাজ্জালকে আপন করে নিয়ে
আনুগত্য করবে আর ইমাম মাহদী ও ঈসা (আঃ) কে শক্ত ভেবে বিরোধিতা করবে।

ইয়াভ্দী, নাসারা ও মুশরিকদের অনুসরন- অনুকরণের ভয়াবহ পরিণতি

সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল (সাঃ)-এর কঠোর সতর্কবানীঃ

ভূমিকাঃ

মুসলিমেরা ক্রমশ নিজেদের আদর্শ ত্যাগ করে অমুসলিমদের রীতিনীতি অনুসরন
করছে। অশ্লীলতা, নাচ, জ্ঞান, নারী অধিকারের নামে বেহায়াপনা, ভাস্কর্যের নামে

মূর্তিপূজা, মৃতদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা, সেকুলারিজম, থার্টি ফাস্ট,
ভ্যালেন্টাইন ডে ইত্যাদি। এগুলো ছাড়াও মুসলিমেরা সন্তুষ্ট এমন কোনো ক্ষেত্র
নেই যেখানে অমুসলিম কৃষ্ণ-কালচার অনুসরণ করছে না। এমনকি ব্যাবসা,
লেনদেন, বিবাহ, কথাবার্তা, সন্তাসন, পোশাকআশাক ইত্যাদি, সর্বত্রই ইয়াহুদী,
নাসারা ও মুশরিকদের অনুসরণ ও অনুকরণের জোয়ারে গা ভাসিয়ে মুসলিমেরা
নিজেদের স্বকীয়তা বিসর্জনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তাদের দাসে পরিনত হয়ে
যাচ্ছে।

এজকন মুসলিমের কোনো কাজই বৃথা নয়। তাকে যেকোন কাজ করার ব্যাপারে
সতর্ক থাকতে হবে এবং তাঁকে খেয়াল রাখতে হবে যে, এই কাজের মাধ্যমে সে
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারছে কিনা। ইসলাম এমন এক ধর্ম ও মুসলিম এমন
এক জাতি, যার সতত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সেই বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করে কোনো মুসলিম
বিজাতীয় বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে পারে না। একজন মুসলিমের উচিত নিজের দ্঵ীনের
আদর্শ অনুসরণ করা এবং অমুসলিমদের রীতিনীতি ও শিষ্টাচার বর্জন করা। প্রায়
১৪০০ বছর পূর্বেই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) তাদের অনুসরণ ও অনুকরণের ব্যাপারে
কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন।

আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেনঃ ‘’তোমরা
অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থা পুরোপুরি অনুসরণ করবে, প্রতি বিঘতে বিঘতে
এবং প্রতি গজে গজে। এমনকি তারা যদি সাপের গর্তেও ঢুকে, তবে তোমরাও
তাতে ঢুকবো আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ইয়াহুদী ও নাসারাদের
কথা বলছেন? নবী (সাঃ) বললেন, তবে আর কার কথা?’’ বুখারী ৩৪৫৬; মুসলিম
৬৬৭৪-(৬/২৬৬৯)

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিতা তিনি বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেনঃ ‘’অবশ্য অবশ্যই তোমরা তোমাদের আগের লোকদের নীতি-পদ্ধতিকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে অনুসরন করবো আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এরা কী ইয়াহুদী ও নাসারা? তিনি বললেন, আর কারা?’’ বুখারী ৭৩২০

অমুসলিমদের হ্রব্ল অনুসরন কিয়ামতের অন্যতম আলামতও বটেঃ

আবু হৱায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিতা তিনি বলেন, নবী (সাঃ) বলেছেনঃ ‘’কিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত না আমার উম্মত পূর্ব্যুগের লোকদের রীতিনীতি ও আচার-অভ্যাসকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে গ্রহন না করবো বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল! পারসিক ও রোমকদের মতো কি? তিনি বললেন, এরা ছাড়া মানুষের মধ্যে অন্য আর কারা?’’ বুখারী ৭৩১৯

**যারা ইসলামের শক্তি, ইসলাম বিরোধী, ইসলাম অঙ্গীকারকারী ও কাফের তাদের অনুকরন বা অনুসরন বৈধ নয়। অন্তর থেকে তো নয়ই,
বাহ্যিকভাবেও তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন বৈধ নয়ঃ**

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ ‘’আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায় তুমি পাবে না, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধচারীগণকে ভালোবাসে, যদিও সে তাদের পিতা অথবা পুত্র, ভ্রাতা অথবা একান্ত আপনজন কেউ হয়। আল্লাহ এদের অন্তরে ঈমান বন্ধুমূল করে দিয়েছেন, আর নিজের পক্ষ হতে রুহ দিয়ে তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। তাদেরকে তিনি দাখিল করবেন জান্নাতে যার তলদেশ দিয়ে বয়ে চলেছে নির্বারিণী, তাতে তারা চিরকাল থাকবো আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহর দল। জেনে রেখ, আল্লাহর দলই সাফল্যমণ্ডিত’’ মুজাদালাহ ৫৮/২২

অমুসলিম তথা কাফিরদের অনুসরনে মুসলিমেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেঃ

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ "হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য করো তাহলে তারা তোমাদেরকে পিছনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তখন তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে" আলে ইমরান ৩/১৪৯

ইয়াহুদী-নাসারা তথা কাফির ও মুশরিকদের অনুসরনের মাধ্যমে তাদের মতোই হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছেঃ

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ 'যদি তোমরা তাদের কথা মান্য করে চল, তাহলে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে' আন'আম ৬/১২১

'হে মুমিনগণ! যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের একটি দলের আনুগত্য করো, তারা তোমাদের ঈমানের পর তোমাদেরকে কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নিবে' আলে ইমরান ৩/১০০

ইয়াহুদী ও নাসারারা আকাঙ্ক্ষা করে মুসলিমেরা যেন তাদের ধর্মের বা আদর্শের অনুসারী হয়ে যায়ঃ

'ইয়াহুদি ও নাসারারা তোমার প্রতি রাজী হবে না যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের আদর্শ গ্রহন করো। বল- আল্লাহর দেখানো পথই সুপথ এবং তুমি যদি জ্ঞান আসার পরেও ওদের ইচ্ছা অনুযায়ী চল, তাহলে তোমার জন্য আল্লাহর ক্রোধ হতে রক্ষা করার মতো কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না' বাকারাহ ২/১২০

'ওরা বলে- তোমরা ইয়াহুদী বা নাসারা হয়ে যাও, তাহলে সঠিক পথ পাবে' বাকারাহ ২/১৩৫

'তারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষন না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়' বাকারাহ ২/২১৭

‘’কাফিরেরা মুমিনদেরকে বলে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরন করো, তাহলে
আমরা তোমাদের পাপ বহন করতে পারব’’ আনকাবুত ২৯/১২

কাফিরেরা আশা করে মুসলিমেরাও যেন তাদের মতো হয়ে যায়ঃ

“তারা আকাঙ্ক্ষা করে যে, তারা নিজেরা যেমন কুফরী করেছে, তোমরাও তেমনি
কুফরী করো, যাতে তোমরা তাদের সমান হয়ে যাও” নিসা ৪/৮৯

‘’তারা কামনা করে, যদি তোমরা কুফরী করতে! ’’ মুমতাহিনা ৬০/২

কাফিরগণ মুসলিমদের প্রকাশ্য শক্তিৎ

‘’নিঃসন্দেহে কাফিরগণ তোমাদের প্রকাশ্য শক্তি’’ নিসা ৪/১০১

‘’যারা ঈমান এনেছে তাঁদের প্রতি মানুষদের মধ্যে ইয়াহুদ ও মুশরিকদের তুমি
অবশ্য বেশি শক্ততাপরায়ণ দেখতে পাবো আর যারা বলে আমরা নাসারা তাদেরকে
তুমি যারা ঈমান এনেছে তাঁদের জন্য বন্ধুত্বে নিকটতর দেখতে পাবে’’ মায়িদাহ
৫/৮২

‘’তারা তোমাদেরকে জন্ম করতে পারলেই, শক্তির মতো আচরণ করবো আর
তোমাদের অনিষ্ট করার জন্য তারা তাদের হাত ও মুখকে সম্প্রসারিত করবো আর
তারা চাইবে যে, তোমরাও যেন কুফরী করো’’ মুমতাহিনা ৬০/২

**ইয়াহুদী ও নাসারা ও মুশরিকদের অনুসরন করতে মহান আল্লাহ তায়ালা
নিষেধ করেছেন। যারা তাদের অনুসরন করে তারা আল্লাহ তায়ালার অবাধ্য
এবং এরূপ অনুসরনে আল্লাহ ক্রোধাপ্তি হনঃ**

‘’হে মুমিনগণ! তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা কুফরী করে’’ আলে ইমরান
৩/১৫৬

‘’কাজেই তুমি কক্ষনো কাফিরদের সমর্থনকারী হয়ো না’’ ফাসাস ২৮/৮৬

‘’আর কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না’’ কাসাস ২৮/৮৭

‘’আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না’’ রুম ৩০/৩১

‘’বল- আল্লাহর দেখানো পথই সুপথ এবং তুমি যদি জ্ঞান আসার পরেও ওদের ইচ্ছা আনুযায়ী চল, তাহলে তোমার জন্য আল্লাহর ক্ষেত্রে রক্ষা করার মতো কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না’’ বাকারাহ ২/১২০

‘’যদি তুমি তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরও তাদের মনগড়া মতবাদের অনুসরণ করো, সে অবস্থায় তুমিও অবাধ্য দলেরই অন্তর্ভুক্ত হবে’’ বাকারাহ ২/১৪৫

‘’তোমার কাছে জ্ঞান আসার পরেও তুমি যদি তাদে খাহেশের অনুসরণ করো, তবে আল্লাহর মোকাবেলায় তোমার কোনো অভিভাবক থাকবে না’’ রা’দ ১৩/৩৭

‘’হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো, আর কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করো না’’ আহ্যাব ৩৩/১

‘’তুমি কাফির ও মুনাফিকদের কথা মান্য করো না’’ আহ্যাব ৩৩/৪৮

‘’আর তাদের (ইয়াহুদী ও নাসারা) খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না’’ শুরা ৪২/১৫

‘’তাদের মধ্যেকার পাপাচারী অথবা কাফিরের আনুগত্য করো না’’ দাহর ৭৬/২৪

অমুসলিম ও বিজাতীয় আদর্শ বর্জন করা এবং ইসলামের দেয়া আদর্শ অনুসরণ করাই একজন মুসলিমের কর্তব্য। এবং শুধুমাত্র এতেই একজন মুসলিম সার্বিক কল্যাণ লাভ করতে পারে। নতুবা যারা অমুসলিম ও বিজাতীয়দের রীতিনীতি অনুসরণ করবে তারা রাসূল (সাঃ)-এর দলভুক্ত নয়। বরং যাদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণ্য হবেঃ

মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ ‘’আর তোমাদের মধ্যে থেকে যে তাদের সাথে
মিত্রতা করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত’’ মায়িদাহ ৫/৫১

ইবন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি
বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তাদেরই দলভুক্ত গণ্য হবে" আবু দাউদ ৪০৩১
(আলবানি হাসান বলেছেন)

আমর ইবন শু'আইব (রহঃ) হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর বাবা ও দাদার সুত্রে বর্ণিত।
রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ ‘’বিজাতির অনুকরণকারী ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়।
তোমরা ইয়াহুদী-নাসারাদের অনুকরণ করো না। কেননা ইয়াহুদীগণ আঙ্গুলের
ইশারায় এবং নাসারাগণ হাতের ইশারায় সালাম দেয়’’ তিরমিয়ি ২৬৯৫; সাহীহাহ
২১৯৪ (আলবানি হাসান বলেছেন)

সুতরাং মুসলিমদের উচিত একমাত্র তাদের নিজেদের আদর্শ ও শিষ্টাচার পালন করা
আর অনুসলিমদের রীতিনীতি বর্জন করা। মহান আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল (সাঃ)
আমাদেরকে যে আদর্শ শিক্ষা দিয়েছেন তা অনুসরন করা, শুধুমাত্র তাতেই আনন্দ
লাভ করা এবং মহান আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করা একজন মুমিনের
কর্তব্য। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ ‘’বল- আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার বদৌলতে
(যা এসেছে), এজন্য তারা আনন্দিত হোক’’ ইসরাা ১০/৫৮

অন্য আরেক আয়াতে তিনি বলেনঃ ‘’সুতরাং তোমাকে যা দিয়েছি, তা গ্রহন করো
আর শোকর আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হও’’ আ'রাফ ৭/১৪৪

মহান আল্লাহ তায়ালা আমদেরকে হক বুকার তৌফিক দান করুন।

মডারেট ভাইদের মেকাপি ইসলাম বনাম মুত্তাকীদের প্রকৃত ইসলাম:

মডারেট ভাইরা ১৪০০ বছর আগের ইসলামকে কৃৎসিত ও সেকেলে মনে করে, নাউয়ুবিল্লাহ। আর তাই তো অপবিজ্ঞানের মেকাপ দিয়ে পুরোনো (ওদের ধারণায়) ইসলামকে সাজিয়ে গুচ্ছিয়ে কৃতিম সোন্দর্ঘতা দিয়ে কাফের, মুশরিক ও নাস্তিকদের কাছে উপস্থাপন করে বাহবা পেতে চায়।

ঠিক যেমনি বর্তমান সময়ে কালো মেয়েদেরকে (কোন / পাত্রী) মেকাপ দিয়ে বরকে (পাত্র) ধোঁকা দেয়া হচ্ছে। এরাও ইসলামকে মেকাপ দিয়ে উম্মতকে ধোঁকা দিচ্ছে।

অন্যদিকে মুত্তাকী মুমিনরা ইসলামকে তার নিজস্ব এবং আসল সোন্দর্ঘতায় প্রকাশ করতে বন্ধপরিকরা। ঠিক যেমনটা ছিল ১৪০০ বছর আগো এবং সাহাবীরা যেমন কাফেরদের রাজমহলে, ছিড়া ফাটা জামা পরে প্রকৃত ইসলামের দাওয়াত নিয়ে তুকে পড়তেন। মুত্তাকী মুমিনরাও ঠিক একই ভাবে সাদামাটা শক্তিশালী ইসলামকেই বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে। অপবিজ্ঞানের ধার ধরে না। বিজ্ঞান আর আধুনিকতার মোড়কে পেঁচিয়ে বিকৃত করে, মানুষকে গিলিয়ে যশ খ্যাতি অর্জন করেন।

সুতরাং এই দাজ্জালি অপবৈজ্ঞানিক ফেতনার জমানায় মেকাপি ইসলামকে চিনার চেষ্টা করুন, সেখান থেকে বের হয়ে আসুন এবং প্রকৃত ইসলামে ফিরে আসুন।

রাজা ও শিশুর গল্প এবং বর্তমান মডারেট মুসলিমদের অবস্থা:

রাজা ও শিশুর পুরানো গল্পটা তো আপনারা জানেনই। তবু হালকা একটু বলছি।

এক রাজা, তার রাজ্যের দর্জিকে দেকে বললেন: সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের একটি জামা বানিয়ে দিতে হবে। দর্জি অনেক দিন পরে এসে বললো, রাজা মশাই আপনার জন্য বিশেষ একটি জামা বানিয়ে এনেছি। কিন্তু এটা সবাই দেখতে পাবেন। শুধুমাত্র বুদ্ধিমানেরাই দেখতে পাবে। দর্জি সফরে ওই জামাটা রাজাকে পড়িয়ে দিলো। সবাই দেখলো রাজা প্রকৃতপক্ষে কিছুই পড়ে নি। নগ্ন। কিন্তু বোকা বা লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়ে কেউ সে কথা বলতে পারলোনা। এমনকি রাজাও না।

অতঃপর রাজা সেই জামা পড়ে, রাজ্য ঘূরতে বের হলেন। সবাই রাজাকে নগ্ন অবস্থায় দেখলো কিন্তু কেউ কিছু বললো না। হঠাতে এক পিচ্ছি ছেলে বলে বসলো:

হায় হায় রাজা তো কিছুই পরে নি। রাজা তো নেংটো।

এটা শুনার পর রাজার সম্বিধি ফিরে এলো, এবং বুঝতে পারলো যে, দর্জি তাকে ধোঁকা দিয়েছে।

এবার এই ঘটনাটা আধুনিক (বর্তমান) দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চিন্তা করুন।

দর্জির জায়গায় নাসা বা বিজ্ঞানকে বসান। রাজার জায়গায় মডারেট (রান্ড)

ক্ষলারদেরকে বসান। প্রজার জায়গায় মডারেট মুসলিমদেরকে বসান। আর ওই
চেলের জায়গায় হকপত্তী মুমিনদেরকে বসান।

আজ তো অবস্থা এমনি। নাসা আর বিজ্ঞান যা বলছে, তা সত্যতা যাচাই করা ছাড়াই
মেনে নেয়া হচ্ছে। অনেকে বুঝেও দাজ্জালের ভয়ে মুখ খুলছেন। অপরদিকে অল্প
কিছু মুমিন বান্দা দুঃসাহসিকতার সাথে সত্যকে প্রচার করে যাচ্ছে, আলহামদুল্লাহ।
ওই ঘটনাটার সাথে পার্থক্য শুধু এতটুকুই যে, ছোট ছেলেটির আওয়াজে রাজা
নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলো। কিন্তু বর্তমানে এতো আওয়াজের পরেও
মোডারেটদের সম্বিধি ফিরে আসছেন। তারা নাসা ও অপবিজ্ঞানের, স্পষ্ট ধোঁকা ও
প্রতারণা গুলোকে দেখেও না দেখার ভান করে আছে।

কুরআন হাদীসই যথেষ্ট, নাকি বিজ্ঞানও লাগবে??

যারা বিজ্ঞানের অরিজিন সম্পর্কে জানেন এই পোস্ট তাদের জন্য। ইদানিং বিজ্ঞানের
এই ফেতনা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যেও। তারা বলে:
"শুধু কুরআন হাদীস জানলেই হবে না. বিজ্ঞানও জানতে হবে. কুরআন হাদিসের
বাহিরে আমরা কিছুই জানি না. তাই আমরা পিছিয়ে গেছি. উন্নতিও করতে পারছি
না". এ কথা শুধু তাদের নয়, এটা এখন সব মডারেট দ্বীনদারদেরও কথা. সবাই

এখন বিজ্ঞানের গাড়িতে উঠে এগোতে চায়. ভালো কথা. খুবই ভালো কথা. এই দুনিয়ায় চলতে হলে বিজ্ঞান লাগবে. বিজ্ঞান ছাড়া অগ্রগতি সম্ভব নয়.

কিন্তু আমি যদি বলি বিজ্ঞান ছাড়া পুরোপুরি চলা সম্ভব????!!!! উন্নয়ন সম্ভব, অগ্রগতি সম্ভব, সবকিছু সম্ভব. এক মুহূর্তের জন্যও বিজ্ঞান লাগবে না. মানতে পারবেন?? পারবেন না.

কিহ?? খুব হাসি পাচ্ছে, তাই নাহ?? পাবেই তো কোরআন হাদিসের মর্মার্থ তো বুঝতেই পারেন নাই, তাই বলছেন, শুধু কুরআন হাদিস দিয়ে হবে না. সাহাবীদের (রাঃ) জীবনের দিকে তো ভালো করে তাকান নাই, তাকাইছেন বিজ্ঞানীদের জীবনীর দিকে. আল্লাহর কচম, শুধু কুরআন হাদিস দিয়েই সব সম্ভব. সব, সব, সব.

এখন বলবেন, কুরআন হাদিস দিয়ে আমরা কিভাবে বিণ্ডিং বানাবো? কিভাবে বিমান, জাহাজ, ট্যাংক, রাস্তা, সেতু ইত্যাদি ইত্যাদি বানাবো? কিভাবে চিকিৎসা শিখবো?? এসবের ফর্মুলা তো আমাদেরকে বিজ্ঞান থেকে নিতে হবে. এগুলো তো কোরআনে নেই.

হাহ, ঠিকই বলছেন. চিন্তার বিষয়!!!

আচ্ছা সাহাবীরা (রাঃ) এসব ফর্মুলা কোথা থেকে নিছিলেন?? বন্ধ্যা নদীতে ড্রেজার দিয়ে খনন করা ছাড়াই পানি ফিরিয়ে নিয়ে আসা, আগ্রেয়গিরির আগ্নেয়কে ফায়ার সার্ভিস ছাড়া আবার গুহায় ফিরিয়ে দেয়া, শত মাইল দূরে স্যাটেলাইট ছাড়া কথা পৌছিয়ে দেয়া, আকাশ থেকে নাসাকে ছাড়া বৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে আসা, মৃত বাচ্চাকে অপারেশন ছাড়া জীবিত করা, জাহাজ ছাড়া পানির উপর দিয়ে চলে যাওয়া, বাঘকে রেঞ্জিউ টিম ছাড়া চর দিয়ে বনে পাঠিয়ে দেয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি কিভাবে

করেছিলেন.? তাদের কাছে তো বিজ্ঞান ছিল না. তাহলে কিভাবে করলো তারা এসব??

তাদের কাছে ছিল কোরআন ও হাদিস এবং এখলাস ও ইয়াকিন. এখন আবার বলবেন আমরা তো সাহারী না. আমরা কি আর ওই সাহায্য পাবো? তাহলে এবার বাদশা হারুন ওর রশিদের ছেলের ঘটনা শুনুন. সে পাথিকে ডাক দিয়েছে পাথি তার হাতে চলে এসেছে. একাই কোনো ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া বিল্ডিং তৈরির কাজ করতো. ইট গুলো নিয়ে রাখতো আর ওগুলো একা একাই ধাপে ধাপে বসে যেত.

এখন আবার বলবেন, আমাদের তো আর ওই তাকওয়া, এখলাস বা ইয়াকিন কিছুই নাই. আমরা কি ওই সাহায্য পাবো?? অবশ্যই পাবো. আল্লাহর সাহায্য প্রত্যেক মুমিনের জন্য.

আপনি বিজ্ঞান শিখতে যেই সময়, শ্রম, মেধা ও অর্থ খরচ করবেন, তা কোরআন হাদিসের জ্ঞান ও তাকওয়া অর্জনের পিছনে ব্যায় করুন. একজন মানুষ ৪০/৫০ বছর পরিশ্রম করে বিজ্ঞানী (কাবালিস্ট / জাদুকর) হবে. শয়তানের সাহায্য নিয়ে নতুন নতুন আবিষ্কার করবে. আর আপনি তাকওয়া অর্জন করে মুত্তাকী হবেন এবং আল্লাহর সাহায্য নিয়ে সব করে ফেলবেন, সব. আপনার সব জরুরত আপনি আল্লাহর কাছ থেকে পূরণ করে নিবেন.

আমি, আপনি হয়তো আর পারবো না, কিন্তু আমাদের সন্তানদেরকে তো এভাবে গড়ে তুলতে পারবো. বিজ্ঞানও (জাদু) লাগবে এই মানসিকতা বাদ দেন. সন্তানকে ভালো করে কুরআন হাদিস শিখান. বিকৃত প্রজন্ম থেকে সমাজকে বাঁচান.

মুসলমানদের পশ্চাদপদতা জ্ঞানতাত্ত্বিক না; রাজনৈতিক:

জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে থাকার কারণে মুসলিমরা পিছিয়ে আছে- এইটা একটা মিথ্যা

কথা। মুসলমানদের পশ্চাদপদতা জ্ঞানতাত্ত্বিক না; রাজনৈতিক। উল্টো জ্ঞান-

বিজ্ঞানে পিছিয়ে থাকার কারণটাও রাজনৈতিক।

পাকিস্তানের পারমানবিক আছে- তাই উম্মাহ'র সবারই সেই পারমানবিক শক্তির অধিকারী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একটা রাজনৈতিক ভূ-সীমানা থাকার কারণে এটা পাকিস্তানের সম্পদ হয়ে আছে, পাকিস্তানের নাস্তিকেরও সম্পদ এটা।

মুসলমানদের বড় বড় বিজয় গুলিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ফুটানী অতটা ছিল না। বরং অসাধারণ রাজনৈতিক স্টেবিলিটি থাকার কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি

হইছিল।

মুসলমানদের সবগুলি বড় বড় বিপর্যয় রাজনৈতিক। একটাও জ্ঞানতাত্ত্বিক না। প্রাকৃতিক, সামরিক ও অন্যান্য সব রিসোর্সই মুসলানদের আছে। শুধু সীমারেখা, ভেদরেখা বাদ দিয়া কল্পনা করেন। আল্লাহ মুসলমানদের এই দুর্যোগের মুহূর্তেও যা কিছু নেয়ামত দিয়ে রেখেছেন তার সবটাকে ঘাস্ট উম্মাহ'র সম্পদ ভাবেন।

দেখবেন এই মুহূর্তেও ইসলামই বিজয়ী শক্তি।

সূরা আল ইমরানে আল্লাহ বলেছেন “তোমরা পরস্পর শক্ত ছিলো। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, এখন তোমরা তাঁর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ। তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলো”

এই “সাবেক শক্তি” ভাইয়েরাই একসময় বিশ্ব জয় করেছিল। আহামরি পাণ্ডিত্য

তাদের ছিল না।

রোজার মাস কত দিনের - এইটা বুঝাইতে গিয়া রাসূল (স) হাতের আঙুল দিয়া দেখাইলেন আর বললেন, ”আমরা নিরক্ষর জাতি, লেখতেও পারিনা না, হিসাবও জানি না। রোজা হচ্ছে এমন ও এমনা” হাতের আঙুল দিয়ে দেখালেন যে ২৯ টা অথবা ৩০ টা হবে।

("إِنَّا أُمَّةٌ أُمِيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَذَا وَهَذَا")

রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান না হইলে অক্সফোর্ড, MIT কিনে ফেললেও যে তিমিরে আছি সেই তিমিরেই থাকব আমরা। “হিংসা-বিদ্রোহ” ইউনিভার্সিটি দিয়া বিজয় আসবে না মুসলিমদের।

আবারও - সমস্যা জ্ঞানতাত্ত্বিক না, রাজনৈতিক!

পৃথিবী কত প্রকার? (নাসা বনাম কুরআন)

নাসা ও বিজ্ঞানের থিওরি অনুযায়ী, পৃথিবী আপাতত ৪ প্রকার।

- ১) বলাকারা।
- ২) পেয়ারাকারা।
- ৩) ডিম্বাকারা।
- ৪) কমলাকারা।

ভবিষ্যতে হয়তো আরো কিছু আকার পাওয়া যাবে।

আর, কুরআন ও হাদিসের আলোকে পৃথিবী ১ প্রকার।

সমতলে বিছানো বিশাল, প্রশস্ত এবং বিস্তীর্ণ জমিন।

এবার সিদ্ধান্ত আপনারা আপনি কোনটা বেছে নিবেন?

বিজ্ঞানাত্মদের দ্বারা প্রচারিত কিছু প্রচলিত কুসংস্কার:

- ১) মুন ল্যান্ডিং (চাঁদে অবতরণ) |
- ২) মঙ্গল গ্রহে বিচরণ |
- ৩) মহাকাশ ভ্রমণ।
- ৪) ব্ল্যাক হোল।
- ৫) গ্যালাক্সি।
- ৬) নীহারিকা।
- ৭) বিগ ব্যাং।
- ৮) বিগ ক্রান্তি।
- ৯) পৃথিবী বলের মতো গোলাকার (অর্থাৎ বলাকার) |
- ১০) পৃথিবী ঘূর্ণযনশীল।
- ১১) চাঁদের আলো প্রতিফলিত।
- ১২) সূর্য পৃথিবী থেকে অনেক বড়।
- ১৩) সূর্য পৃথিবী থেকে অনেক অনেক (১৫ কোটি মাইল) দূরে।

১৪) বিবর্তনবাদ।

১৫) গ্লোবাল ওয়ার্মিং।

১৬) আদিম (আদম আঃ) মানুষেরা কথা বলতে পারতোনা।

১৭) গ্রাভিটি, এন্টি গ্রাভিটি বা জিরো গ্রাভিটি।

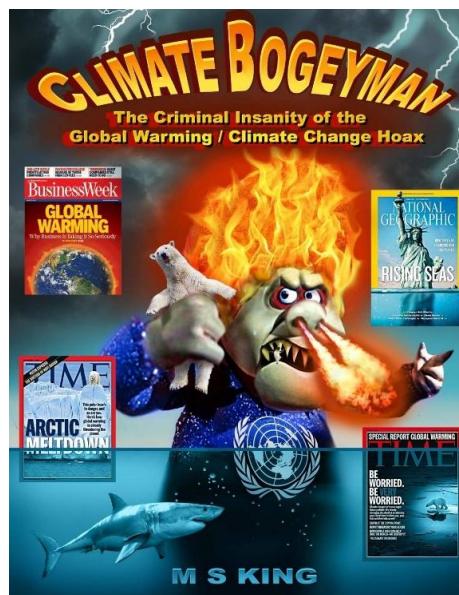
"300 million years"



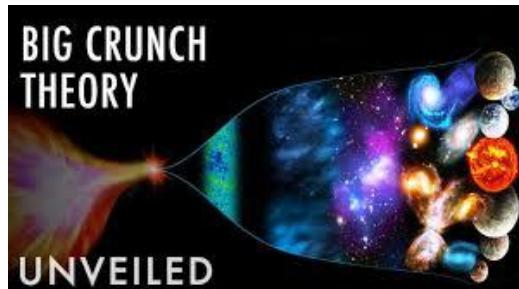
Where is the evolution?

⚠ As you can see with your own eyes
evolution is a religious lie
taught by atheists in hope that you
will not believe in God as creator ⚡

There NEVER was any evolution



ইত্যাদি ইত্যাদি এরকম শত শত কুসংস্কার, বিজ্ঞানাঙ্কদের দ্বারা আমাদের সমাজে ছড়িয়ে গেছে। এসব কুসংস্কার থেকে আমাদের সমাজকে মুক্ত করতেই হবে।



প্রত্যেক তাওহীদবাদী মুমিনের জন্য এসব কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকা চাই।

সমতলে বিছানো পৃথিবীর বাংলাদেশ থেকে দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার

কাঞ্চনজঙ্গু (হিমালয়), উত্তরবঙ্গে পর্যটকদের ভিড়:

<https://www.bbc.com/bengali/news-54768777>

তেঁতুলিয়া থেকে হিমালয়, কাঞ্চনজঙ্গু অবলোকন

[https://www.ntvbd.com/travel/166857/%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%99-%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%BE-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%A8](https://www.ntvbd.com/travel/166857/%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%99-%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%BE-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%A8)

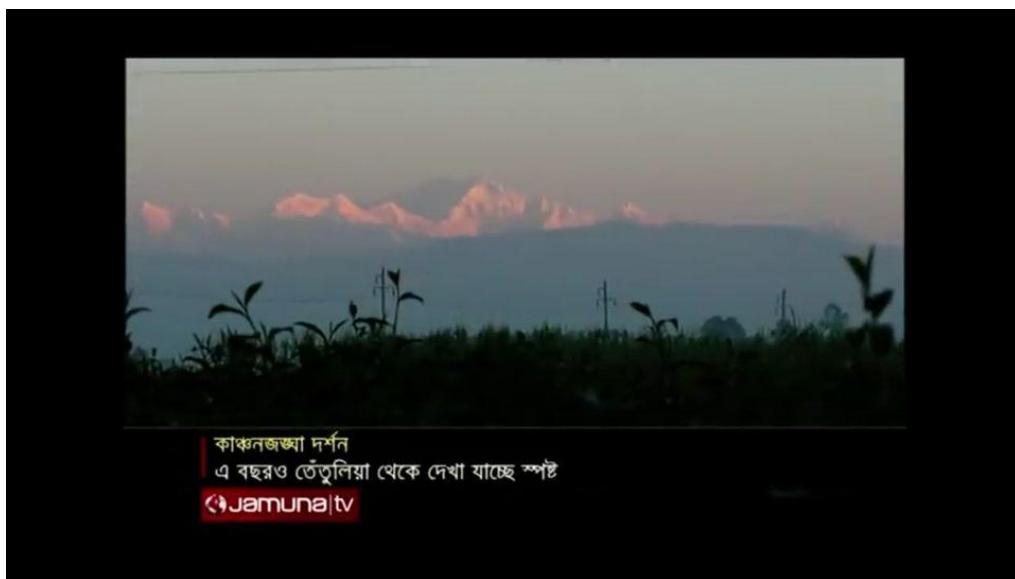
পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া থেকে দেখা যাচ্ছে অপরূপ

কাঞ্চনজঙ্গু

<https://bangla.dhakatribune.com/bangladesh/2019/11/01/16581/%E0%A6%AA%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%97%E0%A7%9C%E0%A7%87%E0%A6%BE-%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%81%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A7%9F-%E0%A6%BE-%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%BE-%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A6%9E%E0%A6%9B%E0%A7%82%E0%A6%AA-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%9E%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%99-%E0%A7%8D%E0%A6%98%E0%A6%BE>

তেঁতুলিয়ায় উঁকি দিয়েছে কাঞ্চনজঙ্গু!

<https://banglanews24.com/national/news/bd/820730.details>



কাঞ্চনজঙ্গা - উইকিপিডিয়া
bn.wikipedia.org



পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া থেকে দেখা যাচ্ছে অপরাপ কাঞ্চনজঙ্গা | ...
bangla.dhakatribune.com



তেঁতুলিয়ায় উঁকি দিচ্ছে হিমালয় ও কাঞ্চনজঙ্গা
banglatribune.com



পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া থেকে দেখা যাচ্ছে অপরাপ কাঞ্চনজ...



কাঞ্চনজঙ্গা: অনুপম সৌন্দর্যের এবং পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম পর্বতশৃ...



কাঞ্চনজঙ্গা দেখতে তেঁতুলিয়া | নাগরিক



SILVIA NAZNEEN

ঠাকুরগাঁও থেকে কাঞ্চনজঙ্গার এই ছবিটি তুলেছেন সিলভিয়া নাজনীন

বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলা থেকে এই বছর বেশ পরিষ্কারভাবে কাঞ্চনজঙ্গা
পর্বতশৃংঘ দেখা যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখার জন্য অনেকেই এসব জেলায় ভিড় করছেন। ফেসবুকেও

অনেক ভাই বলতো: "পৃথিবী যদি সমতল হয়, তাহলে বাংলাদেশ থেকে হিমালয় দেখা যায়না কেন?" আল্লাহ তাআলাই তাদের কে বাস্তব প্রমান দিয়ে দিয়েছেন। এর পরেও একদল মানুষ সিরাতুল মুস্তাকীমে আসবে বলে মনে হয়না। অতীতেও এমন অনেক মানুষ ছিল, যারা চাক্ষস প্রমান দেখার পরেও সত্যকে গ্রহণ করেনি। আফসোস তাদের জন্য। আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েতের উপর অটল রাখুন।

আমিন।

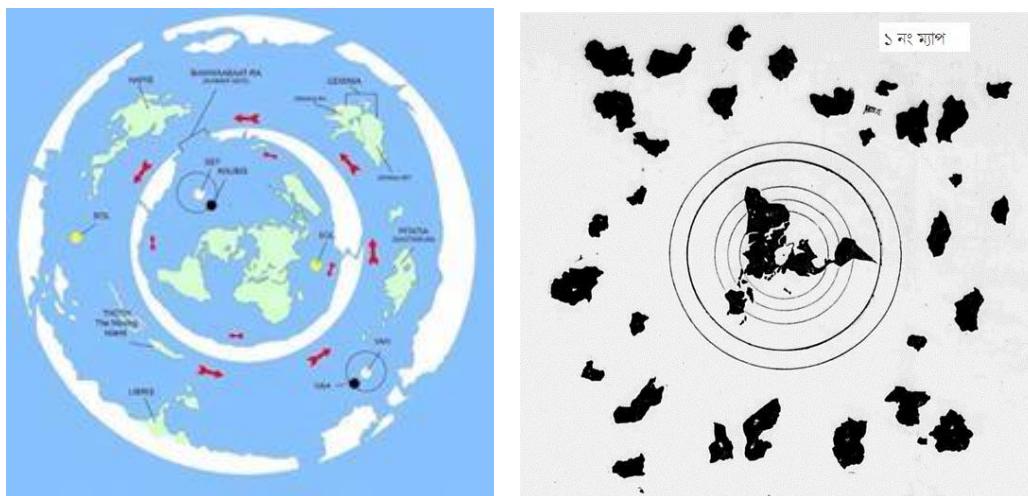
যারা পারেন গিয়ে সচক্ষে দেখে আসুন আর নিজের ঈমানকে আরো বেশি মজবুত করে নিন।

হজরত যুলকারনাইনের পৃথিবী ভ্রমণ: সন্তাব্য উদয় ও অস্তাচল।

সূরা কাহাফ অনুযায়ী আমরা জানতে পারি, হজরত জুলকারনাইন পৃথিবীর ৩ দিকে ভ্রমণ করেছিলেন।

- ১) একদম পশ্চিম প্রান্তে অর্থাৎ সূর্যের অস্তাচলে।
- ২) একদম পূর্ব প্রান্তে অর্থাৎ সূর্যের উদয়াচলে।
- ৩) উত্তরে, পাহাড়ি গিরিপথে।

আজকে আমরা আল বিদায় ওয়ান নেহায়া এবং তাফসীরে ইবনে কাসীরের আলোকে
এই দিক গুলোকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ। এক্ষেত্রে ২টা মাপের
সহযোগিতা নিবো। একটা হলো আমাদের চেনা জানা ম্যাপের বাহিরে অন্য পৃথিবীর
ম্যাপ। আরেকটা হলো আমাদের চেনা সমতল পৃথিবীর জাতিসংঘের ম্যাপ। যদিও
এই ম্যাপ গুলো একটাও ইসলামের সাথে পরিপূর্ণ রূপে সামঞ্জস্য পূর্ণ নয়। তবু
আপাতত কাজের সুবিধার্থে এই ম্যাপগুলোকেই সামনে রাখতে হবে।



প্রথম ম্যাপ টাকে যদি আমরা ধরি, অর্থাৎ বিশাল বিস্তীর্ণ ওই ম্যাপ। তাহলে আর ভূমি
গুলো খুঁজে বের করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আল্লাহ আলম বলে ছেড়ে দিতে
হবে। কারণ ওখান পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান পৌঁছায় নি। ওখানে সূর্যের আওয়াজ
পাওয়া যায়, এবং ১২ হাজার দরজা আছে।

আর দ্বিতীয় ম্যাপটা (জাতিসংঘের) যদি নেই তাহলে ভূমি গুলো খুঁজে পাবার একটা
সুযোগ আছে।

জুলকারনাইন ভ্রমণ করতে করতে একদম পশ্চিম প্রান্তে চলে গিয়েছিলেন।

সেখানে গিয়ে তিনি সূর্যকে কালো পানিতে ডুবে যেতে দেখেছিলেন। এবং এক জাতির দেখা পেয়েছিলেন। ইবনে কাসীর (র) বলেছেন: এটা পশ্চিম আটলান্টিকের খালিদাত দ্বীপপুঞ্জ (হয়তো আজকের ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অর্থাৎ রেড ইন্ডিয়ান জাতি)। যার পরে আর কোনো ভূমি নেই।



এবার দ্বিতীয় ম্যাপটা ভালো করে দেখুন। ব্রাজিলের দক্ষিণ অংশটুকু পশ্চিম দিকে
পড়েছে (ওয়েস্ট ইন্ডিজও এখানে)। আমরা জানি ব্রাজিলে জংলী (নগ) উপজাতি
বসবাস করে, (অনেকটা জুলকারনাইন যেমনটা দেখেছিলেন তেমনি)।



সেখানে একটা হৃদের পানি ফুট্ট পানির মতো টগবগ করে (হয়তোবা সূর্য ওখানের
কর্দমাত্র পানিতে ডুবে যায়)। আর মাশরিক বলতে মূলত ইসলামে মরক্কোকে

বুঝানো হয়। আবার মিশরে পিরামিডের মধ্যে দিয়ে সূর্যকে ডুবে যেতে দেখা যায়।
তাহলে কি ব্রাজিলের শেষ প্রান্তটিই সেই ভূমি? আপ্লান্ট আলম।



এবার চলুন আমরা ২য় দিকে অর্থাৎ সূর্যের উদয়চলে রওয়ানা দেই।

জুলকারনাইন চলতে চলতে একবারে পূর্ব দিগন্তে সূর্যের উদয়চলে গিয়ে হাজির
হলেন। এবং সেখানে এমন এক জাতিকে পেলেন, যারা সূর্য থেকে নিজেকে রক্ষা
করতে পারে না। সূর্য উদয় হলে ওরা পানিতে নেমে যেত। ওদের প্রধান খাবার ছিল
মাছ। ওরা এক কান বিছিয়ে, ওপর কান গায়ে দিয়ে ঘুমায় (দুর্বল বর্ণনা)। ওদের
শরীরের রং ছিল লাল। (মজার ব্যাপার হলো মানুষ এই জাতিটাকে ইয়াজুজ
মাজুজ মনে করে, ভুল। ওরা একেবারে পূর্ব প্রান্তের জাতি)। ইয়াজুজ মাজুজ ছিল
উত্তর দিকে। এবার আসুন ম্যাপের সাথে মিলাই। প্রদত্ত ম্যাপ অনুযায়ী সূর্য উদয়ের

দেশ হলো অস্ট্রেলিয়া। জাপান নয়। আর অস্ট্রেলিয়াতেও অনেক আদিবাসী আছে
যাদের প্রধান কাজ মাছ শিকার। এবং এদের গায়ের রংও লাল। তাহলে
আমরা সন্তান্ত উদয়াচল পেয়ে গেলাম।



এবার চলুন তয় পথে / দিকে। জুলকারনাইন এবার তৃতীয় একটি অঞ্চলে গিয়ে
হাজির হলেন। ঐতিহাসিক, গবেষক ও ওলামাদের মত্ হচ্ছে সেটা উত্তর দিক।
এক পাহাড়ি গিরি পথ। সেখানে গিয়ে তিনি পেলেন ইয়াজুজ মাজুজ কে।

ইয়াজুজ মাজুজের আলোচনা অনেক করেছি। আর নয়। আশা করি উদয়াচল ও
অস্তাচলের ব্যাপারে কিছুটা ধারণা পেয়েছেন। তবে এটা শুধুই আমার গবেষণা।
এটাই যে ঠিক, তা বলছি না। ভুল হলে ক্ষমাপ্রার্থী। পথভ্রষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে
সাহায্য চাই।

মায়া সভ্যতা ও হজরত যুলকারনাইনের শান্তি প্রদান:

فَأَبْعَثَ سَبَّابًا

অতঃপর তিনি এক কার্যোপকরণ অবলম্বন করলেন। [সুরা কা'হফ ১৮:৮৫]

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَعْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا
فُلَّا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَنْخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا

অবশেষে তিনি যখন সুর্যের অস্তাচলে পৌছলেন; তখন তিনি সুর্যকে এক পক্ষিল
জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন।
আমি বললাম, হে যুলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শান্তি দিতে পারেন অথবা
তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। [সুরা কা'হফ ১৮:৮৬]

فَالَّذِي أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ تُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكَرًا
তিনি বললেনঃ যে কেউ সীমালঙ্ঘনকারী হবে আমি তাকে শান্তি দেব। অতঃপর তিনি
তাঁর পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবেন। তিনি তাকে কঠোর শান্তি দেবেন। [সুরা কা'হফ
১৮:৮৭]

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلْهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا
এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে কল্যাণ এবং
আমার কাজে তাকে সহজ নির্দেশ দেব। [সুরা কা'হফ ১৮:৮৮]

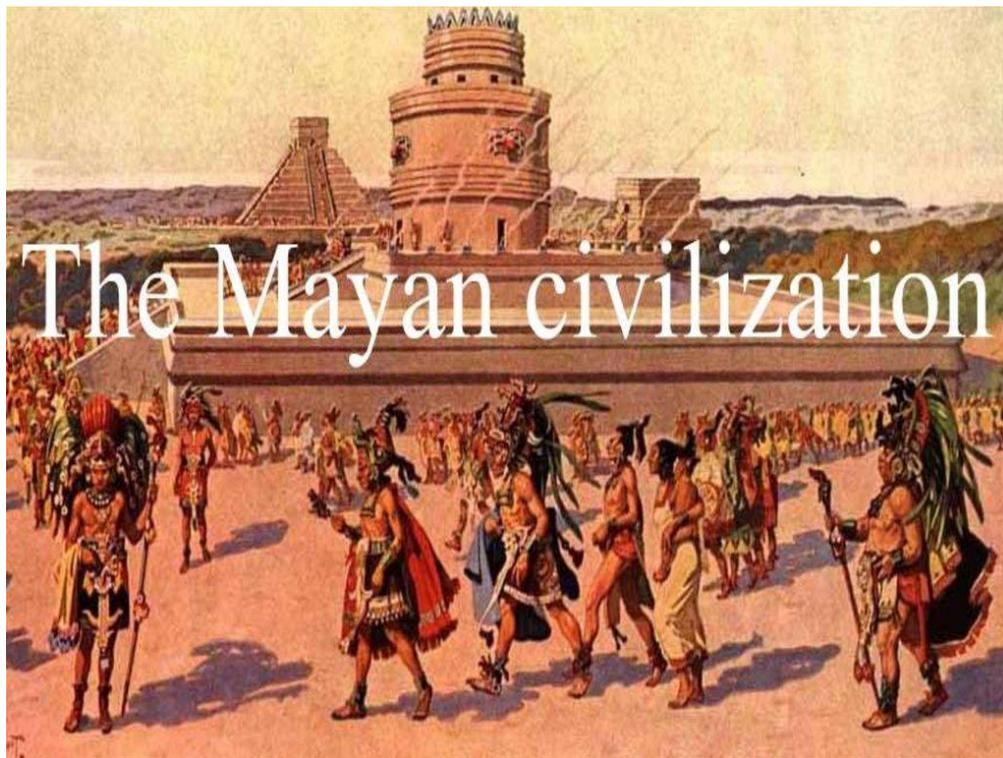
মায়ানদের ভৌগোলিক অবস্থান :

জন লয়েড স্টিফেনস এবং ফ্রেডরিক ক্যাথার্ড ১৮৪০ সালে মায়াদের আবিষ্কার
করেন। মায়ানরা ছিলো সাংস্কৃতিক দিক থেকে গতিশীল এবং মেসো
আমেরিকার মধ্য অন্যতম পরাক্রমশালী জাতি। মায়াপানের প্রাচীন শহর

“ইউকাতান” থেকে “মায়া” শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে। আর এই ইউকাতানই হচ্ছে মায়ান সাম্রাজ্যের শেষ রাজধানী খ্রিষ্টপূর্ব (২০০০-২৫০ খ্রিষ্টাব্দ)। এ সভ্যতা টিকেছিল প্রায় ২০০০ বছর। প্রায় ৮০০০ বছর পূর্বে বর্তমান ইংল্যান্ডের দ্বিগুণ জায়গা জুড়ে মায়া সভ্যতা বিস্তৃতি লাভ করেছিল। গুয়েতোমালায় প্রায় ৫০ লাখ লোক বসবাস করতো বলে ধারণা করা হয়। তবে নতুন এক গবেষণা থেকে ধারণা করা হচ্ছে যে, জনসংখ্যা প্রায় এক থেকে দেড় কোটি মায়ানের বাস ছিলো ২১০০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এলাকা জুড়ে।

মধ্য আমেরিকার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মায়া সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

গুয়েতোমালা, বেলিজ, সালভাদের, পশ্চিম হন্দুরাস, কেন্দ্রীয় মেক্সিকোর তাবাক্সে জুড়ে এ সভ্যতা প্রসারিত ছিলো। তবে মায়ানরা এখনো পৃথিবীর বুক থেকে পুরোপুরিভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।

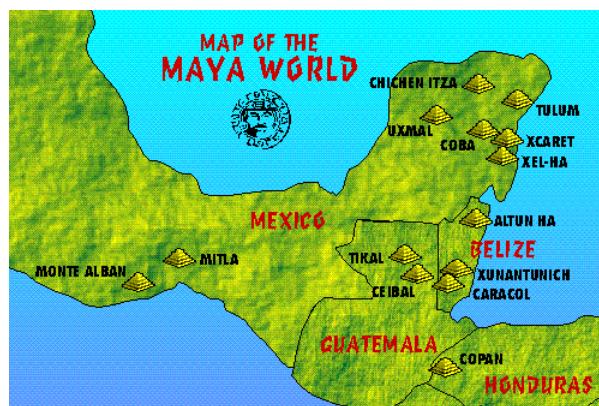


মায়া সভ্যতার রহস্যময় অধঃপতন:

শ্রিস্টপূর্ব আট শতকের শেষ দিক থেকে নবম শতকের মাঝামাঝি সময়ে মায়া সভ্যতায় এমন এক অজানা কিছু ঘটেছে যা এই সভ্যতার ভগ্নিকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এক এক করে দক্ষিণের নিম্নভূমিতে অবস্থিত ক্লাসিক শহরগুলি পরিত্যক্ত হয়, ফলে এই অঞ্চলে মায়া সভ্যতার মৃত্যু হয়। আর এই রহস্যজনক পতনের কারণ এখনো অজানা যদিও অনেক পণ্ডিতই নিজেদের মত করে বিভিন্ন তত্ত্ব দিয়েছেন।

তবে এর মধ্যে তিনটি তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নেওয়া যায়। কেউ বিশ্বাস করতো যে, মায়ার জনসংখ্যা খুব বেশি হয়ে গিয়েছিলো। আর যা মায়ার পরিবেশ সহ্য করতে পারেনি। আবার অনেক পণ্ডিত মনে করেন, প্রতিনিয়ত পরস্পরের সাথে যুদ্ধের ফলেই মায়া ধংস হয়েছে। আর আরেকটি তত্ত্ব হলো পরিবেশের বিপর্যয়। হয়তো মায়া সভ্যতায় এমন কোন খরা, বন্যা বা অতিকায় শক্তিশালী প্রাকৃতিক কিছু আঘাত হেনেছিলো যার ফলে প্রাচীন এই মায়া সভ্যতা ধংস হয়।

তবে হয়তো মায়া ধংসের কারণ এই তিনটির মিলিত কারনই: মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা, নিজেদের সাথেই যুদ্ধ আর কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়। আর স্প্যানিশ আক্রমনকারীরা মায়া সভ্যতায় আসার আগেই, মায়া সভ্যতা চাপা পড়ে যায় সবুজ



বনাঞ্চলের নিচে।

এবার আসুন মিলিয়ে দেখি, হজরত জুলকারনাইনই কি মায়া সভ্যতাকে ধ্বংস করেছিলেন কিনা?

জুলকারনাইন ভ্রমণ করতে করতে একদম পশ্চিম প্রান্তে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি সূর্যকে কালো পানিতে ডুবে যেতে দেখেছিলেন। এবং এক জাতির দেখা পেয়েছিলেন। ইবনে কাসীর (র) বলেছেন: এটা পশ্চিম আটলান্টিকের খালিদাত দ্বীপপুঞ্জ (হয়তো আজকের ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অর্থাৎ রেড ইন্ডিয়ান জাতি বা হোপি জনগণ আর তৎকালীন মায়া সভ্যতা)। যার পরে আর কোনো ভূমি নেই।



বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ থেকে জানা যায় হজরত যুলকারনাইনের অবস্থানও খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ সালে ছিল। অর্থাৎ বুরা গেলো মায়া সভ্যতা আর হজরত জুলকারনাইন একই সময়ের।

আবার দেখুন, মায়া সভ্যতা কোনো এক অজানা শক্তি দ্বারা হঠাতে করেই ধ্বংস হয়ে যায়। এই রহস্যের কুল কিনারা এখনো কেউ করতে পারেন। যদিও গবেষকরা দাবি করে স্প্যানিশরা তাদের আক্রমণ করেছিল। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী হজরত যুলকারনাইনের শাস্তি প্রদানের ঘটনাটাই (N:B: screen shot) বেশি যুক্তিসংজ্ঞত।

شَدَّ نَা هَيْتَ تَبَرَّهَ سُرْيَاكَلَةَ تَاهَارَأَ سُرْيَاكَلَةَ الرَّشَدَغَلِيَّتَهَ پَاهَيْتَ | وَجَدَ عَنْدَهَا قَوْمًا
এবং উহার নিকটবর্তী একটি সম্প্রদায়কে তিনি পাইলেন। উলামায়ে কিরাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা আদম সন্তানেরই একটি সম্প্রদায় ছিল।

فُلْنَا يَادُ الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَنْخَذَ مِنْهُمْ حُسْنًا
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাহাদের উপর যুলকারনাইনকে কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতা দান করিলেন এবং তাহাকে এই এখতিয়ার দিলেন, ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাদিগকে হত্যা করিতে ও বন্দি করিতে পারেন আর ইচ্ছা করিলে তিনি ইন্সাফও প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। অতঃপর তিনি আদল ও ইন্সাফ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ইহাই অত্র আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে যেই ব্যক্তি যুলুম করিবে অর্থাৎ কুফর ও শিরকের উপর অটল থাকিবে তাহাকে অতিশীघ্র শাস্তি দিব। কাতাদাহ (র) বলেন, ইহার অর্থ হইল তাহাকে হত্যা করিয়া শাস্তি দিব। সুন্দী (র) বলেন, তামার ডেগ গরম করিয়া তাহাদিগকে উহাতে নিক্ষেপ করা হইত এমন কি তাহারা উহার মধ্যে গলিয়া যাইত। ওহ্ব ইবন মুনাববাহ (র) বলেন, যালিমদিগকে তাহাদের উপর লেলিয়া দেওয়া হইত অতঃপর তাহারা তাহাদের মহলে ও ঘরে প্রবেশ করিত এবং চতুর্দিক হইতে তাহাদিগকে ঘেরাও করিয়া ফেলিত। قَوْلَهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذَّبُهُ عَذَابًا نُّكَرًا।
অতঃপর তাহাকে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করা হইবে তখন তিনি তাহাকে চরম শাস্তি দান করিবেন। এই আয়াত দ্বারা পরকাল প্রমাণিত হইল।

আরো একটি বিষয় খেয়াল করুন, মায়ানদের বেঁচে যাওয়া জনগোষ্ঠীর বংশধরেরা (হোপি জনগণ) এখনো হজরত যুলকারনাইনের স্মৃতিকে বহন করে। সন্তবত এরাই তারা, যারা হজরতের বশ্যতা শিকার করে নিয়েছিল।



বাকিটা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

কারো কাছে যদি আরো কোনো তথ্য থাকে দিতে পারেন।

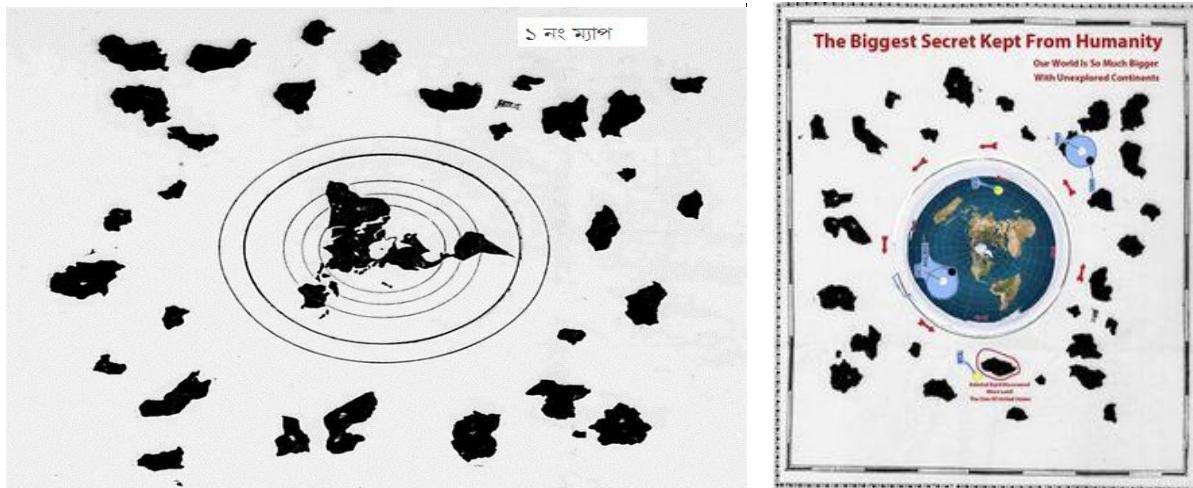
ইয়াজুজ মাজুজ কোথায়? আমাদের চেনা ম্যাপের ভিতরে নাকি বাহিরে?

সূরা কাহাফে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

যুলকারনাইনের আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক বলেন- আবার সে পথ চলতে
লাগল। অবশেষে যখন সে দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছল, তখন সেখানে
এক জাতিকে পেল, যারা তাঁর কথা একেবারেই বুঝতে পারছিল না। তারা বলল:
হে যুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে। আপনি বললে
আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও
তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। সে বলল: আমার পালনকর্তা
আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব, তোমরা আমাকে শ্রম দিয়ে
সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে
দেব। তোমরা লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা
স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন সে বলল: তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। অবশেষে
যখন তা আগুনে পরিণত হল, তখন সে বলল: তোমরা গলিত তামা নিয়ে এসো,
আনি তা এর উপর ঢেলে দেই। অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপরে আরোহণ
করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হল না....[সূরা কাহফ, আয়াত
৯২-৯৭]

ইয়াজুজ মাজুজ নিয়ে দুই ধরণের মত পাওয়া যায়।

১) এক দল মানুষ মনে করে, এটা সম্পূর্ণ গায়েবের বিষয়। এরা আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। আমাদের পরিচিত ম্যাপের বাহিরে বা মাটির নিচে আছে।



২) আরেকদল মানুষ মনে করে, এরা সম্পূর্ণ আমাদের মতোই মানুষ। খাজারিয়া, মঙ্গোল, চীন - জাপান ইত্যাদি অঞ্চলে এদের বসবাস। এরাই বর্তমানে পৃথিবীতে ফেতনা ফাসাদ ছড়িয়ে দিয়েছে।

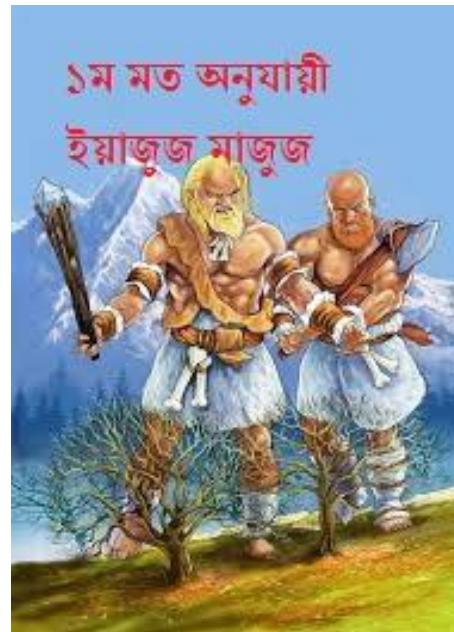
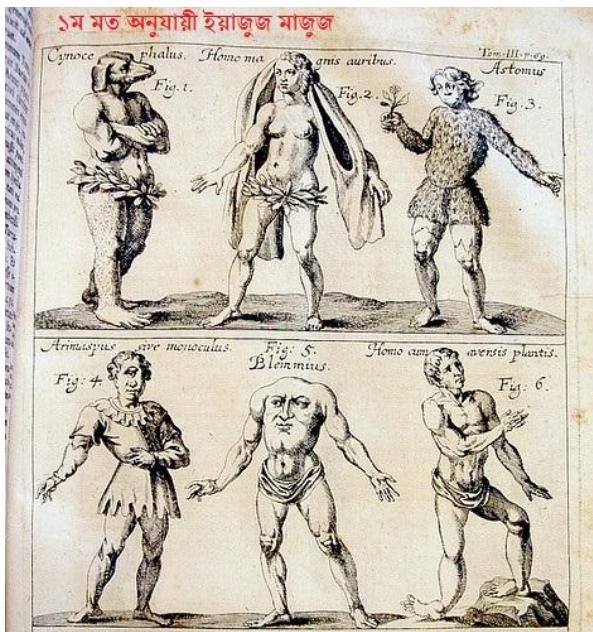
এবার আমরা দুটো মতকেই বিশ্লেষণ করে দেখবো, ইনশাআল্লাহ।

++++

প্রথম মতের সপক্ষে নিচের হাদিসগুলো পড়ুন:

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা:) বলেন- ইয়াজূজ-মাজূজ আদম সন্তানেরই একটি সম্প্রদায়। তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হলে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলবে। তাদের একজন মারা যাওয়ার আগে এক হাজার বা এর চেয়ে বেশি

সন্তান জন্ম দিয়ে যায়। তাদের পেছনে তিনটি জাতি আছে-তাউল, তারিছ এবং
মাঙ্ক...[তাবারানী]



হ্যরত ইবনে আববাস রা. হতে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, পৃথিবী সাত ভাগে বিভক্ত।

উহার ছয় ভাগ ইয়াজুজ মাজুজ এর জন্য। আর বাকী কিছু অংশ সমস্ত সৃষ্টিজীবের

জন্য। হ্যরত হাসমান ইবনে আতিয়া বলেন, ইয়াজুজ মাজুজ দুই জাতিতে

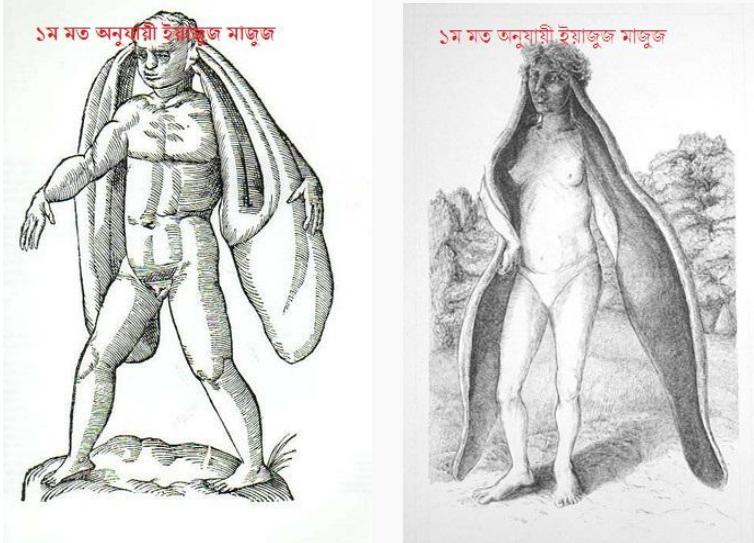
বিভক্ত। আর প্রত্যেক জাতিতে একলাখ জাতি। একজাতি অন্য জাতির সাথে

সাদৃশ্য নয়। কোন পুরুষ তার সন্তানদের একশত চক্ষু না দেখা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ

করে না।

[আল ফিতান: নুয়াইম বিন হাম্মাদ - ১৬৩০]

তাফসিরবিদ ইবনে কাসির (রহ.) ইয়াজুজ- মাজুজ সম্পর্কে সব বর্ণনা
একত্র করে লিখেছেন, ‘এতে বোঝা যায় যে ইয়াজুজ- মাজুজের সংখ্যা
সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি হবো’



হজায়ফা (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) - এর কাছে ইয়াজুজ- মাজুজ সম্পর্কে
জিজ্ঞেস করেছেন। জবাবে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, ‘ইয়াজুজ একটি
জাতি। মাজুজ একটি জাতি। প্রত্যেক জাতির অধীনে রয়েছে চার হাজার
জাতি। তাদের কোনো ব্যক্তি তত দিন পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে না, যত

দিন তারা চোখের সামনে নিজের ওরসজাত হাজার সন্তান দেখতে না
পায়, যাদের প্রত্যেকে যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারে সক্ষম। হজায়ফা (রা.) বলেন,
আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) - এর কাছে আবেদন জানিয়েছি যেন তাদের
সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়। তিনি বলেন, তারা তিনি ধরনের। তাদের
এক দল হবে আরজের মতো। আরজ হলো সিরিয়ার একটি বৃক্ষ। এর
দৈর্ঘ্য আকাশপানে ১২০ হাত। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, এরা
এমন জাতি, কোনো ধোড়া ও লোহা তাদের মোকাবেলায় দাঁড়াতে
পারবে না। আর তাদের অন্য আরেকটি দল এক কানের ওপর দুমায়
এবং অন্য কান মুড়ি দিয়ে থাকো। তাদের পাশ দিয়ে যত হাতি, বন্য
প্রাণী, উট ও শূকর অতিক্রম করে, তারা সেগুলো খেয়ে ফেলে;
এমনকি তাদের মধ্য থেকে কেউ মরে গেলেও তারা খেয়ে
ফেলে. . .।' (মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, হাদিস : ১২৫৭২)

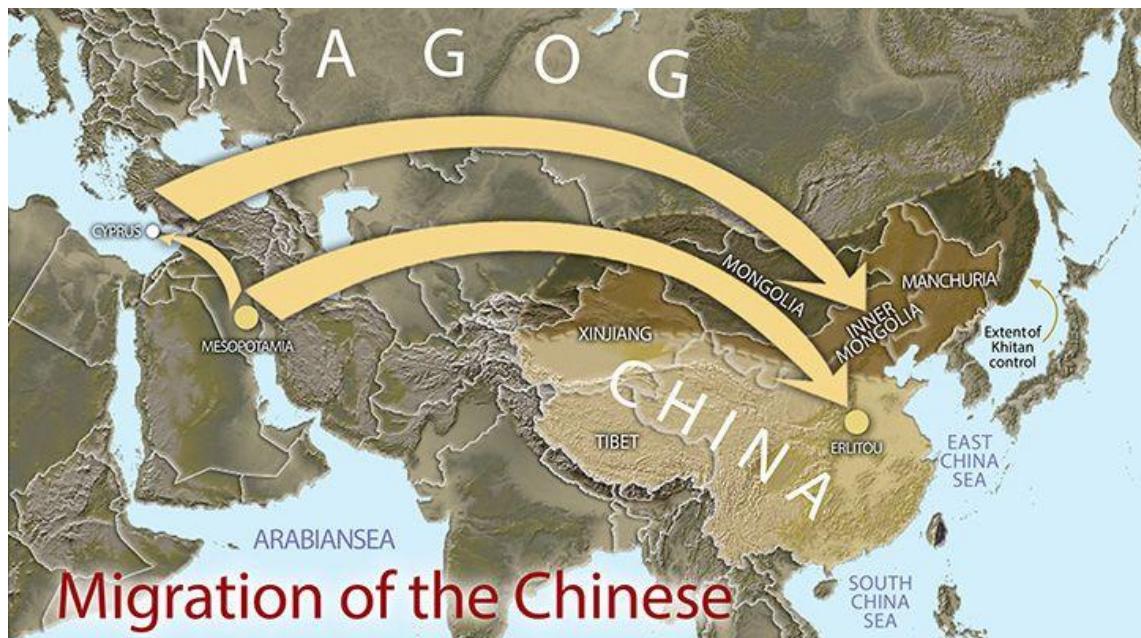
উপরোক্ত আলোচনাগুলো প্রথম মতকেই সমর্থন করো। এই মত অনুযায়ী
আমাদেরকে ১ নং ম্যাপটিকে প্রাধান্য দিতে হবো তাহলেই এটা সন্তুষ্ট।
এবং আমাদের আলোচনাকে এখানেই বন্ধ করে দিতে হবো কারণ এই মত অনুযায়ী
আর বেশি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সন্তুষ্ট নয়।

++++++

এবার আসুন দ্বিতীয় মতটিকে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে দেখি।



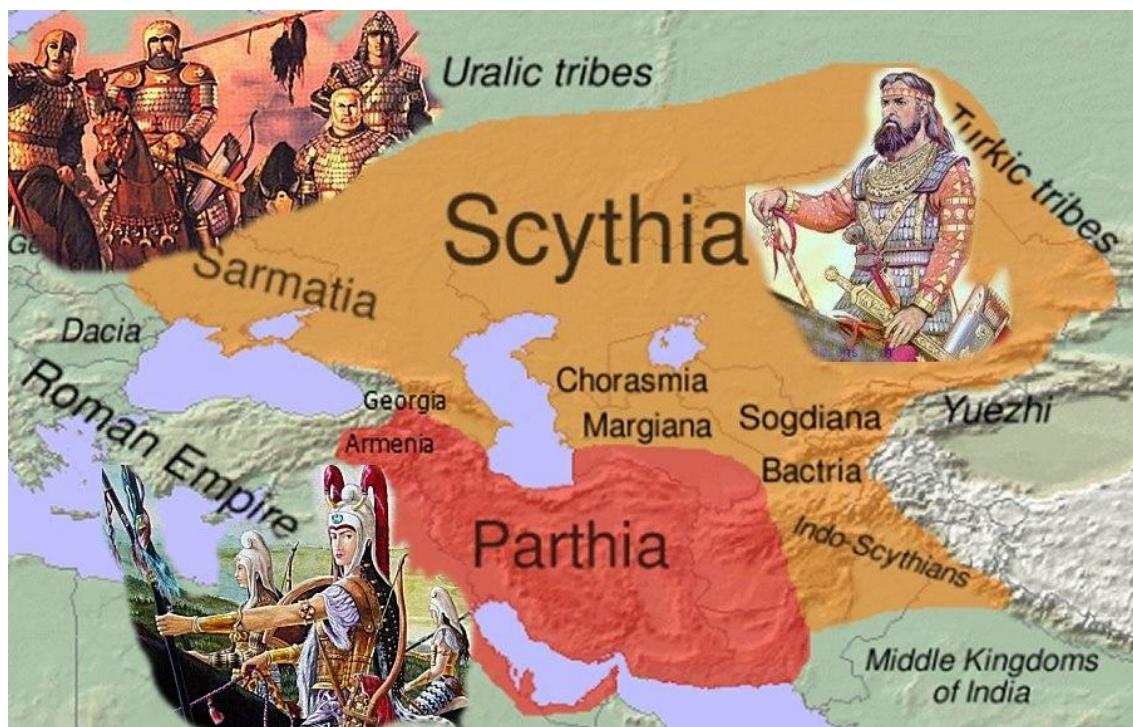
((ইয়াজুজ মাজুজ এরা তুরক্ষের বংশোদ্ধৃত দুটি জাতি। কুরআন মাজীদে এ জাতির বিস্তারিত পরিচয় দেয়া হয়নি। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে তাদের নাক চ্যাপ্টা, ছোট ছোট চোখ বিশিষ্ট। এশিয়ার উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত এ জাতির লোকেরা প্রাচীন কাল হতেই সভ্য দেশ সমুহের উপর হামলা করে লুটতরাজ চালাত। মাঝে মাঝে এরা ইউরোপ ও এশিয়া উভয় দিকে সয়লাবের আকারে ধ্বংসের থাবা বিস্তার করতো।



বাহিবেলের আদি পুস্তকে(১০ম আধ্যায়ে) তাদেরকে হযরত নুহ (আ:) এর পুএ
ইয়াকেলের বংশধর বলা হয়েছে। মুসলিম ঐতিহাসিক গনও একথাই মনে করেন।
রাশিয়া ও উত্তর চীনে এদের অবস্থান বলে বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে অনুরূপ
চরিত্রের কিছু উপজাতি রয়েছে যারা তাতারী, মঙ্গল, হন ও সেথিন নামে পরিচিত।
তাছাড়া একথাও জানা যায় তাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্ম কক্ষেশের
দক্ষিণাঞ্চলে দুরবন্দ ও দারিয়ালের মাঝখানে প্রাচীর নির্মান করা হয়েছিল।



ইসরাইলী ঐতিহাসিক ইউসীফুল তাদেরকে সেখীন জাতি মনে করেন এবং তার ধারণা তাদের এলাকা কিষও সাগরের উত্তর ও পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। জিরোম এর বর্ণনামতে মাজুজ জাতির বসতি ছিল ককেশিয়ার উত্তরে কাঞ্চিয়ান সাগরের সন্নিকটে।))© যা, খাজারিয়া অঞ্চল নামে পরিচিত।



এই মতানুযায়ী ২ নং ম্যাপটিকে (জাতিসংঘের ম্যাপ) সামনে রেখে অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা সম্ভব।



এ ব্যাপারে অনেক পোস্ট দেয়া হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। আগ্রহীগণ পড়তে পারেন।

ইয়াজুজ মাজুজ সংক্রান্ত সকল পোষ্টের লিংক: একসাথে

<https://www.facebook.com/groups/truthhunter/permalink/545347869733514/>

তবে প্রথম মতটিকে যদি আমরা নেই, তাহলে একটি প্রশ্ন চলে আসে

আর তা হলো: এতো দূর থেকে এসে ইয়াজুজ মাজুজ পৃথিবীতে

ଲୁଟ୍ଟରାଜ କରତୋ କିଭାବେ? ଆର ଦ୍ଵିତୀୟ ମତ ଅନୁୟାୟୀ ବ୍ୟାପାରଟା ମିଳେ
ଯାଯା



ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟଃ ମତ ଯେଟାକେଇ ଗ୍ରହଣ କରା ହୋକନା କେନ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କଥା ହଚ୍ଛେ
ଇଯାଜୁଜୁ ମାଜୁଜେର ଆଉପ୍ରକାଶ ବା ଆକ୍ରମଣ ଟୀସା (ଆଃ) ଏର ପରେଇ ସଂଘାଟିତ
ହବେ। ଏ ବ୍ୟାପରେ କାରୋ କୋନୋ ଦ୍ଵିମତ ନେଇ। ସୁତରାଂ ଏହି ବିଷୟଟା ନିୟେ
ଏକ ମତେର ଅନୁସାରୀରା ଆରେକ ମତେର ଅନୁସାରୀଦେରକେ ଗାଲାଗାଲି କରା
ମୋଟେଓ ଉଚିତ ନୟ। ପୂର୍ବେଓ ଅନେକ ସାଲାଫଗଣ ଏସବ ନିୟେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗବେଷଣା
କରେଛେ। ଆଲ୍ଲାହ ଆମାଦେରକେ ଉତ୍ତମ ବୁଝ ଦାନ କରନ। ଆମିନ।

ଉପସଂହାର:

ଯିନି ପୁରୋ କିତାବଟା ପଡେ, ଉପସଂହାରେ ଏସେ ପୌଛାଲେନ। ଅବଶ୍ୟକ ତିନି
ଏକଜନ ସତିକାରେର ଏଲମ ଅନେଷଣକାରୀ ଏବଂ ବିଜ୍ଞ ପାଠକ। ଆଶା କରି

এলোমেলো হলেও, কিতাবগুলোর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। সমতলে বিছানা
পৃথিবীর ব্যাপারে আমার নিজের যত লিখা ছিল এবং আমার সংগ্রহে যত
আটিকেল ছিল, সব কিছু ৪টি খণ্ডে আনার চেষ্টা করেছি,
আলহামদুলিল্লাহ। এই ৪টি খণ্ডের দ্বারা যে কারো সমস্ত বিভ্রান্তি দূর হয়ে
যাবে ইনশাআল্লাহ। আপাতত এ ব্যাপারে আর লিখার মতো কিছু নেই।
তাই এখানেই (৪র্থ খণ্ড) শেষ হলো। যদি কখনো প্রয়োজন মনে হয় বা
নতুন কিছু পাওয়া যায়। তাহলে আবার সেগুলোকে একসাথে করে ৫ম
খণ্ড প্রকাশ করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ। তবে মনে হয়না আর
প্রয়োজন পরবে। বাকি তো আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহ তায়ালা
আমাদের সকলকে কবুল করে নিন। কিছু কিছু আটিকেলে কোনো কোনো
ব্যক্তি বা ঘোষীর বিরুদ্ধে কিছু কথা চলে গেছে। আর যাওয়াটাই
স্বাভাবিক। নয়তো সত্যকে উমোচন করা সম্ভব ছিল না। যদিও সেগুলো
সংগৃহিত আটিকেল, তবুও আমি সেসব আটিকেলের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি।
সাথে প্রিয় পাঠকদেরকে অনুরোধ করছি, অন্ধ অনুকরণ থেকে বের হয়ে
সত্যের অনুসন্ধানী হতে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন
আমিন।

-THE END-